উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৪২৬.৩৪ (+৬২.৯৭)
নিফটি : ২৫,৮৬৮.৬০ (+২৫.৪৫)

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী
ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। » ৭

সিইও-দের জরুরি তলব
২২ ও ২৩ অক্টোবর দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের দিল্লিতে তলব করেছে কমিশন। সঙ্গে দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২১°	৩৩°	২১°	৩৩°	২১°	৩১°	১৯°

চাপের মুখে স্টান্স বদল নকভির » ১২

শিলিগুড়ি ৪ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 22 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 152

শব্দবাজিতে কান ঝালাপালা

পুলিশ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার সূর্যনগর মাঠে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে পুজো দেখতে এসেছিলেন শান্তিনগর বৌবাজারের প্রমীলা দাস। সেখানে বাজির তীব্র শব্দে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন প্রমীলা। তিনি বললেন, 'এখানে তো ভয়ংকর বাজি ফাটছে। এই শুনলাম যে শব্দবাজি বন্ধ। কোথায় বন্ধ?' সেই সময় পুলিশও মাঠের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। এই দেখে প্রমীলা বললেন, 'এই তো পুলিশের সামনেই বাজি ফাটছে।'

পুজো দেখতে বেরিয়ে শব্দবাজি নিয়ে তীক্ত অভিজ্ঞতা হাকিমপাড়ার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক চন্দন চক্রবর্তীর। তিনি বললেন, 'তিন-চারদিন ধরে দেদারে শব্দবাজি ফাটছে। কলকাতায় শুনলাম শব্দবাজি ফাটানোয় প্রচুর গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের শহরে তো প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাস্তায় বের হতেই ভয় হচ্ছে।'

কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষ্যে আলোর উৎসবে মেতেছে শহর শিলিগুড়ি। কিন্তু আলোর রোশনাইয়ে বাদ সেধেছে দেদার শব্দবাজির ব্যবহার। কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সর্বত্রই বাজির শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। কালীপুজো, দীপাবলির পরেই ছটপুজো থাকায় এই শব্দবাজি থেকে মুক্তি কবে সেই প্রশ্ন উঠছে। শহরে দেদারে শব্দবাজি ফাটলেও পুলিশ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। বরং পুজোর রাত থেকে একাধিক থানা চত্বরেও শব্দবাজি ফাটতে দেখা

অবাধে বিক্রিও

- রোশনাইয়ে বাদ সেধেছে দেদার শব্দবাজির ব্যবহার
- কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সর্বত্রই বাজির শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম
- পুজোর রাত থেকে একাধিক থানা চত্বরেও শব্দবাজি ফাটতে দেখা যায়
- পুলিশের দাবি, শব্দবাজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চলছে। ৭০-৮০ জনকে আটক করা হয়েছে

গিয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেদারে শব্দবাজির ব্যবহার হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন খোদ মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেছেন, 'পুজোর রাতে বাজির শব্দ কিছুটা কম ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের দাবি, 'শব্দবাজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানা এলাকায় নিয়মিত অভিযান চলছে। ৭০-৮০ জনকে আটক করা হয়েছে। বেশ কিছু শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

আদালতের নির্দেশে শব্দবাজির ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ রয়েছে। শুধুমাত্র গ্রিন ক্র্যাকার্স বা পরিবেশবান্ধব আতশবাজি ব্যবহারের ছাড়পত্র রয়েছে। সেটাও রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত পোড়ানো যাবে। কিন্তু প্রতি বছর শিলিগুড়িতে চকোলেট বোম সহ বিভিন্ন বাজির শব্দে শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে ঘরেও টিকতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। বিকট শব্দে শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বুক কেঁপে উঠছে। ছাড় পাচ্ছে না হাসপাতাল, নার্সিংহোম লাগোয়া এলাকাগুলিও। শব্দবাজির দাপটে রাস্তা দিয়ে স্কুটার, মোটর সাইকেল সহ অন্য যানবাহন নিয়ে যাতায়াতও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিন শহরের সেবক রোড, স্টেশন ফিডার রোড, নয়াবাজার, সূর্যনগর, কলেজপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, মিলনপল্লি, ভক্তিনগর, নিবেদিতা রোড সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ধ্যা থেকেই দেদারে শব্দবাজি ফাটতে দেখা গিয়েছে। রাজ্যের যে শহরগুলিতে শব্দবাজির দাপট সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে অন্যতম এই শিলিগুড়ি।

প্রশ্ন উঠেছে, কঠোর আইন, এত প্রচারের পরেও কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে শহরজুড়ে শব্দবাজি বিক্রি এবং ব্যবহার হচ্ছে? সবুজ আতশবাজি বিক্রির জন্য পৃথক বাজি বাজারের ব্যবস্থা করা হলেও শব্দবাজি কোথা থেকে আসছে?

এরপর দশের পাতায়

উৎসবের আলো

রাজপথে বামাকালী। নদিয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। (নীচে) দীপাবলির আনন্দ উৎসবে মেতেছে খুদে। আতশবাজি হাতে পরিবারের সঙ্গে। বেনারসে। -পিটিআই

বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : আলোয় ভুবন ভরানোর উৎসবে ফুসফুস ভরে যাচ্ছে দূষিত বাতাসে। আনন্দ করার জন্য যে বাজি পোড়ানোর আয়োজন, সেটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে গেল। আইনে যতই নিষিদ্ধ থাক, শব্দবাজির বিপুল বিস্ফোরণে বিষ উগরে দিচ্ছে বাতাসে। কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে টানা তিনদিন ওই বিষে হাঁসফাঁস করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। উত্তরবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়।

কালীপুজোর দিন সোমবার রাত ১২টায় শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (বায়ু দূষণ পরিমাপের একক) পৌঁছে গিয়েছিল ২০০-র ওপরে। যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ৫০ ছাড়ালেই তা অস্বাস্থ্যকর। ২০০-র ওপরে একিউআই থাকলে সেই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক ধরা হয়। সুস্থ মানুষ, এমনকি প্রাণীদের স্বাস্থ্যের ওপর যার মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

অসুস্থ, বিশেষ করে হৃদযন্ত্র ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফুসফুসে, শ্বাসনালিতে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। এসব নিয়ে প্রচার কম না থাকলেও

সর্বোচ্চ একিউআই

শিলিগুড়ি ২১২ (সোমবার রাত ১২টায়)
কোচবিহার ১৮৪ (সোমবার রাত ১২টায়)
আলিপুরদুয়ার ১৮৪ (সোমবার রাত ১২টায়)
জলপাইগুড়ি ১৮২ (মঙ্গলবার ভোর ৫টায়)

বাস্তবে শব্দবাজিতে কোনও লাগাম দেখা যায়নি গত তিনদিনে। নজরদারির বালাইও কোথাও দেখা যায়নি। পুলিশি ধরপাকড় কোথাও

এরপর দশের পাতায়

সিমলা-মানালি ট্যুর দেড় লাখে

নজরে পার্থর লাইফস্টাইল

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২১ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে জন্ম ও মৃত্যুর জাল শংসাপত্র ইস্যু করায় অন্যতম অভিযুক্ত পার্থ সাহা এখনও পুলিশের কাছে অধরা। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পার্থর রাতারাতি বদলে যাওয়া 'লাইফস্টাইল' সম্পর্কেও কিছু তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। প্রতিবেশী, যাঁরা চোখের সামনে পার্থকে 'বদলে যেতে' দেখেছেন, তাঁরাও আড়ালে আবডালে মুখ খুলছেন।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক জানান, ২০২২ সালের মে মাসে পার্থ খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে 'জন্ম-মৃত্যু তথ্য' পোর্টালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ডিইও) হিসাবে কাজে যোগ দেন। অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কেটেকুটে হাতে বেতন পেতেন মাসে ১০ হাজার ৪০০ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থর মা পপি সাহা জেলা তৃণমূল মহিলার নেত্রী। বাবা দর্জির কাজ করতেন। এখন কাজ করেন না। একেবারেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। পার্থর ভাই মাস দুয়েক আগে একটি লোন রিকভারি এজেন্ট হিসাবে কাজ শুরু করেছেন।

ডিইও হিসাবে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই পার্থর চালচলন আমূল বদলে যায়। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পার্থর এক সহকর্মী বলেন, অফিসে পার্থ অফিসারের মতো থাকতেন। তাঁর কাছে কাজে আসা সাধারণ মানুষও তাঁর ব্যবহার নিয়ে অনেক সময় ক্ষোভ জানিয়েছেন।

ভোল বদল

- অভিযুক্ত পার্থ সাহা এখনও পুলিশের কাছে অধরা
- যাঁরা চোখের সামনে পার্থকে 'বদলে যেতে' দেখেছেন, তাঁরাও আড়ালে আবডালে মুখ খুলছেন
- ডিইও হিসাবে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই পার্থর চালচলন আমূল বদলে যায়

পার্থর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানিয়েছেন, গত ডিসেম্বরে মেয়ের জন্মদিনে বিশাল আয়োজন করেন পার্থ। গত ফেব্রুয়ারিতে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে পরিবার নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

নয়া নেতৃত্বে লড়াইয়ে মাওবাদীরা

» সাতের পাতায়

শখের সাইক্লিংয়ে গিনেস রেকর্ড

» পাঁচের পাতায়

শৌচালয়ের পাশে শিশু উদ্ধার

হাসপাতালে নেওয়ার আগে আগলে রাখলেন স্থানীয়রা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : রাখে হরি মারে কে! সত্যিই। কপালে জীবন লেখা থাকলে তাকে ছোঁয় মৃত্যুর সেই সাধ্য কোথায়। মঙ্গলবার সকালে শালুগাড়া এলাকায় একটি গণ শৌচালয়ের পাশে দিন পনেরো বয়সি এক শিশুপুত্রের উদ্ধারের ঘটনায় সেটাই যেন আবার নতুনভাবে প্রমাণিত। পরে তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাই তাকে রীতিমতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। কালীপুজোর পরদিন এমন এক ঘটনায় অনেকেই হতবাক। দেবীর আশীর্বাদেই শিশুটি ভালোভাবে বেঁচে ছিল বলে অনেকের দাবি। তবে কে বা কারা ওই শিশুটিকে সেখানে ফেলে গিয়েছিলেন তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

তদন্তে পুলিশ

- মঙ্গলবার সকালে শালুগাড়া এলাকায় একটি গণশৌচালয়ের পাশে ১৫ দিনের শিশুপুত্র উদ্ধার
- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন
- কে বা কারা ওই শিশুকে এলাকায় ফেলে রেখে গিয়েছিল তা পরিষ্কার নয়

মাস তিনেক আগে মাল্লাগুড়িতে এক ভবঘুরের বস্তা থেকে জীবিত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। মেয়ে হওয়ার কারণেই শিশুটিকে তার পরিবার সেখানে ফেলে গিয়েছিল বলে অনুমান। শিশুটিকে দেখতে পেয়ে ভবঘুরে তাকে কুড়িয়ে নিজের বস্তায় ভরে নেয়। তবে ওই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা এখনও জানা যায়নি। মাস ছয়েক আগে শিবমন্দিরের একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে জীবিত এক শিশুপুত্রকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আবারও শিশুপুত্র উদ্ধারের ঘটনায় অনেকেই অবাক।

স্থানীয় বাসিন্দা হিসে ভুটিয়া বলছিলেন, 'অন্যদিনের মতোই এক সাফাইকর্মী এদিন শৌচালয়টি পরিষ্কারের কাজে এসেছিলেন। শৌচালয়ের সামনে পৌঁছানোর পর তিনি এক শিশুর কান্না শুনতে পান। শৌচালয়ে ঢুকতে গিয়েই তিনি পাশে এক শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেন।' ওই সাফাইকর্মী চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। তাঁদেরই অন্যতম মনীষা থাপা। ওই শিশুকে নতুন কাপড়ে মুড়ে তিনি কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে টয়ট্রেনের বুকিং, ছন্দে ফিরছে পর্যটন

নভেম্বর মাসের জন্য পাহাড়ে টয়ট্রেনের তিনটি চার্টার্ড বুকিং হয়ে গিয়েছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়-পর্যটনে গতি আসায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বস্ত পাহাড় ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং এর মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের পর্যটকরাও টয়ট্রেনের এই পরিষেবা বুক করছেন। পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশায় বুক বেঁধেছেন। নভেম্বর মাসের জন্য তিনটি বুকিং ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। যে তিনটি দল এগুলি ভাড়া নিয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিদেশি দল রয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মাধ্যমে এই বুকিংগুলি করা হয়েছে। এছাড়া, ডিসেম্বরের প্রায় ৫০ শতাংশ বুকিং এখনই হয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের চাহিদায় ভাটা পড়েনি। মঙ্গলবারও এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেন ৩০ জন যাত্রী নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়। তবে সদ্য চালু হওয়া জয়রাইডগুলির চাহিদা কিছুটা কমেছে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'অনেকেই এখন থেকে টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং শুরু করেছেন। নভেম্বরের জন্য ইতিমধ্যেই তিনটি বুকিং হয়ে গিয়েছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি আমরা আরও বুকিং আশা করছি।'

৪ অক্টোরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ লন্ডভন্ড হয়েছিল। পাহাড়ে ধস নেমে একাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

অনেকে মারা যান। মিরিকে ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দার্জিলিং এবং কালিম্পং মিলিয়ে মোট ৩১ জনের মৃত্যু হয়। ধসের কারণে টয়ট্রেনের লাইন একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা সারিয়ে পরিষেবা শুরু করতে ডিএইচআরের সাতদিন সময় লেগে যায়। পরে পাহাড় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটকদের পাহাড়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁরা পাহাড়ে আসছেন। এই সুবাদে টয়ট্রেনের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি জয়রাইড নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বেশ চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে পর্যটকদের অনেকের মধ্যে গোটা ট্রেন ভাড়া নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দলবেঁধে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি করে চোখে পড়ছে। এই সুবাদেই টয়ট্রেনের চার্টার্ড বুকিং নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়-পর্যটনকে স্বমহিমায় ফিরতে দেখে ব্যবসায়ীরা খুশি। ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসুর বক্তব্য, 'টয়ট্রেনের চার্টার্ড পরিষেবা সংক্রান্ত এই ইতিবাচক বিষয়টি আমাদের জন্য খুব ভালো।'

পর্যটন ব্যবসায়ী তথা হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পাহাড়ে টয়ট্রেন নিয়ে আরও প্রচার করা হলে এই চাহিদা বাড়বে। পর্যটনের আরও বিকাশ হবে।' তবে চালু করা জয়রাইডগুলি হঠাৎ যেন বন্ধ না করে দেওয়া হয় সেটাও রেলকে দেখতে হবে বলে সম্রাট মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষকদের সাহায্যে বাহারিনের ট্র্যাকে পলাশ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২১ অক্টোবর : পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে ছেলেকে একজোড়া জুতো কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবা-মায়ের। অবশেষে স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে জুতোর ব্যবস্থা করে দেন। অদম্য মনের জোরে যাবতীয় অভাব-অনটনকে পিছনে ফেলে দেশের হয়ে বাহরিনে এশিয়ান যুব গেমসে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে মালদার ছেলে পলাশ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নীল জার্সি গায়ে সে ট্র্যাকে নামবে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় পলাশই ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী।

পলাশের বাড়ি মালদা বিমানবন্দর সংলগ্ন ৫২ বিঘা এলাকায়। সে বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা গয়া মণ্ডল শহরের ঝলঝলিয়া কাজি আজহারুদ্দিন মার্কেটের সবজি বিক্রেতা। সোমবার রাতে পলাশ বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে জাতীয় দলের সঙ্গে বাহরিনের বিমান ধরে। তার আগে সে টানা এক সপ্তাহ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিল।

পলাশের কোচ অমিতাভ রায়ের কথায়, 'আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। ফাইনালে ও নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে।'

> আমি আশাবাদী, পলাশ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার হাঁটায় ওর বেস্ট টাইমিং ২২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। আমার বিশ্বাস, ফাইনালে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে দেবে পলাশ।
>
> **অমিতাভ রায়** পলাশের কোচ

বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুহিনকুমার সরকার বলেন, 'আমরা পলাশের জন্য গর্বিত। ওদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাবা সবজি বিক্রি করে সংসার চালান। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। স্পোর্টস শু কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না পরিবারের। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা টাকা তুলে স্পোর্টস কিটস কিনে দেন। বাহরিনে পলাশের হাতে দেশের তেরঙা দেখতে চাই আমরা।'

পলাশকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের খেলা বিভাগের শিক্ষক সুদামচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায়, 'পলাশ বরাবরই খেলাধুলায় ভালো। আমি জানতাম ঘষামাজা করলে অনেক উন্নতি করবে।' তিনিই পলাশকে অমিতাভর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রায় বছর দুয়েকের কঠোর অনুশীলনে স্কুল থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য হয়ে এখন জাতীয় দলে স্থান করে নেয় পলাশ।

স্পোর্টসের জুতো স্বাভাবিকভাবেই অন্য জুতোর তুলনায় অনেকটাই দামি। গয়া পারেননি ছেলের জুতোর টাকা জোগাড় করতে। বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের শিক্ষকদের তাই তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ছোট থেকেই ছেলের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ। শিক্ষকরা অনেক সাহায্য করেছেন। এখনও করছেন। আমি চাই ছেলের লক্ষ্য পূরণ হোক।'

ঘোষণা

Jolly Friends Club, Regd No. SO118593, Baghajatin Park, Siliguri এই ক্লাবের সদস্য অনির্বাণ দাশগুপ্ত (তিথিন)-কে অস্বাভাবিক অবস্থায় অভব্য আচরণের জন্য 21.10.2025 তারিখ থেকে ক্লাব থেকে বহিষ্কার করা হল। সদস্যবৃন্দ। (C/118804)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং LZL2701753 আমার নাম ভুল থাকায় গত 16-10-25, J.M. 1st Court সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Manila Jain এবং Monila Jain, W/o. Sanjay Kumar Jain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Monila Jain হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। আর. এন. রোড বাই লেন, থানা : কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118155)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমার পরমারাধ্যা জেঠিমা তৃপ্তি চক্রবর্তী গত ১২/১০/২০২৫ ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ বুধবার রবীন্দ্রনগরস্থিত বাসভবনে (ওয়ার্ড নং-১২) পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আগামী ২৪শে অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার রবীন্দ্রনগর ক্লাবে নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, শ্মশানবন্ধু ও বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতি কামনা করি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিনীত- দীপঙ্কর চক্রবর্তী (ভাস্তা), প্রশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা), সুশান্ত চক্রবর্তী (ভাস্তা)। কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-736101. (C/118156)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে ঝংকার মোড়, সেবক রোড, দেশবন্ধুপাড়া, সাহুডাঙিতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন ৯৫০০/- থেকে শুরু। M : 9933119446. (C/118803)

Teachers (residential) for School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in Interview at Siliguri on 23 to 26 October. M- 9799878678/ 9783251436. (K)

হারানো/প্রাপ্তি

চাকুলিয়া শাখার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর 5115140000066-এর অধীনে FD Certificate, যা গত ইংরেজি 10/10/2025 তারিখে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধানের পর আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পেলে যোগাযোগ করবেন। ইতি শ্যামলী মণ্ডল সেন, চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নং 8509430580. (C/118807)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৪/ওটি/১৫৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং ৮৭৫১ অনুযায়ী হাই ভিসকোস নাইলন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার (এইচভিএন লাইনার) উৎপাদন ও সরবরাহ, ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১ -এর জন্য উপযুক্ত, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি/৮৭৪৬ -এর সাথে প্রশস্ত পিএসসি স্লিপার ব্যবহারের জন্য, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, অল্ট-৩ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম:৩১০০৫৮৭, হাই ভিসকোস নাইলন (এইচভিএন)-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার সাব আইটেম:- আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৬১২।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১০ডি/ওটি/১৫৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১০-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ড্রয়িং নং- আরডিএসও/ সিজি/ডিআরজি/২৪৩৪ ব্যালেন্স ড্রাফ্ট (হার্ডওয়্যার আইটেম এইচটি হেক্স হেড বোল্ট এম ১৬x৪৫, হেক্সাগোনাল ক্যাসেল নাট এম ১৬ এবং স্প্লিট পিন ৪x৪০ সহ)গিয়ারের জন্য সামনের সাপোর্ট প্লেটের স্টিফেনার প্লেট অংশ এবং অঙ্কন নং- আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ এবং আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (রেভ.০৩) অথবা সর্বশেষ অনুসারে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করা। (সিবিসির জন্য আরডিএসও উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে)। "আইএস ৩৮৮৫: পার্ট II, গ্রেড V হিট ট্রাইটেড -এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ হার্ডনেস ২৪৫ বিএইচএন সহ চাপমুক্ত অবস্থায়, হার্ডনেস - ৩৫ এইচআরসি (সর্বনিম্ন) - অঙ্কন নম্বর আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ -এর নোট ৫। "অন্যান্য সমস্ত প্যারামিটার এই অঙ্কনের মতোই" [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৪৬৭৮ এসএসই/সিএলএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৩৩৬৭০৩১৯০০১২।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ২০/২৫/০৪০৫/ওটি/১৬০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন[কন্টাক্টর টাইপ-১] সিএলডব্লিউ স্পেক নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৮৬, অল্ট-সি। এবিবি আইডেন্টিফিকেশন নং: এইচএসবিএ৪৩৩৬৯৯আর১৩৮৪। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২১০০৩১৮, কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপশন] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ-৫ মালদা শহর/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, ii) পরিমাণ- ৫টি নিউ গুয়াহাটি/ডিপোট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, iii) পরিমাণ-৫ শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, পি.এল.নং-২৯৯৬০০২২।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৩/ওটি/১৬১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৭ অনুসারে প্রশস্ত বেস পিএসসি স্লিপারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্য উপযুক্ত ওয়াইডার পিএসসি স্লিপারগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য, যদি কিছু থাকে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। স্পেসিফিকেশন: আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এমএন্ডসি/আরপি-২০০/টোও৭ (অস্থায়ী) ২০১৮ সালের ১ নং সংশোধনী এবং সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে, ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে। এটি একটি সেফটি আইটেম। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম : ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাড সাব আইটেম: সিজিআরএসপি আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ১৫০০০০০ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, পি.এল.নং- ৬০১১০৮৩১।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৪৩এ/ওটি/১৬২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম থেকে ৫২/৬০ কেজি রেলের এইচ বিম স্লিপারের জন্য জিরো টো লোড ফিক্সচার সরবরাহ, আরডিএসও অনুমোদিত সংশোধন স্লিপ এবং স্পেসিফিকেশন সহ অঙ্কন। সকল ঠিকাদারদের লিড, লিফট, শ্রমিক, সরঞ্জাম, প্ল্যান্ট, পরিবহন ইত্যাদি। ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ করতে হবে। ১টি স্লিপারের জন্য সম্পূর্ণ ফিক্সচার ১ সেট হতে হবে। ("সর্বশেষ পরিবর্তন" শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন আগে পর্যন্ত পরিবর্তনকে বোঝাবে।) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ৩১০০৫১৫, জিরো টো লোড ফাস্টেনিং (জেডটিএলএফ) সিস্টেম আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৫০০০ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য, পি.এল..নং- ৬০০৪০০৪৭০১৯১।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৫০২/ওটি/১৬৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৫৮৪৯ (অল্ট. ০১) অনুসারে জগল ফিশ প্লেট ৬০ কেজি প্রতি সেটে ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৮৫৪/১ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্প এবং ডিআরজি নং .টি- ১১৫২৫-এর জন্য দুটি বোল্ট এবং নাট ডিআরজি নং .টি-১০৭৭৩৩ অনুযায়ী সিঙ্গেল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার সহ, ফিশপ্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন, যদি কোনও সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে।) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেম: ফিশপ্লেট] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান-৮১২৬ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (আসাম), পি.এল. নং -৬০০৯০১১০।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৯৩/ওটি/১৬৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লীপার -এর উৎপাদন এবং সরবরাহআরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং:টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নং, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (বাঁকা) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর ৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং সর্বশেষ পরিবর্তন সহ আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (চতুর্থ সংশোধন- মার্চ ২০২১) অনুসারে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ২১ সেট এসআর ডি ই এন/সি/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১৮। (২) পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১, বি -এর অঙ্কন অনুসারে এইচটিএস ডিআরজি.নং: টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের ড্রয়িং নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি- ৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩, ৬০ই১ টার্ন আউট -এর জন্য সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) মেনে চলা সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ২ সেট সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৩০১৩৫০০১। (৩) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারে -এর উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র জেনারেল লেআউট ড্রগ নং টি-৯৮৪১ এর অঙ্কন অনুসারে, এইচটিএস ডিআরজি. নং :টি-৮৭১৯ -এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ ৬০ই১ টার্ন আউট -এর সাথে মানানসই সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-২৭ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০। (৪) বিজি (১৬৭৩ মিমি) এর জন্য পিএসসি ১ ইন৮.৫ টার্ন আউট স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ সাধারণ লেআউট ডিআরজি নং টি -৯৮৪১ -এর জন্য আরডিএসও-এর অঙ্কন, এইচটিএস ডিআরজি. নং: টি-৮৭১৯ এর জন্য এবং স্লিপারের অঙ্কন নম্বর, টি-৯৬৮২ থেকে ৯৬৮৮, টি-৯৮৬৭ থেকে ৯৯১৮ এবং টি-৯৭৭০ থেকে ৯৭৭৩ সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ৬০ই১ টার্ন আউট অনুসারে ৬৪০০ মিমি ৬০ই১এ১ পুরু ওয়েব সুইচ (কার্ভড) সহ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য পিএসসি স্লিপারে আর২৬০/আর৩৫০এইচটি গ্রেড রেল সহ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-৪৫ (৪র্থ সংশোধন - মার্চ ২০২১) অনুযায়ী সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ১০ সেট ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৩০১৩৫০০১৮০।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩১এ/ওটি/১৬৫/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, ফ্লাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী সহ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, যদি থাকে, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ অল্ট নং ২ সহ, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] পণ্যের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-৩৪৮৭১৮ জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং - ৬০১১০০২৮। (২) ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি ফ্লাট টো -এর সাথে ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল অংশের জন্য ডিআরজি নং আরডিএসও টি৫৯১৯ আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট. নং ২ সহ, অথবা তাঁদের খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: 0] [ইউভিইএম লিঙ্কিং: আইটেম:৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেম টাইপ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান: ৪৫১২৮২টি এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১১০৫৫৭।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৭_২০২৫/কে/৮১০ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৭_২০২৫। কাজের নামঃ বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ১৮ টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্যে সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এলএএন সংযোগ কাজ।" (স্টেশন-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, বারসোই জংশন, পূর্ণিয়া জংশন, যোগবনী, কিশনগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফরবেসগঞ্জ জংশন, আররিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। টেন্ডার রাশিঃ ৩৩,৬১,০০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লেভেল ক্রসিংসমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২২-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের এল-জিং নং. এবি/১ (২/৬-৭ কিলোমিটার, আলিপুরদুয়ার জংশন-এপিডি), এবি/৩ (৪/৯-৫/০ কিলোমিটার, এপিডিসি-এপিডি), এবি/১৩ (১৪/১-২ কিলোমিটার, এপিডি-বিএসডব্লিউ), এবি/২২(২৬/১-২ কিলোমিটার (নিউ কোচবিহার-কোচবিহার), এবি/২৬ (এ) ৩০/০-১ কিলোমিটার, (কোচবিহার-দেওয়ানহাট), এবি/৩২ (৩৭/৫-৬ কিলোমিটার, দেওয়ানহাট-ভেটাগুড়ি) এবং এল জিং নং. এবি/৪৭ (৪৯/৫-৬ কিলোমিটার,ভেটাগুড়ি-দিনহাটা) (সর্বমোট ৭ টি) স্থিত রোড ওভার ব্রীজের সঙ্গে লেভেল ক্রসিং সমূহের অপসারণের জন্যে সম্ভাব্যতার অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন। টেন্ডার রাশিঃ ৩৭,২১,৪৬৭.৬৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৪,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৯_২০২৫/কে/৮০৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৯_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/শেডের ওয়াশিং/সিক লাইনে স্থিত এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,১০,৫৯,৮০৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্যে সিগন্যালিং সাহার্য

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৮ তারিখঃ ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ এসএসই এসএইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্যে সিগন্যালিং সাহার্য। টেন্ডার রাশিঃ ২৭,৫২,৮৭৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৫,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/এসএন্ডটি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২১_২০২৫/কে/৮২৩ তারিখঃ ১৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২১_২০২৫। কাজের নামঃ (ক) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ।" (খ) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। (গ) এসএণ্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/মালদা টাউন খণ্ডে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৯,২৬,৬৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৫৮,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮৮-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি- ই-টেন্ডার-০৮৮। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিসনে লীন, ক্ষতিগ্রস্ত/হিটেড ও ক্রিটিক্যাল মাস্ট/টিটিসি/পোর্টালগুলি অপসারণ সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশন কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ২,৭৭,৩৪,৮৪৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ২,৮৮,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ২৮.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ১১.১১.২০২৫-এ বেলা ৩টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MLD-205/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৩ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৫-১০-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহারে :- সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের মাঠ সমতল করা সহ ১০০ মিটার আচ্ছাদিত গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন সকল কর্মীদের জন্য আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পাড়া, কাটিহারে কভার শেড সহ ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,২৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) কাটিহার- কনস্ট্রাকশন স্যুইটসের কাছে রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণ। (খ) কাটিহার:- বাইরের পেইন্টিং ইত্যাদি সহ ওআরএইচ স্যুট নং এ. বি, ই এবং এফ এবং রুম নং ১ ও ২ এর সংস্কার। (গ) কাটিহার- অফিসার্স রেস্ট হাউসের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৪২,২৫,৬৬৩.২৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,২২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/১/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন বরসোইতে ১৬টি ইউনিট টাইপ-II এবং ৪টি ইউনিট টাইপ-III বহুতল কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩৮,৮১,৯০১.৯৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৬৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন তিনবাত্তি মোড় থেকে এরিয়া অফিস/নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন ও উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,২১,৭৮,৫৮৪.২৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,১০,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৩_২০২৫/কে/৮১৪ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৩_২০২৫। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সাল লাইনের পরিবর্তন।" টেন্ডার রাশিঃ ৫০,৩৩,৩৩৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
'THAMMA'
*ing : Ayushmann Khurana, Rashmika Mandanna
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
THAMMA (Hindi)
Time : 12.30, 3.30, 6.30
AC/Dolby Sound

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025

জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (জেই), ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ডিএমএস) এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএমএ)-এর বিভিন্ন পদে নিয়োগ।

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন শ্রেণির পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 30.11.2025। সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ ঃ 31.10.2025
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ ঃ 30.11.2025 (23:59 ঘটিকা)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা মান	01.01.2026 অনুসারে বয়স	অস্থায়ী শূন্য পদ (সকল আরআরবি)
জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার. ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ক্যামিকাল এবং মেটালরজিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	স্তর 6	35400	বিস্তারিত সিইএন-এর Annexure -A দেখুন	18-33 বছর	2570 (সকল আরআরবি)

প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করার সময় তাদের প্রাথমিক বিবরণ আধার ব্যবহার করে যাচাই করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিটি পর্যায় বিশেষ বিস্তারিত যাচাই বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত বিলম্ব এড়ানো যায়। আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য, আধারে নাম এবং জন্ম তারিখটি আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণির পাশ করা সার্টিফিকেটে সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। অনুরূপ ভাবে অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে আপনার নতুন ছবি এবং নতুন বায়োম্যাট্রিকের (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদনকারীদের অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে বিস্তারিত কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 বিশদভাবে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No. 05/2025 এর বিস্তারিত বিবরণ এবং কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/গুরুত্বপূর্ণ সূচনা উপরে উল্লেখিত নিয়োগ সংক্রান্ত সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

CEN No. 05/2025 এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুজাফ্‌ফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/কোল/এডিভিটি/সিইএন-05/2025
তারিখ : 22.10.2025
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বৃষ : বাবার চিকিৎসার খরচ বাড়বে। দূরের বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। মিথুন : কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা। আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। কর্কট : ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সুফল পাবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি। সিংহ : কোনও কাজ করে মানসিক তৃপ্তি। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য আনন্দলাভ। পরের জন্যে কিছু করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তুলা : ঋণ পরিশোধ করতে পেরে স্বস্তিলাভ। অংশীদারি ব্যবসা ভালো অর্থাগম। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ পেয়ে আনন্দ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা। ধনু : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করে দুশ্চিন্তা। সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় স্বস্তিলাভ। মকর : নিজের যোগ্যতায় কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ দায়িত্ব বাড়বে। পাওনা আদায় হবে। কুম্ভ : অসৎ ব্যক্তিকে না চিনতে পেরে সমস্যায়। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে স্বস্তি পাবেন। মীন : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ৪ কাতি, সংবৎ ১ কার্তিক সুদি, ২৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪১,অঃ ৫।৪। বুধবার, প্রতিপদ রাত্রি ৬।১৬। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১।৫। প্রীতিযোগ শেষরাত্রি ৪।২১। ববকরণ রাত্রি ৬।১৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১।৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৬।১৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৬।১৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।৩১ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩১ গতে ৪।৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৬।১৬ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাস্তা দখল করে ব্যবসা

বিবেকানন্দ রোড এলাকায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : কেউ নিজের দোকানের সামনের রাস্তা অন্য ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিচ্ছেন, আবার কেউ দোকানের সামগ্রী একেবারে ফুটপাথের ওপর সাজিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন। এদিকে জিজ্ঞেস করা হলে মূল দোকানদার ও ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করা ব্যক্তি দুজনেই ঢোঁক গিলে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সময় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে দখলদারির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিবেকানন্দ রোড এলাকা।

এতদিন অবৈধ পার্কিং, জমে থাকা আবর্জনায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে কালঘাম ছুটে যেত। এখন সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই নতুন সমস্যা। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ রাস্তাজুড়ে সামগ্রী সাজিয়ে রাখছেন। নিজেদের দোকানের সামনে বসিয়ে দিচ্ছেন অন্য দোকান। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই রাস্তা অনেকদিন আগেই অবৈধ পার্কিংয়ের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখন যেভাবে দখলদারি শুরু হয়েছে, তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলছেন, 'ঝংকার মোড়ে অস্থায়ী বাজার বসার সুযোগে কিছু দোকানদার ভাড়া দিয়ে রাস্তা দখল কিংবা রাস্তায় সামগ্রী রাখা শুরু করেছেন। তিন-চার মাসের মধ্যে ওই অস্থায়ী বাজার সরে যাবে। এরপর আমরা রাস্তা দখলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করব।'

মঙ্গলবার বিবেকানন্দ রোড এলাকায় যেতেই দখলদারির ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়ল। ঝংকার মোড় ধরে কিছুটা এগোতে দেখা গেল, রাস্তার ওপর কাঠের স্থায়ী দোকান বানানো হয়েছে। বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রঙের টব ও ফুল গাছ। এভাবে রাস্তার মধ্যে দোকান বানিয়েছেন কেন? প্রশ্ন করতেই দোকানদার পাশের আরেকটি দোকান দেখিয়ে বললেন, 'ওই ব্যবসায়ীকে বলেই দোকান করেছি।' কত টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন করতেই তিনি অবশ্য একেবারে নিশ্চুপ।

এক ব্যবসায়ীকে দোকানের ভেতরে থাকা সামগ্রী রাস্তাজুড়ে রেখেছেন কেন, প্রশ্ন করতে তাঁর জবাব, 'অনেকে তো সামনে দোকান বসিয়ে দিচ্ছে। আমি না হয়, সামগ্রী বাইরে সাজিয়ে রাখলাম!' মহাবীরস্থানে যাওয়ার জন্য প্রায় ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন মিহির রায়। তিনি বললেন, 'রাস্তা সবসময় আবর্জনায় ভরে থাকে। এর মধ্যে যেভাবে দোকানের সামনে দোকান ও সামগ্রী রাস্তা দখল করে নিচ্ছে, তাতে কীভাবে চলাচল করব জানি না। এরপরেও যদি প্রশাসনের তরফে কোনওরকম পদক্ষেপ না করা হয় তবে আমার মতো অসংখ্য পথচারী আরও সমস্যায় পড়বেন।'

ফুটপাথের ওপর দোকানের সামগ্রী। -সংবাদচিত্র

পানিট্যাঙ্কি মোড়ে একটি পুজোমণ্ডপে ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি : সুশান্ত পাল

বিশ্রামাগার নেই, ঠাঁই করিডরে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্রামাগার অনেক কম। যে কয়েকটি বিশ্রামাগার রয়েছে, সেখানেও আবর্জনায় ভর্তি। বাধ্য হয়ে এখন করিডরই রোগী এবং পরিজনদের ঠাঁই নেওয়ায় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দিনের পর দিন বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে যাতায়াতের করিডর এভাবেই ভুক্তভোগী মানুষের দখলে চলে যাচ্ছে। ফলে করিডর দিয়ে অন্যদের যাতায়াত, স্ট্রেচার সহ হাসপাতালের চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। যদিও হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'রোগী এবং পরিজনদের বিশ্রামের যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও মানুষ কেন করিডরে আশ্রয় নিচ্ছেন সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মেডিকেলের বহির্বিভাগে প্রতিদিন চার হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। অন্তর্বিভাগেও ৮০০-র বেশি রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে এক বা একাধিক পরিজন আসেন। তাঁরা রোগীর দেখভালের প্রয়োজনে মেডিকেলেই দিনের পর দিন থাকেন। আবার বহির্বিভাগেও রোগীদের অনেকের সঙ্গে পরিজন আসেন। এত রোগী এবং পরিজনের থাকার ব্যবস্থা করতে মেডিকেলে বিশ্রামাগার তৈরি করা হয়। পাশাপাশি কম খরচে রোগীর পরিজনদের থাকার জন্য মহকুমা পরিষদ, আবাসন দপ্তর এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে আলাদা পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল। সেগুলিতে অনেকের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ধাপে ধাপে বেশকিছু বিশ্রামাগার এবং রাত্রিবাসের ভবন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলিতে কোথাও সিটি স্ক্যান সেন্টার, কোথাও কোভিড ব্লক তৈরি হয়েছে। আবার একটি ভবন গবেষণাগার তৈরির জন্য নাইসেডকে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের করিডরে আশ্রয় রোগীর পরিজনদের।

একাধিক বিশ্রামাগার ক্যান্টিন চালানোর জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন চিকিৎসার জন্য আসা মানুষের আশ্রয় নেওয়ার জায়গা কমেছে। যে বিশ্রামাগারগুলি রয়েছে সেগুলিতেও গোরু, কুকুর শুয়ে থাকছে। পাশাপাশি প্রচুর আবর্জনা জমে স্তূপাকার হয়ে গিয়েছে। ইসলামপুরের দাঁড়িভিট থেকে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীর আত্মীয় সঞ্জয় দাস বলেন, 'স্ত্রী প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন। পাঁচদিন মেডিকেলে রয়েছি। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যে জায়গা রয়েছে সেগুলি নোংরা। মশার কামড় খেতে হয়। বাইরে হোটেলগুলিতে প্রতি রাত ৮০০-১,০০০ টাকা করে নিচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ। অত টাকা নেই। তাই ব্লাড ব্যাংকের পাশে করিডরে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে রাতে মশা মারার ধূপ জ্বালিয়ে শুয়েবসে কাটিয়ে দিই।'

সুপার অফিস সংলগ্ন করিডরে শুয়েছিলেন ধূপগুড়ির তনিমা বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এত বড় মেডিকেল! অথচ কোথাও একটু বসা বা রাত কাটানোর ব্যবস্থা নেই। তাই মশার কামড় খেয়ে আমাদের রাতের পর রাত করিডরেই কাটাতে হচ্ছে।'

পাহাড় পথে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : পাঙ্খাবাড়ি-কার্সিয়াং রোডে দেখা মিলল চিতাবাঘের। সোমবার সকালে সাতঘুমটি এলাকার কাছে বুনোটির রাস্তা পারাপারের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চিতাবাঘটি রাস্তা পারাপারের সময় স্কুটারে চেপে একজন দ্রুতগতিতে যাচ্ছেন। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই পারাপার করে চিতাবাঘ। এক চা বাগান থেকে অন্য চা বাগানে যায়। সেই কারণে গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা এবং এই রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দুই বন্ধুর মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২১ অক্টোবর : বাইক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুর মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন বাগডোগরার পিন্টু সরকার (২৫) ও বাতাসির সুকমল মণ্ডল (২৪)। সোমবার গভীর রাতে দুজনে বাইকে করে কালীপুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকার কিরণচন্দ্র চা বাগানের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে তাঁদের বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে মৃতদেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

ত্রাণশিবিরে ভোজ

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে প্লাবনবিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা এবং টন্ডু চা বাগানের ত্রাণশিবিরে বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করল প্রশাসন। মঙ্গলবার বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ ও টন্ডু বস্তির শিবিরে খিচুড়ি, সবজি, লুচি ও চাটনি সহ আরও বেশকিছু খাবারের ব্যবস্থা করা হয় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের জন্য। প্রশাসনের এমন উদ্যোগে খুশি সকলে।

বাজি পোড়ানো নিয়ে বিবাদ

মহিলাদের 'মার' এসপি'র

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : সোমবার রাত প্রায় একটা। রেল গুমটি এলাকায় পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের প্রতিবেশী কয়েকজন কিশোর-কিশোরী তখন বাজি ফাটাচ্ছিল। সেই সময় হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি ও মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে সেখানে হাজির হলেন খোদ পুলিশ সুপার! বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' প্রতিবেশী মহিলা ও শিশুদের বেধড়ক পেটালেন তিনি। মঙ্গলবার এরকমই একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছেন আক্রান্তরা (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। রাতেই পাঁচজন শিশু সহ মোট সাতজনের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কখনও দিল্লি পুলিশের দিনহাটায় অভিযানের কথা গোপন রাখা, আবার কখনও ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিককে কাজে না লাগানোর অভিযোগে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর তিরস্কারের মুখে পড়েছিলেন এই পুলিশ সুপার। এবার প্রতিবেশীদের পিটিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন দ্যুতিমান।

মঙ্গলবার হাতে, পায়ে কালশিটে দাগ নিয়ে আক্রান্তরা রেলগুমটি এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে জমায়েত করেন। পুলিশ সুপারের পদত্যাগের দাবি তুলে বিকেলে বাংলোর সামনে পথ অবরোধ করা হয়। কয়েক মিনিট অবরোধ চলার পরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার নেতৃত্বে পুলিশের বিশালবাহিনী গিয়ে লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। তিনজন মহিলা সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার রাতের মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুলিশ সুপার। তাঁর পালটা দাবি, বাংলোর পাশে সন্ধ্যা থেকেই একটানা বাজি ফাটানো হচ্ছিল। এমনকি বাংলোর ভেতরে বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনে। যেখানে দেখা যায় প্রতিবেশীরা রাত সাড়ে বারোটার পরেও বাজি ফাটাচ্ছিলেন। গভীর রাতে বাজি ফাটানোয় তাঁদের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিন পুলিশ সুপার বলেছেন, 'রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বাজি ফাটানো হয়েছে। আমার পোষ্য কুকুরগুলো চিৎকার করে করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে বারবার বাজি ফাটাতে বারণ করা হলেও তারা কোনও কথা শোনেনি। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাদের বাজি ফাটাতে বারণ করা হয়েছিল।'

কী অভিযোগ

- পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে বাজি ফাটাচ্ছিল কয়েকজন কিশোর-কিশোরী
- স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে লাঠি হাতে তাদের পেটাতে দেখা যায় পুলিশ সুপারকে
- সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে সোচ্চার আক্রান্তরা
- মঙ্গলবার এসপি'র বাংলোর সামনে আক্রন্তরা জমায়েত করলে লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ
- বাংলোর ভেতর পালটা বাজি ফেলার অভিযোগ এসপি'র

এদিন তাঁর বাংলোয় ছুড়ে দেওয়া বাজি সাংবাদিকদের দেখান পুলিশ সুপার। সেখানে একটি পোড়া চরকি দেখা যায়। আরও দুটি বাজি সেখানে দেখা গিয়েছে। যদিও তার সলতেতে আগুন ধরানোর চিহ্ন ছিল না। অর্থাৎ সেই বাজি দুটি পোড়ানো হয়নি।

পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেশী মহিলা তথা পেশায় আইনজীবী মল্লিকা কার্জি বলেন, 'পুলিশ সুপার নিজে রাতে এসে আমাদের মারধর করেছেন। আমাদের বাড়ির সিসিটিভিতে সব ধরা পড়েছে। ওঁর বাংলোয় বাজি ছুড়ে ফেলা হয়েছে বলে উনি যে অভিযোগ তুলেছেন তা মিথ্যে।'

টুকরো খবর

মশা মারতে ওষুধ স্প্রে

নকশালবাড়ি, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত নকশালবাড়ি ব্লকে চারজন ডেঙ্গি ও একজন জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে গ্রামীণ সম্পদকর্মী ও পতঙ্গবিদদের উপস্থিতিতে নকশালবাড়ি চা বাগানে ফাগু লাইন এলাকার প্রতিটি বাড়িতে মশার লার্ভানাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়। চলছে সমীক্ষা। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো জানিয়েছেন, আগামী তিনদিন সচেতনতা কর্মসূচি চলবে। সঙ্গে তিনি বলেন, 'মেডিকেল থেকে রিপোর্ট আসার পর থেকে আমরা সচেতন রয়েছি। দ্রুত এলাকায় সচেতনতার কাজ শুরু করা হয়েছে।'

সম্প্রতি নকশালবাড়ি চা বাগানে ৫৩ বছর বয়সি চৈতু ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিসে আক্রান্ত হন। অন্যদিকে, গোঁসাইপুর গ্রামে একজনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু নাবালকের

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : দাদুর সঙ্গে মেলায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নাবালকের। মৃতের নাম অভিজিৎ সিংহ (১২)। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার শীতলগছ এলাকায়। এলাকায় কালীপুজোর মেলা বসেছে। টোটোয় করে দাদুর সঙ্গে ফাস্ট ফুডের দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথে কিশোরের মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

জনসংযোগ

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : দলের বিএলএ-২-দের সঙ্গে নিয়ে বুথে বুথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ এবং এসআইআর নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নিল চোপড়া ব্লক কংগ্রেস। দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'মঙ্গলবার থেকে কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এদিন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক বুথ ঘোরা হয়েছে।'

আলোচনা

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সভাকক্ষে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সংগঠনের উদ্যোগে দলের বিএলএ-২-দের নিয়ে বৈঠক করা হয়। সংগঠনের অঞ্চল সভাপতি রিজওয়ান আহমেদ বলেন, বুথভিত্তিক সমীক্ষার কাজ নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রস্তুতি বৈঠক

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া নতুনহাটে শতাব্দীপ্রাচীন রাস উৎসব ও বাৎসরিক কালীপুজো নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। ৫ নভেম্বর পুজো ঘিরে দু'দিনব্যাপী মেলা ও গানের আসর বসানো হবে। এবার উৎসবের ১৩৭তম বর্ষ।

রাস্তার ধারে অবৈধ দোকান

যত্রতত্র পার্কিং, বিপদের আশঙ্কা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : নৌকাঘাটের একদিকে এশিয়ান হাইওয়ে, অন্যদিকে বর্ধমান রোড। দিনরাত সবসময় অগুনতি যানবাহনের চলাচল। কিন্তু নৌকাঘাট এলাকায় রাস্তার পাশে সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠছে একের পর এক দোকানপাট। সেই দোকানগুলির সামনে নিয়মের তোয়াক্কা না করে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তার ধারে এভাবে অবৈধভাবে দোকান গজিয়ে উঠলে এবং তার সামনে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখলে দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায় বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কারণ এর আগে একাধিকবার নৌকাঘাটে বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমনকি তাতে প্রাণহানিও হয়েছে। তাই অবৈধ দোকানগুলি সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

এর আগে পুলিশের তরফে নৌকাঘাটের অবৈধ দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে সেই দোকানগুলি ফের গজিয়ে ওঠে। উলটে সেগুলি আরও বড় করে তৈরি করা হয়। নৌকাঘাট মোড় থেকে তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে ওঠার মুখে দেখা গেল রাস্তার গা ঘেঁষে বাঁশ ও টিনের কাঠামো তৈরি করে দুটি দোকান গড়ে উঠেছে। সেগুলি অনেক রাত অবধি খোলা থাকে। নৌকাঘাটের একটি মোমোর দোকানের সামনে সন্ধ্যার পর থেকে যত্রতত্র বাইক, চার চাকা গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়। বর্ধমান রোড হয়ে তিনবাত্তি মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তার বাঁ পাশে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা।

অন্যদিকে, তিনবাত্তি মোড় থেকে নৌকাঘাট মোড় হয়ে তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে ওঠার আগে বাঁ-দিকে একাধিক অবৈধ দোকান রয়েছে। সেই পথে বড় বড় ট্রাক, লরি যাতায়াত করে। স্থানীয় বাসিন্দা বাবলা চৌধুরীর বক্তব্য, 'অবৈধভাবে তৈরি দোকানপাটের সামনে বাইক, চার চাকা দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। শহরের অন্যতম ব্যস্ত জায়গায় অবৈধ দোকান থাকতে পারে না।' একই বক্তব্য হিতাংশু কুমারেরও। স্থানীয় দোকানদার রাজা রায়, দীনেশ সাহুরা অবশ্য বলছেন, 'প্রশাসন সরিয়ে দিলে অবশ্যই সরে যাব। যতদিন দোকান করা যায়, ততদিন করব।'

নৌকাঘাট মোড়ে অবৈধ দোকান গজিয়ে উঠছে।

ছবিটা যেমন

- তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে ওঠার মুখে রাস্তার গা ঘেঁষে বাঁশ ও টিনের কাঠামো তৈরি করে দুটি দোকান গড়ে উঠেছে
- সেগুলি অনেক রাত অবধি খোলা থাকে
- নৌকাঘাটের একটি মোমোর দোকানের সামনে বাইক, চার চাকা গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়
- বর্ধমান রোড হয়ে তিনবাত্তি মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তার বাঁ পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে

দীপাবলির রাতে হাজার বলি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২১ অক্টোবর : ঢাক বাজছে। যতই হাড়িকাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাঁঠাকে, ততই চিৎকার যেন বাড়ছে। তবে মুহূর্তের মধ্যে যেন সব শেষ। কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। মাথা একদিকে, দেহ আরেকদিকে। রক্তাক্ত মন্দির চত্বর। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলার বেশকিছু কালী মন্দিরে চলল পাঁঠাবলি। একেবারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মেনে বলি দেওয়া হয়। গোটা জেলার বিভিন্ন মন্দিরে রাতে অন্তত ১ হাজারের মতো পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে বেশ কিছু পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করে ছেড়েও দেওয়া হয়। মায়ের নামে এত পাঁঠাবলি দেওয়া নিয়ে অবশ্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশুপ্রেমীরা।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শতবর্ষ প্রাচীন শালকুমারহাটের কালীবাড়িতে মঙ্গলবার ভোর ৪টে থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত পাঁঠা, হাঁস, পায়রা মিলে প্রায় এক হাজার বলি হয়। উদ্যোক্তারা জানান, প্রায় ৫০০ পাঁঠা বলি হয়েছে। আর পায়রা, হাঁসের বলির সংখ্যা অন্তত ৫০০-র ওপরে। শালকুমারহাটের কালীবাড়িতে কার্জি পরিবারের কালীপুজো এখন সর্বজনীন। এবারের পুজো ১০৩তম। বলিও প্রথম থেকেই হচ্ছে। তবে পুজো কমিটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জির দাবি, 'আগের তুলনায় এখন বলি কমেছে। ভক্তদের অনেকেই এখন পাঁঠা, পায়রা মায়ের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন।' এই বলির কাজে যুক্ত ছিলেন ১৫ জন তরুণ। অবিবাহিতদের ঘাতকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এটাই নাকি নিয়ম। উনিশ বছর ধরে বলির সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় পরিমল রায়ের কথায়, 'বলি দেওয়ার সময় অন্য কিছু ভাবি না। কালী মায়ের নাম স্মরণ করি। শরীরে যেন অন্যরকম শক্তি চলে আসে।'

আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও

আলিপুরদুয়ারের বাদলনগর এলাকায় দীপাবলি। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

'বন্ধু'কে বাঁচাতে মিরিক লেকে ঝাঁপ

মর্মান্তিক পরিণতি সমাজসেবী তরুণের

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : 'বন্ধু'-কে বাঁচাতে লেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তরুণ। তবে 'বন্ধু' বেঁচে গেলেও মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মিরিকে। মৃতের নাম সাহিল রাই (২২)। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে লেক থেকে সাহিলের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। থরবু চা বাগানের বাহাদুরগাঁওয়ের বাসিন্দা ওই তরুণ মিরিকে সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলির রাতে ইন্দ্রাণী সেতু দিয়ে অনেক লোকই যাতায়াত করছিলেন। হঠাৎই সন্দীপ দোরজি (৩৬) নামে এক তরুণ সেতু থেকে লেকে ঝাঁপ দেন। এই দেখে 'বন্ধু'-কে বাঁচাতে কোনও কিছু না ভেবে সাহিলও ঝাঁপ দেন লেকে। সন্দীপকে খুঁজতে গিয়ে সাহিল জলে তলিয়ে যান। দু-তিনজন লেকে নেমে সন্দীপকে কোনওরকমে পাড়ে তোলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মিরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অন্যদিকে, সাহিলকে খুঁজতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তলব করা হয়। ঘণ্টা দুয়েক তল্লাশি চালানোর পর লেক থেকে ওই তরুণের দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

সাহিল মিরিকে সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হোক বা অন্য কোনও বিপদে তিনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, সাহিল এবং সন্দীপ দুই 'বন্ধু'। পারিবারিক অশান্তি নিয়ে সন্দীপ বেশ কিছুদিন ধরে অবসাদে ভুগছিলেন। সোমবার রাতে দুই 'বন্ধু'র মধ্যে সম্ভবত সেই সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। তখনই লেকে ঝাঁপ দেন সন্দীপ। 'বন্ধু'-কে বাঁচাতে সাহিলও কোনও কিছু না ভেবেই ঝাঁপ দেন লেকে। তবে তিনি সাঁতার জানতেন না। ফলে লেকে ঝাঁপ দেওয়ামাত্রই সাহিল তলিয়ে যান।

মিরিক থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সন্দীপ মানসিক অশান্তির জেরে লেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সাহিল সেটা দেখে ওই তরুণকে বাঁচাতে লেকে ঝাঁপ দেন। তবে, তাঁরা দুজন বন্ধু কি না সেটা নিশ্চিত নয়। তদন্ত চলছে।

যা ঘটেছে

- দীপাবলির রাতে ইন্দ্রাণী সেতু দিয়ে অনেক লোকই যাতায়াত করছিলেন
- হঠাৎই সন্দীপ দোরজি নামে এক তরুণ সেতু থেকে লেকে ঝাঁপ দেন
- তা দেখে 'বন্ধু'-কে বাঁচাতে কোনও কিছু না ভেবে সাহিলও ঝাঁপ দেন
- সন্দীপকে খুঁজতে গিয়ে সাহিল জলে তলিয়ে যান
- দু-তিনজন লেকে নেমে সন্দীপকে কোনওরকমে পাড়ে তোলেন
- ঘণ্টা দুয়েক তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার হয় থরবু চা বাগানের বাসিন্দা সাহিলের দেহ

সমীক্ষা বন্ধ, ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধির শঙ্কা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা বন্ধ। এদিকে, আবহাওয়ার বদলে অনেকেরই জ্বর, গলা-মাথাব্যথা, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। খুব একটা বাড়াবাড়ি না হলেও পুজোর মরশুমে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরনিগমের হাউস টু হাউস সমীক্ষা দ্রুত শুরুর দাবি জানিয়েছেন বিরোধীরা। বিরোধী দলগুলির দাবি, শহরের কয়েকটি নার্সিংহোমে ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়ে কয়েকজনের ভর্তি থাকার খবর মিলেছে। যদিও পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, এখনও পর্যন্ত শহরে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর নেই। কিন্তু বেসরকারি হিসেব বলছে, পুজোর মরশুমে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে একাধিক নার্সিংহোমে রোগীরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে থাকা একটি নার্সিংহোমে ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়ে একজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমেও একই উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরেকজন। পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'নতুন করে কোনও ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর নেই। ভাইফোঁটার পর থেকে ফের হাউস টু হাউস সমীক্ষা শুরু হয়ে যাবে।'

পুর এলাকায় সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত ৩২ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রয়েছেন। পুজো উপলক্ষ্যে এখন শহরে হাউস টু হাউস সমীক্ষা বন্ধ রয়েছে। যে কারণে এই সময় নির্মীয়মাণ বহুতল, ফাঁকা জমি কিংবা বাড়ির কোথাও জল জমে আছে কি না, তার খোঁজ রাখছে না কেউই। জমা জলে মশার লার্ভা জন্মে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তের আশঙ্কা রয়েইছে। তাই অবিলম্বে শহরে হাউস টু হাউস সমীক্ষা শুরু করার দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এই সময় তো নজরদারি নেই। জমা জল থেকে ডেঙ্গির মশার উৎপত্তি হতেই পারে। সে কারণে দ্রুত হাউস টু হাউস সমীক্ষকদের কাজে নামানো প্রয়োজন। নয়তো উৎসব শেষ হলে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাবে।'

> এই সময় তো নজরদারি নেই। জমা জল থেকে ডেঙ্গির মশার উৎপত্তি হতেই পারে। সে কারণে দ্রুত হাউস টু হাউস সমীক্ষকদের কাজে নামানো প্রয়োজন। নয়তো উৎসব শেষ হলে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাবে।
>
> **অমিত জৈন,** *বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

শিকারের অপেক্ষায়।। *আলিপুরদুয়ারের চারমাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গাজিজোতে আগুন

খড়িবাড়ি, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আতশবাজির ফুলকিতে খড়িবাড়ির গাজিজোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এদিন এলাকার বাসিন্দা নিরোদ দেবনাথের বাড়ির সামনে ছোটরা আতশবাজি পোড়াচ্ছিল। সেই বাজির ফুলকি নিরোদের গোয়ালে স্তূপ করে রাখা পাটকাঠিতে গিয়ে পড়লে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে নকশালবাড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিরোদের বাড়ি সহ প্রতিবেশী বাড়িগুলি অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও তিনটি গবাদিপশু ও দুটি হাঁসের মৃত্যু হয়েছে।

বাড়ি-ফসল রক্ষায় গ্রামে রাতপাহারা

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বছরভর পরিশ্রমের ফসল বাঁচানোর তাগিদে রাত জাগছেন কৃষকরা। রয়েছে ঘর বাঁচানোর তাগিদও। ধূপগুড়িজুড়ে জাঁকজমকভাবে কালীপুজো হলেও মণ্ডপ দেখতে যাওয়ার জো নেই। দলবেঁধে পাহারা দিচ্ছেন খেতের ফসল। মল্লিকশোভা এবং কালাখাম্বার কৃষক ও বাসিন্দারা ফসল নিয়ে কার্যত আতঙ্কে।

স্থানীয়রা জানালেন, রাতে নিয়মিতভাবে সোনাখালি জঙ্গল থেকে দলবেঁধে বা কখনও দলছুটভাবে হাতি লোকালয়ে ঢুকছে। হাতির দলকে তাড়াতে একপ্রকার হিমসিম খেতে হচ্ছে বনকর্মীদেরও। কিন্তু হামলায় বাড়িঘর যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেজন্য রাত জেগে কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। কালাখাম্বা এলাকার বাসিন্দা তথা কৃষক মিন্টু রায় বলেন, ধানের লোভে হাতির আনাগোনা থাকছে। রাত জেগে পাহারা দিতে হচ্ছে।

গাই তিহারের দিন লক্ষ্মীপুজো।

উৎসবের আবহে যে লক্ষ্মীরা আসেন ঘরে

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : দশমীতে দেবী দুর্গার বিসর্জনের পরের প্রথম পূর্ণিমার দিন 'কে জাগো রে' ডাকে সারা রাত জাগায় যে লক্ষ্মী, সেই কোজাগরিকে চিনি আমরা সবাই। তবে শুধুমাত্র বছরের ওই সময়ই নয়, দীপান্বিতা অমাবস্যার সময় কালীপুজোর দিনেও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন বাঙালি, অবাঙালি অনেক পরিবারই। আবার তিথি অনুসারে, গোর্খা জনগোষ্ঠীর পাঁচদিনব্যাপী তিহার উৎসবের তৃতীয় দিনে গাই তিহার ও লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করা হয়, যা সাধারণত প্রতিবছর কালীপুজোর পরের দিনে হয়ে থাকে। আবার আশ্বিন মাসের শেষ দিনে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাকলক্ষ্মীপুজো করার প্রচলন রয়েছে, তিথি অনুসারে যার কিছুদিন পরই হয়ে থাকে কালীপুজো।

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে রিতা পাসোয়ানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই লক্ষ্মীপুজো আসলে ঈর্ষা ও দুর্ভাগ্যের প্রতীক অলক্ষ্মীর বিতাড়ন পুজো। এদিন অলক্ষ্মীকে বিদায় করে, দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় তাঁকে সংসারে আহ্বান জানানো হয়।

গোর্খা জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ভীষণ আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হয় গাই তিহার ও লক্ষ্মীপুজো। নেপালিদের পাঁচদিনব্যাপী তিহার অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে এই পুজো হয়ে থাকে। অনীশ প্রধান জানালেন, নেপালিরা কাক, কুকুর এবং গোরুকে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য জীব বলে বিবেচনা করে থাকে। রবিবার ও সোমবার যথাক্রমে কাক তিহার এবং কুকুর তিহার পালন করে নেপালিরা মঙ্গলবার তাঁদের বাড়িতে গোরুর পুজো ও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় শামিল হয়েছেন।

আশ্বিন মাসে ধান গাছের শিষকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ডাকলক্ষ্মী বা খেতিলক্ষ্মীপুজোর রীতি আছে। বিপুল বর্মন বললেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন এই পুজো করতে ভুলে গিয়েছে। যা সমর্থনযোগ্য নয়। আমি প্রতি বছর এই পুজো করি।'

> আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন এই পুজো করতে ভুলে গিয়েছে। যা সমর্থনযোগ্য নয়। আমি প্রতি বছর এই পুজো করি।
>
> **বিপুল বর্মন**

ঋণের টাকায় কালীপুজো পোড়াঝাড়ে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এখনও তাড়া করে বেড়ায় দুঃস্বপ্ন। মহানন্দার জলস্ফীতিতে ঘরবাড়ির ভেঙে পড়া, জলে ভেসে যাওয়া গবাদিপশু। মঙ্গলবার কালীপুজোর মণ্ডপের সামনে বসে অভিশপ্ত ৫ অক্টোবরের সকালের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন বেশ কয়েকজন। যেখান দিয়ে মহানন্দার জল প্রবাহিত হয়েছিল, সেখানেই তৈরি হয়েছে পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণপল্লির সমাজ সেবা সমিতির মণ্ডপ। একজন বললেন, 'আরে এখান দিয়েই তো গোরুগুলি ভেসে গিয়েছিল। ১৫ দিনের ব্যবধানে কত পার্থক্য, কে আর বুঝবে।' পার্থক্য লক্ষ্মী এবং কালীপুজোতেও। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানকার গৃহস্থরা করতে পারেননি লক্ষ্মীপুজো। প্রতিমা থেকে পুজোর সমস্ত সামগ্রী, ভেসে গিয়েছিল জলে। সেই দুঃখ যেন দূর করছে পোড়াঝাড় কালীপুজো ও দীপাবলির মধ্যে দিয়ে। আনন্দে মেতে উঠেছেন রাধাকৃষ্ণপল্লির বাসিন্দারা। তবে দুর্যোগের পর এলাকার মানুষেরা সেভাবে চাঁদা দিতে পারেননি। এলাকার দুটি পুজোর মধ্যে একটি পুজো হচ্ছে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে। একজন নিজের নামে ঋণের টাকা নিয়ে পুজো কমিটির হাতে তুলে দিয়েছেন। চুক্তি হয়েছে, পুজো কমিটির সদস্যরা সুদ সমেত সেই টাকা ফিরিয়ে দেবেন।

পুজোর পাশাপাশি এলাকায় ছোট আকারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণপল্লিতে দুটো পুজো হয়। সমাজ সেবা সমিতির অন্যতম সদস্য প্রলয় ভট্টাচার্য বলেন, 'দুর্যোগের জেরে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা দুই বছরেও পূরণ হবে না। যা পরিস্থিতি ছিল, তাতে এবছর কালীপুজো করার কথাই ছিল না। যেহেতু প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির, তাই কোনওরকমে টাকা তুলে পুজো করেছি।' এলাকার মানুষদের কাছ থেকে ১০, ২০ টাকা করে নিয়েই পুজো হয়েছে। দুর্যোগের পর সরকারি এবং বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে এলাকার মানুষেরা কিছুটা ঘুড়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। সোমবার রাতে পুজোর পর এদিন দুপুর থেকে পুজো কমিটির তরফে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছিল। দুর্যোগের পর এলাকার মানুষদের দেখা গিয়েছিল ত্রাণশিবিরে লাইন দিয়ে খাবার খাচ্ছেন। সেই দুর্যোগের পরিস্থিতি কাটিয়ে এলাকার মহিলাদের এদিন দেখা গেল একসঙ্গে বসে খোশ মেজাজে পুজোর খিচুড়ি খাচ্ছেন। শকুন্তলা বিশ্বাস, দেবশ্রী রায়রা বলেন, 'একটি বাড়িতেও এবছর লক্ষ্মীপুজো হয়নি। সেই কারণে খুবই দুঃখে ছিলাম। কালীপুজোয় তাই সকলে চেষ্টা করেছিলাম একত্রিত হতে। ছোট করে কালীপুজো হলেও, না হওয়া লক্ষ্মীপুজোর দুঃখে কিছুটা হলেও প্রলেপ পড়েছে।'

এলাকায় নবীন সংঘের কালীপুজোও রয়েছে। দেড় মাস আগে ঠিক হয়েছিল পুজোর সঙ্গে বাউলগান ও বাংলা গানের অনুষ্ঠান হবে। সেইমতো শিল্পীদের কিছু টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি পুজোর প্রতিমা, মণ্ডপ, সাউন্ড সিস্টেম ও আলোর জন্য আগাম টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্যোগের পর আর সেভাবে চাঁদা ওঠেনি। বাধ্য হয়ে এক ব্যক্তি নিজের নামে ঋণ নিয়ে পুজো কমিটিকে দেন। পুজো কমিটির সদস্য গোবিন্দ রায় বলেন, 'যা অবস্থা তাতে পুজো বা অনুষ্ঠান কিছুই বন্ধ করা যায়নি। ৬০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া ছাড়া পুজো হত না। এভাবে ঋণ নিয়ে হয়তো কোথাও পুজো হয়নি। কিন্তু বাধ্য হয়ে আমরা এই পুজো করলাম। ঠিক হয়েছে পুজো কমিটির সদস্যরা প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা দিয়ে সেই টাকা শোধ করবে।'

পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণপল্লিতে দুর্যোগ ভুলে কালীপুজোর আয়োজন।

খড়দায় আগুন

সোমবার গভীর রাতে খড়দার ঈশ্বরীপুরে একটি রঙের কারখানায় মজুত রাসায়নিকে আগুন লেগে যায়। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্লীলতাহানি

এক মহিলার শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে ভাঙড়ের হাটগাছা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশ ও তৃণমূল নেতাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ।

শিশু খুন

সোনারপুরে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। শ্বাসরোধ করে খুন করেছে অভিযুক্ত দাদু। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গয়না চুরি

পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ২৫০ বছরের পুরোনো কালীপুজোয় ১০ লক্ষ টাকার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। ধৃত তরুণ ওই বাড়ির বিশেষ অতিথি। তাই মন খারাপ পরিবারের।

আবার এসো মা... *বিসর্জনে মানুষের ঢল। মঙ্গলবার নদিয়ায়।-পিটিআই*

সংখ্যালঘু ভোট ভাগের নয়া ছক পদ্ম নেতৃত্বের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : শুধু হিন্দু ভোটের ওপর নির্ভর করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। সেটা বুঝেই রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের কাছে টেনে সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন চান শুভেন্দু। সেই সূত্রেই শুভেন্দু মনে করাচ্ছেন রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পাশা খেলায় তাঁরই প্রাক্তনী মুকুল রায়কে। যদিও সেইসময় মুকুলের সেই কৌশলকে গ্রহণ করেননি বাংলা জয়ে মোদির সেনাপতি এই অমিত শা-ই। ফলে শুভেন্দুর কৌশলের ভবিষ্যৎ এবং সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে রয়েছে রাজ্য বিজেপি।

ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে হিন্দু ভোট একজোট করে বাংলা দখলের লক্ষ্য বিজেপির। কিন্তু রামনবমী থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে ধর্মীয় মেরকরণের লক্ষ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ চেহারাকে ভোটের বাক্সে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে এমনটা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বিজেপি, আরএসএস।

রাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে বড় নির্বাচনি সাফল্য ২০১৯-এর লোকসভা ভোট ও ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের জনবিন্যাসের বিশেষ চরিত্রের হিসেব কষে মুকুল রায় শা-কে বলেছিলেন, প্রায় ১২০টির মতো মুসলিম প্রভাবিত আসন ও প্রায় ২৮ শতাংশ (বর্তমানে যা প্রায় ৩২ থেকে ৩৪ শতাংশ) মুসলিম ভোটকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও হারানো যাবে না। মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না, এটা নিশ্চিত হলেও প্রকাশ্যে মুসলিমদের প্রতি অকারণ আক্রমণাত্মক না হয়ে কৌশলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের একাংশকে তৃণমূল থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা রক্ষা করতে আরএসএস সেদিন মুকুল রায়ের সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। এবার মেরুকরণের ভোটে বাংলা দখলে মরিয়া আরএসএস রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় করে মাঠে নামিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মুকুল রায় শার মাধ্যমে আরএসএস -কে বোঝাতে চেয়েছিলেন বাংলা আর উত্তরপ্রদেশ এক নয়। এখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মানেই ৩২ শতাংশ মুসলিম ভোটকে 'ব্লক ভোট'-এ ঠেলে দিয়ে মমতাকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। পরিসংখ্যানও বলছে, ২০২১-এ অসংরক্ষিত ২০৬টি আসনের মধ্যে ১৬৮টিতে জয়ী তৃণমূল। এসসিএসটি মোট ৮৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৪৫ ও বিজেপি ৩৯। মহিলা ভোটের অঙ্কে তৃণমূল ৩৩ শতাংশ ও বিজেপি ৭। ২০২১-এ ১২০টি মুসলিম প্রভাবিত আসনের মধ্যে তৃণলূল জয়ী ১১৩টি-তে। ৭৭টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন জিতেছে ৫ হাজার বা তার কম ভোটের ব্যবধানে। রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের পাশে টানার বার্তা সেই কারণেই।

আরেক খুনে সঞ্জয়-যোগ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আলমারিতে বছর দশেকের এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুর চত্বরে। নাবালিকাটি যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি ছিল, এবার তার প্রমাণ মিলল।

মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার বাবা ভোলা সিংহ ও সৎ মা পূজা রায়কে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের বড়দি ববিতা রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ভোলার। তাঁদের সন্তান ছিল ওই নাবালিকা। বছরখানেক আগে ববিতা মারা গেলে ভোলা তাঁর শ্যালিকা সঞ্জয়ের ছোড়দি পূজাকে বিয়ে করেন।

সোমবার রাতের ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, মৃতার দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আত্মহত্যার আভাস মিলেছে। আলমারিতে একটি হ্যাঙারে আংশিকভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার সৎ মা পূজা পেশায় কলকাতা পুলিশের কর্মী। ভোলা নিরাপত্তা সংস্থায় কাজের সূত্রে প্রায়শই বাইরে থাকেন।

নাবালিকার রহস্যমৃত্যু ঘিরে প্রতিবেশীদের দাবি, ভোলা তাঁর বৃদ্ধা মা সহ কন্যা ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করতেন।

পরিবারটিকে পাড়াছাড়া করতে ইতিমধ্যেই সই সংগ্রহে নেমে পড়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ মৃতার বাড়িতে গেলে এলাকাবাসী ভোলা ও পূজাকে ঘিরে ধরেন। পুলিশের সামনেই তাঁদের মারধর করা হয়। প্রতিবেশীদের দাবি, নাবালিকাকে নিজেদের স্বার্থে খুন করেছেন দম্পতি। তাঁদের আক্রমণের মুখে পড়ে পূজা দাবি করেছেন, সৎ মেয়েকে খুন করা হয়নি। একই দাবি করেছেন ভোলাও। তবে আত্মহত্যা না খুন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সুদীপ্তা প্রার্থী, তৃণমূলে জল্পনা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবার কালীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক স্মিতা বক্সীর বৌমা টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী সুদীপ্তা বক্সীকে। এরপরই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে সুদীপ্তার নাম রাজনৈতিক মহলে ভেসে উঠছে। সুদীপ্তার স্বামী সৌম্য বক্সী যুব তৃণমূল নেতা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সৌম্যকে যথেষ্ট পছন্দও করেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন স্মিতা বক্সী। তার আগে এই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হয়েছিলেন তাঁর স্বামী সঞ্জয় বক্সী।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে একঝাঁক নতুন মুখকে প্রার্থী করবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। টলিউডের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের বিধানসভায় পাঠানো হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে জল্পনা। গত বিধানসভা নির্বাচনেও টলিউডের একঝাঁক মুখকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তা মনে করছেন দলের শীর্ষনেতারাই।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদীপ্তার সঙ্গে যেভাবে কালীপুজোর রাতে মমতা ও অভিষেক একান্তে কথা বলেছেন, তাতে তাঁর প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আরও বেড়েছে।

বাজিতে মাত্রাছাড়া দূষণ

হাঁসফাঁস দশা কলকাতার, পুলিশ নীরব দর্শক

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। কড়া নির্দেশিকার পরেও কালীপুজো ও দীপাবলির চিত্র তেমনটাই প্রমাণ করল। কলকাতা, তৎসংলগ্ন জেলা, আবাসন এলাকাগুলিতে যেভাবে শব্দবাজির তাণ্ডব হয়েছে তাতে প্রশাসন ব্যর্থ বলেই দাবি করছেন পরিবেশবিদ ও আমজনতা। শব্দবাজি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের নির্দেশিকা ও নজরদারির পরেও ঠেকানো যায়নি শব্দদানব ও দূষণ বিভীষিকাকে। কালীপুজোর দিন কয়েক আগে পুলিশি ধরপাকড় ও অভিযান চালানোর পরেও বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখালেন একাংশ। লালবাজারের অনতি দূরেও দেদার ফাটানো হয়েছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। পাড়ার মোড়ে মোড়ে কালীপটকা, চকলেট বোমা, তুবড়ির শব্দ ও দূষণ গ্রাস করেছে অবলা প্রাণী ও অসুস্থ মানুষকে। যার জেরে রাজ্যের বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই তলানিতে ঠেকেছে। যদিও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা দাবি করেছেন, অন্য শহরগুলির তুলনায় কলকাতার দূষণের মাত্রা অনেকটাই কম ছিল। গত বছরের তুলনায় এবছর কলকাতার পরিস্থিতি অনেক ভালো। তবে রিপোর্ট তা বলছে না। পরিবেশবিদরাও মনে করছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে।

একনজরে

- ভিক্টোরিয়া, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়ায় একিউআই ২০০-এর বেশি
- ফোর্ট উইলিয়াম, বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগরে একিউআই ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়
- নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে বলে মত চিকিৎসকদের

কলকাতা পুলিশের নির্দেশ ছিল, সোমবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও বাজি পোড়ানো যাবে না। তবে নিয়ম যে শুধু খাতায়কলমে তা কালীপুজোর দু-তিন দিন আগে থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। রাত ১২টার পরেও তুবড়ি, চড়কি, চকলেট ফাটিয়ে জয়োল্লাস চলেছে। রাত ১২টার পর কলকাতার বাতাসের গুণমান সূচক অনুযায়ী বালিগঞ্জ, বিধাননগরের মতো এলাকা দিল্লিকেও টেক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে জমা পড়েছে ৫০টিরও বেশি অভিযোগ। পুলিশের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'বাধ্য হয়ে আমাকে দীপাবলির রাতে হাওড়া ছাড়তে হয়েছে। একিউআই ৫০০-রও বেশি ছিল। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কী?'

মঙ্গলবারও সেই চিত্র বদলায়নি। সোমবার রাত ১২টাতেই বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই ভিক্টোরিয়া, বিধাননগর, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী এলাকায় ছিল ১৫০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের মাপকাঠি অনুযায়ী, বাতাসের একিআই ০-৫০-এর মধ্যে থাকলে তা ভালো। ৫১-১০০ আশঙ্কাজনক, ১০১-২০০-এর মধ্যে মাঝারি, ২০১-৩০০ হলে খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৪৫০ হলে ভয়াবহ। মঙ্গলবার বাতাসের একিউআই ১০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছিল। ভিক্টোরিয়া, হাওড়ার ঘুসুরি, পদ্মপুকুর, বেলুড়মঠ, যাদবপুর, হলদিয়া, আসানসোল এলাকায় বাতাসের একিউআই ২০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। এছাড়াও বোটানিকাল গার্ডেন, দাশনগর, ফোর্টউইলিয়াম বালিগঞ্জ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, রবীন্দ্রসরণি, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর ১০০-এর গণ্ডি ছাড়ায়। বাতাসে অতিসূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ২.৫ প্রতি ঘনমিটারে ৬০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সূক্ষ্ম কণা অর্থাৎ পিএম ১০ প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম থাকার কথা। সেই মাত্রাও ছাড়ায়।

বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ সোমনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসনালির সঙ্কোচন ও প্রসারণের সমস্যা বাড়বে। নিউমোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মাত্রা বাড়তে পারে।'ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতি বছর আদালতে মামলা হয়। রাজ্য সরকার বেআইনি বাজি কারখানা চিহ্নিত, শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিকা দিলেও তা লঙ্ঘিত হয়। অথচ কড়া ব্যবস্থার বালাই নেই।

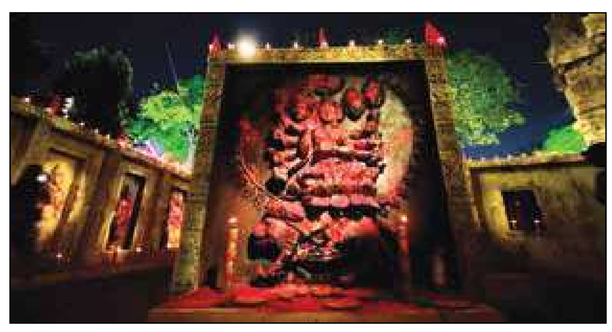

মঙ্গল করো... *গড়িয়ায় আদি শ্মশানে মা কালী।*

হাসপাতালে নিগৃহীত মহিলা চিকিৎসক

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের স্মৃতি এখনও দগদগে। এরই মধ্যে মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমনটাই ঘটেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হোমগার্ড সহ ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে চিকিৎসক সংগঠন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তার পরই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে উলুবেড়িয়ার হাসপাতালেও মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা নিরাপত্তার প্রশ্নই খাড়া করেছে। জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়ার ট্রাফিক গার্ডের এক হোমগার্ড শেখ বাবুলাল (৩৫) তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আসেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। ওই বিভাগে কর্মরত ছিলেন নিগৃহীত ওই মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসক। অভিযোগ, হোমগার্ডের আত্মীয়াকে পরীক্ষার পর অন্য রোগী দেখছিলেন তিনি। ওই সময় অভিযুক্ত হোমগার্ড পুনরায় তাঁর আত্মীয়কে দেখতে বলেন। তবে চিকিৎসক জানান, অভিযুক্তের আত্মীয়কে এবার অন্য চিকিৎসক দেখবেন। এই নিয়ে বচসা শুরু হলে অভিযুক্ত হোমগার্ড দলবল নিয়ে ডাক্তারের ওপর চড়াও হন এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হাত মুচকে দেন। ঘাড়ে ঘুসি মারেন। প্রাণে মেরে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। কর্মরত নার্স ও আয়ারা তাঁকে রক্ষা করেন। ওই চিকিৎসক উলুবেড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই ঘটনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার অব্যবস্থা প্রমাণ করে। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অসুরক্ষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিনই কলকাতাতেও বাজি পোড়ানোর অছিলায় এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে।

অনলাইনে রুচি নেই, মন্দিরে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : এবারের কালীপুজোয় অনলাইন পুজোর দাপট যেভাবে বেড়েছে, তাতে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করেছিলেন খুব একটা বেচাকেনা হবে না। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা, হংসেশ্বরী সহ কালীমন্দিরগুলির সেবায়েত ও পুরোহিতরা অবশ্য জানতেন, চিরাচরিত প্রথা বদলাবে না কোনওদিনই। যতই মোবাইল মারফত পুজো আসার সংখ্যা বাড়ুক না কেন, প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মন্ত্রপাঠের কোনও বিকল্প হয় না। মন্দির কমিটিগুলির এই ভবিষ্যদ্বাণীই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। মঙ্গলবার মন্দিরগুলিতে ঢুঁ মারতেই বোঝা গেল, গত বছরগুলির তুলনায় এবারে রেকর্ড পরিমাণে জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতরা জানালেন, আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে তাঁদের।

বীরভূমের কঙ্কালীতলা মন্দিরের পুরোহিত অর্ক চৌধুরী বলেন, 'মন্দিরে সরাসরি আসার সুযোগ যাঁরা পান না, সেই সব হাতে গোনা ভক্তরাই অনলাইনে পুজো দেন। তবে ডিজিটালের রমরমার যুগেও সোমবার রাতে প্রায় ১০ থেকে ২০ হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছে।' কালীঘাট মন্দিরের তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইনে পুজোর প্রসাদ ও প্রণামি ফুল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কালী টেম্পল কমিটির কোনও যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ সমাজমাধ্যমে যে অনলাইন পুজোর প্রচার চলছে, তা সবটাই 'ভুয়ো' বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পা রাখতেই দেখা গেল, কাতারে কাতারে ভক্তদের ফুল ও প্রসাদ বিক্রি করতে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানালেন, অনলাইনে ব্যবসা করা একাধিক সংস্থা এলেও তাঁদের কেনাবেচায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি। বরং গত বছরের তুলনায় এবারের ভিড় ১০ শতাংশ বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা অনিতা চৌধুরীর কথায়, '২০ বছর ধরে মায়ের পুজো দিতে আসছি। অনলাইনে এই স্বাদ পাব কীভাবে? আশীর্বাদ কি অনলাইনেই আসবে?'

তারাপীঠ সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'কিছু সেবায়েত ব্যক্তিগতভাবে অনলাইনে পুজো করান। তবে মন্দির কমিটি এখনও পর্যন্ত কোনও অনলাইন পুজোর স্বীকৃতি দেয়নি। যত দিন যাচ্ছে ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছে।' একই সুরে হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সোমবার রাতে প্রায় ৫-৭ হাজার দর্শনার্থীর ভিড়ে মন্দিরের দরজা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনলাইনের কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও দু-শো বছর ধরে মায়ের রাজবেশ দেখতে এখানে মানুষের ঢল একইভাবে নামে।' নৈহাটির বড়মা-র মন্দিরের তথ্য বলছে, প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল সোমবার। অনলাইনে ভক্তি মিললেও মানুষের ভিড়ে যে কোনও ভাঁটা পড়েনি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এই পরিসংখ্যান। বাঁকুড়ার শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী মহাকালী পূজার অন্যতম পরিচালক দীপ্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনলাইনে এবারে ১৫০০টির বেশি পুজোর আবেদন এলেও মন্দিরে প্রায় ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছে। চিন্ময়ী, জীবন্ত, কুমারী তিন রূপে মা এখানে পূজিত হন। পাঁঠাবলিও হয়। অনলাইন ব্যবস্থা কখনোই পুজোর পরিপূরক হতে পারে না।'

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১২.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৩.৩০ পরিবার, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ দেবী, দুপুর ১.১৫ পাগলু-টু, বিকেল ৪.১৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শতরূপা, দুপুর ১২.০০ গীত সংগীত, ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, রাত ১১.০০ প্রজাপতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তোমাকে চাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৪৫ দম লগাকে হইসা, বিকেল ৩.৩২ ডিপার্টমেন্ট, ৫.২৭ ব্যাং ব্যাং, সন্ধে ৭.৫৯ এক ভিলেন, রাত ১০.০০ আগলি অওর পাগলি, ১১.৫৯ মন্ত্র

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫৪ মোহরা, বিকেল ৪.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ৯.৫০ করিশমা কালী কা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫০ স্কাই ফোর্স, দুপুর ২.৩৪ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৪৮ বেবি জন, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ স্যামি-টু

স্কাই ফোর্স বেলা ১১.৫০ জি সিনেমা এইচডি

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

জি বলিউড : বেলা ১১.০২ পেয়ার ঝুকতা নেহি, দুপুর ১.৫৭ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৬ কিশন কনহাইয়া, রাত ৮.০০ বোল রাধা বোল, ১১.০৮ হফতা ওসুলি

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩০ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ১.১৭ লাডলা, ৪.০০ মক্ষী, সন্ধে ৬.২০ বিগ স্নেক কিং, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন

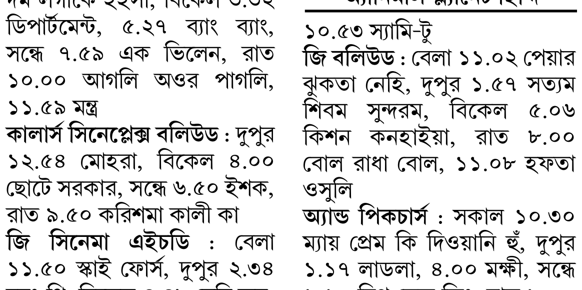

তুলকালাম দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা, গঙ্গায় ঝাঁপ তরুণীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে হেনস্তার শিকার হয়ে হুগলির চন্দননগরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক তরুণী। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত চন্দননগরের বৌবাজারের বাসিন্দা মানালি ঘোষের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিন সকালে তিনি চন্দননগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। নদীর পারে তাঁর মোবাইল ফোন ও একটি চিঠি পাওয়া যায়। গত কয়েকদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে তিনি হেনস্তার শিকার হচ্ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। তিনি চন্দননগরের বাগবাজারে জিটি রোডের ধারে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন। এদিন কাজে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি যে দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

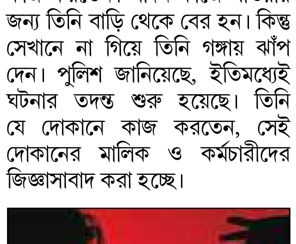

শখের সাইক্লিংয়ে শেষপর্যন্ত গিনেস রেকর্ড

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কথায় আছে শখ ছাড়া জীবন নুনহীন তরকারির মতো। কিন্তু বড়জোর আপনি শখে কী করতে পারেন? বাগান করতে পারেন, রান্না করতে পারেন, খুব বেশি হলে লক্ষ টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। কিন্তু শখ করে কখনও বকখালি থেকে সান্দাকফু অবধি সাইকেল চালানোর কথা ভাববেন? কিংবা সপরিবারে পুরীর সমুদ্রে ঘুরতে গিয়ে ৫-৬ কিলোমিটার সাঁতরানোর ইচ্ছে হবে? পরিচিত কেউ এইসব করলে তাঁকে নির্ঘাত 'পাগল'ই মনে হবে! কিন্তু এই পাগলামিই যদি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে দেয়, তাহলে ক্ষতি কি?

তমলুকের অভিষেক তুঙ্গর গল্পটাও ঠিক তা-ই। আদ্যোপান্ত অধ্যাপক এক মানুষ পড়ানো থেকে সময় বার করে ৩,৭০০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা সাইকেল চালিয়ে অতিক্রম করে ফেললেন মাত্র ২০ দিন ১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে।

বাংলার ছেলের এই বিশ্বসেরা হওয়ার গল্প এখন কমবেশি সবাই জানেন। কিন্তু ১০টা-৫টার রুটিন সামলে জীবন থেকে ৭ ঘণ্টা বার করে কীভাবে শখ পূরণ করেছেন অভিষেক, তা জানেন ক'জন! মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির অধ্যাপক অভিষেকের কথায়, 'যেটুকু সময় পাই, সেটুকু দিয়েই নেশা পূরণ করি। একবছর ধরে লাদাখের রাজধানী লে থেকে অরুণাচলপ্রদেশের কিবিথো পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। তীব্র ঠান্ডা-গরম, চড়াই-উতরাই, পাহাড়ি পথ, গিরিপথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ করতে যে পেরেছি, এটাই শান্তির। ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ খুশি। কলেজ আমার সাফল্যকে নিজের করে নিয়েছে।' দুই চাকায় পা দিয়ে ইতিমধ্যেই ইয়োকসোম থেকে গোয়েচালা ও মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু একদিনে যাওয়া-আসার দ্রুততম রেকর্ড সম্পূর্ণ করেছেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, সাঁতার, দৌড়োনো সহ একাধিক অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রেও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একগুচ্ছ পালক।

বাংলার গর্ব অভিষেক তুঙ্গ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন কী? হাসতে হাসতে তরুণের উত্তর, 'জানি না। জীবন যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকেই যাব। লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিই পূরণ করার জন্য। ফলাফলের আশা তো করিনি কখনও!' ঠিক এই মনোভাবের কারণেই অভিষেক নিমেষেই 'কোনি' হয়ে গেলেন। তবে 'ফাইট অভিষেক ফাইট' বলার জন্য পরিবার যে সবসময় তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে, তা একবাক্যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আন্টার্কটিকার হিমবাহ হোক কিংবা হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, পৃথিবীর দুর্গম অমসৃণ সব ভূখণ্ডে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। জীবনের মন্ত্র একটাই, 'অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। সেটা যে মাধ্যমেই হোক না কেন!'

দুর্গাপুর কাণ্ড
দুই ধৃতের জবানবন্দি

দুর্গাপুর, ২১ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের গোপন জবানবন্দি নিল আদালত। মঙ্গলবার তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। বিচারক ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।গত রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৬ জন ধৃতের জামিন নাকচ করে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ২২ অক্টোবর হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তার আগেই হঠাৎ করে এই দু'জনকে কেন আদালতে পেশ করা হল তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিন ধৃতদের আইনজীবী পূজা কুর্মি জানিয়েছেন, রিয়াজউদ্দিন ও সফিকের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বিএনএস-এর ১৮৩ নং ধারা অনুযায়ী।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা, বুধবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২

শিখণ্ডী এসআইআর

বঙ্গ রাজনীতি এখন এসআইআর-ময়। কানু বিনা গীত নাই-এর মতো এসআইআর বিনা রা নেই রাজনীতিতে। নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত নাম এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)। বাংলায় তর্জমা করলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। ভোটার তালিকার পরিমার্জন, পরিবর্ধনে কয়েক বছর পরপর যা করার বিধি আছে নির্বাচন কমিশনের। সেই বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবার হইহই রইরই চলছে ক্ষমতা দখলের কারবারের জগতে।

প্রথমে বিহারে। প্রতিবাদ, আপত্তির পাশাপাশি যা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে তো ঠেকানো যায়নি। যাবেও না। বাংলায় খুব শীঘ্র প্রক্রিয়াটি চালু করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি চলছে। তবে কমিশন যত না বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এসআইআরের ঢক্কানিনাদ করছে বিজেপি। যেন এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিতে তাদের একচেটিয়া এক্তিয়ার। সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে যেন নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে বিজেপি নিজের কর্মসূচি মনে করছে।

বিজেপির এই অতিসক্রিয়তায় তৃণমূলও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্রের মতো। তৃণমূল পণ করেছে, কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে দেওয়া যাবে না। এমন ধনুকভাঙা পণ কেন? সেটাও বিজেপির প্রচারের কারণে। বিজেপি লাগাতার বলে চলেছে, এসআইআর হলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ পড়বে ভোটার তালিকা থেকে। তাহলেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নাকি তাদের কেল্লা ফতে হবে!

একের পর এক ভোটে বঙ্গে দলের পরাজয়ের নেপথ্যে বিজেপির মতে যত দোষ, সব ভোটার তালিকার। তাতে মৃত, ভুয়ো ও ভিনদেশি ভোটাররা নাকি তৃণমূলকে বছরের পর বছর জিতিয়ে চলেছেন। তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ নিঃসন্দেহে অনেকাংশে সত্য। ভোটার তালিকায় জল মেশানো বামফ্রন্ট জমানাতেও ছিল। তৃণমূল বামেদের ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে একই পথে চলছে মাত্র।

সেই 'বাড়তি' ভোটারই তৃণমূলের প্রাণভোমরা মনে করে, এসআইআর-এর জাদুকাঠিতে তার প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য বিজেপি এত উতলা। গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রবল মেরুকরণের হাওয়া বা জাতীয়তাবাদের জিগির তুলেও বাংলায় পদ্মের শিকড় বেশি ছড়ায়নি। কিন্তু এসআইআরে প্রবল বাধার জন্য তৃণমূলের অতি সক্রিয়তায় বিজেপির প্রচারে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে যে, সংখ্যালঘু ভোট ছেঁটে ফেললে বাংলায় কিস্তি মাত শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই সুকান্ত মজুমদারের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুল্লম খুল্লা মুসলিমদের হুমকি দিচ্ছেন।

সংখ্যালঘু ভোটে তৃণমূলের প্রায় একচেটিয়া দখলদারি দৃশ্যমান। কিন্তু এসআইআর হলে সেই ভোটারদের রাতারাতি তালিকা থেকে গায়েব করে দেওয়া যাবে- এমন নাও হতে পারে। যাঁর নথিপত্র ও প্রমাণ যথাযথ আছে, তিনি যে ধর্মেরই হোন, তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আইনি উপায় নেই। যে নথি বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের অনেকেরই আছে। তবে সেই আইনি উপায়ের ওপর সর্বভারতীয় শাসকদল হওয়ার সুবাদে বিজেপি খবরদারি করলে আলাদা কথা।

সেখানেই নির্বাচন কমিশনের আসল ভূমিকা। পক্ষপাতশূন্যভাবে এসআইআর সংগঠিত করা এখন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। না হলে বিজেপির 'নো এসআইআর, নো ইলেকশন' বনাম তৃণমূলের 'ভোট উইদাউট এসআইআর' তর্জাই প্রধান হয়ে উঠবে। তৃণমূলের এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি'র জুজু দেখানোর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে দীর্ঘ শাসনজনিত তো বটেই, দুর্নীতি, অসততা, স্বজনপোষণের জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষোভ এখন প্রচণ্ড।

সেই অসন্তোষই তৃণমূলের ঘটি উলটে দিতে পারে যদি মানুষ বিকল্প হিসাবে কোনও দলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। গণ্ডগোলটা সেখানেই। যত দুর্নীতিই সামনে আসুক, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলির বাগাড়ম্বরই সার। যাতে বিজেপি-তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব জল-হাওয়ায় পুষ্ট হচ্ছে। মেরুকরণে তেমন কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত এসআইআর আঁকড়ে বিজেপির এখন হয় এবার, নাহয় নেভার দশা। বাকিটা এসআইআর নয়, জনগণেশের হাতে!

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আলোচিত

হামাস বরাবরই খুব হিংস্র। কিন্তু এখন আর ওদের পেছনে ইরানের সমর্থন নেই। এবার ওদের শুধরে যেতে হবে। না শোধরালে ওদের নির্মূল করে দেওয়া হবে। আমি যদি বলি, ইজরায়েল দু'মিনিটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু আমি এখনও বলিনি। হামাসকে একটু সুযোগ দিতে চাই।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

দীপাবলি উপলক্ষ্যে সোনপথের এক কারখানায় কর্মচারীদের এক বাক্স করে শনপাপড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই উপহার নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। তাঁদের অনেকে কারখানার গেটের সামনে শনপাপড়ির বাক্সগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।

আজ

১৯৫৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি জীবনানন্দ দাশ।

১৯৩৫

অভিনেতা কাদের খানের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

রঘুনন্দন লিখেছেন, 'কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্'। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না।

সত্যিই কি যমুনা যমকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন?

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অন্য নাম যমদ্বিতীয়া। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে মূলত বেদ-পুরাণ প্রভৃতির সূত্র ধরে। সত্যি বলতে, ভাইফোঁটার বিষয়টি দেখলে মনে হয়, এটি একটি আঞ্চলিক উৎসব। কিন্তু ভালো করে দেখলে এর মধ্যেও একটা জটিলতা আছে। ভাইফোঁটার ধারণার পিছনে যে মৌলিক বিষয়, সেটা খুব যে আমাদের মননযোগ্য বা খুব রুচিকর-- তা নয়। বাংলা মন্ত্রে রয়েছে 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা'।

যম, আমাদের মৃত্যুর অধিপতি, মৃত্যুর রাজা। আমাদের কথন অনুযায়ী, যমুনা নাকি তাঁর বোন, তাই তিনি ফোঁটা দিয়েছিলেন কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে। পেটপুরে খাওয়াদাওয়াও নাকি করিয়েছিলেন। এটা আমাদের লৌকিক ধারণা, বিশ্বাস। বেদে বলা হয়েছে, যম এবং যমী, দুজনেই যমজ ভাইবোন।

বিবস্বান সূর্যর তিনজন পত্নী ছিলেন। মৎস্যপুরাণের মতে, এই তিনজন হলেন সংজ্ঞা, রাজনী বা রাজ্ঞী এবং প্রভা। মৎস্যপুরাণের এই কথার পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় বায়ুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণেও। এই সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা। সংজ্ঞার পুত্র মনু। বায়ুপুরাণ মতে, সূর্যের পুত্র যম। যমুনা তাঁর কন্যা। ভাগবত পুরাণে দেখা যায়, যখন বসুদেব কৃষ্ণকে যমুনা পেরিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই কথা অসম্ভব সুন্দর কথায় বর্ণনা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই, যমুনা বসুদেবের জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এখানেও যমের অনুজা ভগিনী অর্থাৎ যমুনার কথা বলা হয়েছে।

বেদ বলছে, যমী হচ্ছে যমের ছোট বোন। কিন্তু যে যমুনাকে আমরা ফোঁটার মন্ত্রে ঠাঁই দিয়েছি, সে কি শুধুমাত্র শব্দের সাম্যের কারণে!

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মধ্যেও কিন্তু অন্যান্য উৎসবের মতো একটা প্রাচীনতা আছে। রঘুনন্দন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ, তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এই ভাইফোঁটার। অর্থাৎ একটা বিধি চালু ছিল পুরাকাল থেকে। রঘুনন্দন যেসব উদাহরণ দিচ্ছেন সেগুলি বেশ প্রাচীন। তিনি উল্লেখ করছেন লিঙ্গপুরাণের কথা। যদিও লিঙ্গপুরাণ খুব প্রাচীন নয়, তবুও ষোড়শ শতকের ঢের আগে লেখা। রঘুনন্দন লিখেছেন, 'কার্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং মাতৃপূজনম্'। এই পূজা করা মানে কিন্তু পুজো নয়, বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার আরও বলছেন, বোনেরা যদি এই রীতি না মানে তাহলে তারা নাকি আর আগামী সাতজন্মে ভাই পাবে না। এ যে প্রায় অভিশাপের মতো কথা। অর্থাৎ বিষয়টি প্রচলিত। এবং ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্কের বিষয়টির কথা অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়েছে। এই ফোঁটার উৎসব কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বোনের বাড়িতেই করতে হবে। এর মাধ্যমে দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রঘুনন্দন মহাভারতের কথাও উল্লেখ করেছেন, 'কার্তিকে শুক্লাপক্ষাস্য দ্বিতীয়াং যুধিষ্ঠীরং...'। বলা হয়েছে, হে যুধিষ্ঠীর, তুমি কি জানো, কার্তিক মাসের দ্বিতীয়াতে যমুনা যমকে প্রচুর পরিমাণে খাইয়েছিলেন! সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, যমুনা যমকে নিজের হাতে রেঁধে নিজের বাড়িতে খাইয়েছিলেন। এবং এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই দ্বিতীয়ার দিনে যেন কোনও ভাই নিজের বাড়িতে না খায়, বোনের বাড়িতে অবশ্যই খায়। বোনকেও খাওয়াতে হবে যত্ন করে। বলা হয়েছে, ভাইয়ের আয়ুবৃদ্ধি করে এমন যত্ন নিয়ে সুখাদ্য খাওয়াতে হবে। আর কাকে দিতে হবে? না বোনকে নয়। ভাইকে উপহার দিতে হবে।

বর্তমানে যদিও দু'পক্ষের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার রীতি চালু হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের কথা মানলে, ভাইকেই শুধুমাত্র বোনকে উপহার দিতে হবে। সেইসঙ্গে ভাইকে অর্ঘ্য দিয়ে অর্থাৎ ফলমূল-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিতে হবে। তবে এই কাজটি মায়ের একই উদরে জন্ম নেওয়া দুজনকেই করতে হবে। এমনকি, সেখানে ভাইফোঁটার অর্ঘ্যমন্ত্রও আছে। ভগবানের উদ্দেশে বলা হয়েছে, হে ভগবান, আমরা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম তা তুমি গ্রহণ করো। প্রণাম মন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হে সূর্যপুত্র যম, হে সূর্যপুত্রী যমী- তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো। আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমরা আমাদের বর দান করো।

বাংলা মন্ত্রে রয়েছে, আমি দিলাম ভাইকে ফোঁটা, যেমন যমুনা দেন যমকে ফোঁটা। বোন যদি ছোট হয়, তাহলে না হয় এরকম হল কিন্তু বোন যদি আগে জন্মান অর্থাৎ বড়দি হন, তাহলে কীভাবে কোন মন্ত্র বলতে হবে, তারও উল্লেখ আছে। এও বলা হয়েছে, ভাইফোঁটা উৎসবে এতসব রান্নাবান্না করতে একটু বেলা হয়ে যেতে পারে, তাই সময়টাকে এগিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, ভাইকে কিন্তু পঞ্চম প্রহরের মধ্যে খাইয়ে দিতে হবে।

এবার একটু জটিলতার পথ ধরি। ঋগবেদের দুটি সূক্তে যমের কথা বলা হয়েছে। যম এখানে দেবতা, ঋষি। বলা হয়েছে, এই জগতে যমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বহু পথ পেরিয়ে এসেছেন। যিনি তাঁর পথ তৈরি করেছিলেন স্বর্গের দিকে। তারপর থেকেই যমলোক, মৃত্যুলোক তৈরি হয়। যমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পথে দিশারী হয়ে, চারদিক নিরীক্ষণ করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যম, যমদূত, যমলোক প্রভৃতি শব্দ এই সূত্রেই তৈরি।

এই সূত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, আমাদের যে নাটকের সূত্রপাত, তা নাকি দুটি ঘটনার সূত্রেই। একটি পুরুরবা-ঊর্বশীর কথোপকথন, অন্যটি যম-যমীর কথা। যম-যমীর কথা সূত্রেই আমরা জানতে পারি, তাঁরাই হলেন প্রথম স্ত্রী-পুরুষ, যাঁরা মায়ের একই উদর থেকে একত্রে জন্মেছেন। আদম-ইভের মতো অনেকটা। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের চোদ্দোটি শ্লোক বলছে, এক নির্জন দ্বীপে এসে ভাই যমকে কামনা করলেন তিনি। হলেন সহবাস-অভিলাষিণী। যমীর নিলাজ কথায়, 'বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে, এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী!'

যম কি যমীর প্রস্তাবে সায় দিলেন? না, তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তাঁর মনে হল, এ বিশুদ্ধ অজাচার। ছোটবেলায় পড়া অ-য় অজগর। এই অজ হল ছাগল। অথবা নির্বোধ পশু; বোকা পাঁঠা যা করে, যেমনটা করে, মানুষেরও কি সেই কাজ করা সাজে? যমীর কিন্তু এতে কামনার প্রশমন হল না। তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করলেন, 'এই বিশ্বসৃষ্টিকারী ত্বষ্টা মাতৃগর্ভেই তাঁদের মিলনের সূচনা করেছেন। গর্ভে তাঁরা একত্র শয়ন করেছেন, অতএব গর্ভের বাইরেও তাতে অপরাধ নেই!

যম-যমীর কথোপকথনে এরপর পাওয়া যায়, 'যদি এক মুহূর্তের জন্য পরমেশ্বর পৃথিবীর সাধারণ অক্ষে ও কেন্দ্রবিন্দুতে সূর্যের গতি হ্রাস করে দেন, সূর্যের আলো যদি দিন ও রাত্রিতে থেমে যায়, তখন পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ একত্র হবে। এদের মতো তখন আমরাও অর্থাৎ দিন ও রাত একত্র হব।'

এরপর আরও বহুকথা আছে। কিন্তু, এতকিছুর পরেও যমী ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তখন ক্ষুব্ধ। রেগে চলে গেলেন সেই নির্জন দ্বীপের অন্য প্রান্তে। ফিরেও এলেন কিছুক্ষণ পরেই! কিন্তু এ কি! চমকে উঠলেন যমী। দেখলেন, একটি গাছের তলায় যম শুয়ে। তাঁর শরীরে সাড় নেই। দেহে প্রাণ নেই।

যমী আক্ষেপ করতে করতে কেঁদে ভাসালেন। যমীর বিরহদশা দূর করতে এগিয়ে এলেন দেবতারা। হাজারো সান্ত্বনাতেও যমীকে সামলানো গেল না। শেষমেশ, যমীর শোক অপনোদনের জন্য দেবতারা সময়কে দিন ও রাত, এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। যমী বুঝলেন কালের মাহাত্ম্য। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। এই যে বেদের সূক্ত, তা কিন্তু যম-যমীর ভাইফোঁটার কথা বলছে না। বরং এখানে পুরুষ বা স্বামীর বিশেষণ হিসাবে যমকে হাজির করা হয়েছে। অন্যদিকে, মহিলা বা স্ত্রী হিসাবে যমী। পাণিনির এই মত যদি মানতেই হয়, তাহলে যম-যমীর ভাইফোঁটার সিলমোহর বোধহয় দেওয়া যায় না।

জনমন

জনমত

আলোর ব্যবস্থা হোক গ্রামের সমস্ত রাস্তায়

আলোর উৎসবকে ঘিরে শহরের প্রতিটি অলিগলি বিভিন্ন আলোয় সেজে উঠলেও, বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তা সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে। কেননা বেশিরভাগ গ্রামের রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এতে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী পথচারীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পরেই মেয়েরা আর বাইরে বেরোতে পারে না, এমনকি অনেক সময় মহিলাদেরও অশ্লীল আচরণের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

রাজ্য সরকার প্রতি বছর একাধিক ক্লাবকে পুজোর বিরাট অনুদান ও বিদ্যুতের বিল ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই আলো পুজোর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এই সব ক্ষণিকের 'রোশনাইয়ে' অর্থ ব্যয় না করে সরকার যদি গ্রামীণ এলাকার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাতে বেশি উপকার হবে বলে আমার মনে হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে পাড়ার সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনই গ্রামীণ মানুষজনের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। এ বিষয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টুপাই বর্মন
শীতলকুচি, কোচবিহার।

বাঘা যতীনই ভালো

বাঘা যতীন পার্ক আমাদের কাছে গর্ব। ছোট থেকে শুনে আসছি এই বাঘা যতীন পার্কের কথা। কত অনুষ্ঠানের সাক্ষী আমাদের প্রিয় এই বাঘা যতীন পার্ক। তবে হঠাৎ করে চমকে গিয়েছিলাম যখন আমিও প্রথমবার রাস্তাঘাটে বর্তমান প্রজন্মের মুখে শুনেছি, 'বিজেপিতে আড্ডা মারব চল', 'বিজেপিতে আছি তোরা চলে আয়' ইত্যাদি।

প্রথমে বুঝতে পারতাম না বিজেপিটা কী। পরে যখন বুঝলাম বাঘা যতীন পার্ককে তারা সংক্ষেপে বিজেপি বলছে তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম। এখন যখন সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম মেয়র মহাশয় উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের বাঘা যতীনের গুরুত্ব বোঝাবেন, বাঘা যতীনের মূর্তি বসবে - সেটা খুব ভালো, প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের কাছে, সব প্রজন্মের মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, এই পার্কটিকে বাঘা যতীন পার্ক বলেই সম্বোধন করা হোক, বিজেপি বলে নয়।

বাঘা যতীন পার্ক বেঁচে থাকুক। বাঘা যতীন পার্ক সুন্দর থাকুক বাঘা যতীনকে স্মরণ করে। বাঘা যতীন পার্ককে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কিরণ মজুমদার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

মাত্রাহীন বাজির শব্দে কানে তালা

কালীপুজোর রাতে সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শুধুমাত্র সবুজ বাজি ফাটানো যেতে পারে বলে যে রায় দিয়েছিল আদালত, সেই রায়কে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে রায়গঞ্জ শহরে প্রচণ্ড শব্দ-সন্ত্রাস চলেছে রাত প্রায় দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত। বাজির বিকট শব্দে মানুষের কানে তালা লেগে যাচ্ছিল, হাজারো প্রবীণ, শিশু ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি বহু সুস্থ মানুষেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিল শব্দবাজির তাণ্ডব। রাত যত বেড়েছে, ততই বারুদের ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে চারপাশ। বাড়ির পোষ্য ও রাস্তার কুকুর-বিড়াল ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। রাস্তার বেশ কিছু পশু আহত হয়েছে, পাখিরা নীড় ছেড়ে চলে গিয়েছে বহু দূরে। হয়তো পুরোনো নীড়ে ফিরেও আসবে না কোনওদিন।

এভাবে বাজি ফাটানো তো সম্পূর্ণ রূপে নিয়মবহির্ভূত। আসলে শহরের অলিগলিতে ঘনঘন পুলিশি টহলদারির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। সে কারণে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য আরও বেশি হয়েছে। ভবিষ্যতে এহেন শব্দ-সন্ত্রাস রুখতে পুলিশি টহলদারি আরও অনেক বেশি বাড়ানো জরুরি। সেইসঙ্গে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার প্রয়োজন।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

মরচে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়

বড় দুঃখের সময় এসেছে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়। স্নাতক স্তরে অনার্সের আসন কোনওভাবেই ভর্তি হচ্ছে না কলেজগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও স্নাতকোত্তর স্তরের আসন খালি। এই ছবি শুধু অনামী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রায় পশ্চিমবঙ্গের সব প্রথম শ্রেণির কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অবস্থা। বলা যায় প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার কৌলীন্য হারিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন এসেছে আমাদের মনে।

শিক্ষার্জন কখনোই অর্থ রোজগারের সঙ্গে যুক্ত না হলেও যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা যদি রোজগার করতে না পারেন তাহলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে ধরা হয় না। সে চাকরি সরকারি বা বেসরকারি কিংবা ব্যবসা যাই হোক না কেন।

২০ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যে মূল্য ছিল তা বোধহয় কমে গিয়েছে অত্যধিক পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ার জোগানের ফলে। বর্তমানে ডাক্তারি পড়ার ভবিষ্যৎও ততটা উজ্জ্বল নয়। ব্যবসা বা আন্ত্রাপ্রেনরশিপের বিষয় সম্পূর্ণভাবে আলাদা। যাঁরা উদ্যোগপতি তাঁরা প্রথাগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ নন। বর্তমান যুগে যাঁরা চাকরি দিতে পারেন তাঁরা সবচেয়ে সফল।

এই বঙ্গে চাকরি ক্ষীণতম অবস্থায় পৌঁছেছে বলেই অনার্স পড়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে না নবীন প্রজন্ম। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় যে গবেষকরা পিএইচডি করেন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। তাতে কিছু অর্থ আসে হাতে। সেই অর্থ প্রায় পাঁচ বছর পাওয়া যায়। যদিও কিছু গবেষক এখনও বিশ্বাস রাখেন গবেষণায়। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কেমন যেন মরচে পড়ে গিয়েছে।

এ থেকে নিস্তার পেতে সেই সব বিষয়কেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখতে হবে যাকে হাতে ধরে অন্ন জোগাড় করার শিক্ষা পাওয়া যাবে। তার আগে কোনও আশার আলো দেখছি না। আমার পরের প্রজন্মের জন্য এসবের চিন্তা আজ থেকেই শুরু হোক এবং সরকার সেসবের নৈতিক দায়িত্ব নিক।

ডঃ বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এই খাল ৬। উপযাজক হয়ে কিছু করা ৮। লাঙলের ফলা বা অগ্রভাগ ৯। যে পাতা কাঁচা খাওয়া হয় ১১। ঘরের লাগোয়া ছাদ দেওয়া বারান্দা ১৩। চিরকাল থেকে যাবে ১৪। মালিকের স্ত্রী।

উপর-নীচ : ১। যার সামর্থ্য নেই, অক্ষম ২। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৩। শোকের কান্নার সঙ্গে মনের ভাবপ্রকাশ ৪। বাধা বা বিঘ্ন ৬। পশম সুতো ৭। জনশ্রুতি বা গুজব ৮। উপকার বা সুফল মিলেছে ৯। পুকুরে ভাসে জলজ উদ্ভিদ ১০। একটি অসুখ ১১। বন্দি করার পরওয়ানা ১২। কৃষকের কাজে লাগে ১৩। অস্ত্রে ধার দেওয়া।

সমাধান ■ ৪২৭১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯ অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

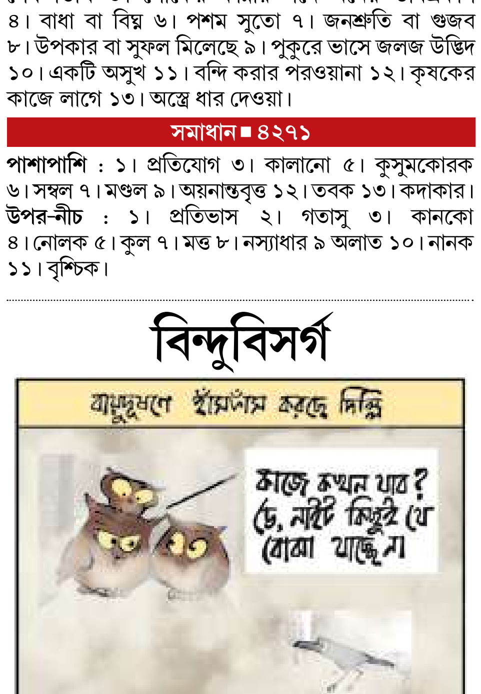

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দূষণের গ্রাসে লাহোর

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : উত্তর ভারতের একাধিক শহরে দীপাবলির আতশবাজির দূষণে পাক সীমান্ত শহরগুলির বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, আশঙ্কাজনকভাবে খারাপ হয়েছে লাহোরের বাতাসের মান। দ্বিতীয় দূষিত শহর হয়েছে পাক পাঞ্জাবের লাহোর। পঞ্জাব প্রদেশের পরিবেশ সুরক্ষা দপ্তর বাতাসের মান পড়ে যাওয়ার জন্য ভারত থেকে বয়ে আসা দূষণযুক্ত বায়ু ও স্থানীয় ধোঁয়াকে দায়ী করেছে। বিষাক্ত বাতাসের মোকাবিলায় পঞ্জাবের মরিয়ম নওয়াজ সরকার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে অ্যান্টি স্মোক গান ব্যবহার করছে। জল ছিটোনো হচ্ছে রাস্তায়। দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বলছে, মঙ্গলবার লাহোরে বাতাসের মান নামে ২৬৬-তে। বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত শহরে পরিণত হয় লাহোর। পঞ্জাবের মন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব পরিস্থিতিকে আন্তঃসীমান্ত পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নেতানিয়াহুকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দীপাবলির উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার তাঁকে পালটা ধন্যবাদ জানিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মোদি। প্রিয়বন্ধুর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার প্রিয়বন্ধুকে দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি আগামী বছরগুলিতে ভারত-ইজরায়েলের কৌশলগত বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।'

মোদির এই বার্তার আগের দিন দীপাবলি উপলক্ষ্যে দু-দেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় জোর দিয়ে নেতানিয়াহুর বার্তাটি ছিল, 'আমার বন্ধু নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণকে দীপাবলির অনেক শুভেচ্ছা। আলোর উৎসব আশা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ভারত ও ইজরায়েল বন্ধুত্ব এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঝলসে মৃত ৪

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রাতে মর্মান্তিক মৃত্যু নবি মুম্বইতে। সোমবার রাত ১টা নাগাদ ভাসি এলাকার একটি বহুতলে আগুন লেগে যায়। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মারা যান ৪ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৬ বছরের একটি শিশুকন্যাও। আহত অন্তত ১০ জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন ও বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রাথমিক অনুমান, আতশবাজি থেকে প্রথমে ১০ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সেখান থেকে ওপরের তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বোনাস প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির আগে বোনাসের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশের আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ফতেহাবাদ টোল প্লাজা। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও দীপাবলির বোনাস পাননি টোল প্লাজার কর্মীরা। শেষমেশ প্রতিবাদ জানাতে টোলকর্মীরা টোল প্লাজার সমস্ত গেট খুলে দেন। ফলে হাজার হাজার গাড়ি বিনা টোলেই এক্সপ্রেসওয়ে পার হয়ে যায়। এহেন প্রতিবাদের জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক লক্ষ টাকার লোকসান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি রবিবারের। ফতেহাবাদ টোল প্লাজার কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করলেও বোনাস পাননি। এমনকি মাসের বেতনও ঠিক সময়ে পান না। এই প্রতিবাদে টোল প্লাজার সব গেট খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কর্মীরা। পরে পুলিশ এসে মধ্যস্থতা করে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

ধৃত চিকিৎসক

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : চিকিৎসা করাতে বেঙ্গালুরুতে ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় সংক্রমণের জায়গাগুলি দেখার অছিলায় তাঁর পোশাক খুলতে বলেন চিকিৎসক। এরপর শরীরের নানা জায়গায় আপত্তিজনক ভাবে স্পর্শ করতে থাকেন, চুম্বনের চেষ্টাও করা হয়। তরুণীকে হোটেলে যেতেও বলেন। প্রতিবাদ করলে তাঁকে হুমকি দেন ওই চিকিৎসক। এরপরই থানায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসককে।

বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : 'দিলওয়ালো কি শহর' দিল্লি। তবে বর্তমানে এই শহরের প্রতীক হয়ে উঠেছে বিষাক্ত ধোঁয়া আর ধোঁয়াশা। দেওয়ালির পর যেন আঁধার নেমেছে রাজধানীর আকাশে। রকেট আর বাজির শব্দে সোমবার রাত জেগেছিল শহর। মঙ্গলবার সকালে সেখানে বিষাক্ত নীরবতা। সকাল ৮টার হিসেব বলছে, দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩৫০, যা 'অতি খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সকালবেলায় মনে হচ্ছে রাত শেষ হয়নি। রাজধানী আবারও পরিণত হয়েছে এক বিশাল 'গ্যাসচেম্বার'-এ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার রাজধানীতে পোড়ানো হয়েছে তথাকথিত 'গ্রিন ক্র্যাকার', যেখানে দূষণ ৩০ শতাংশ কম হওয়ার দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রভাব কোথায়? পরিবেশবিদ বাভরিন কন্ধারি, যিনি প্রায় তিন দশক ধরে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়ছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, '৩০ শতাংশ কম দূষণ মানে কী? কম বিষ? আপনি কি আপনার সন্তানদের কম বিষ খাওয়াতে চান? আমি আমার সন্তানদের জন্মের আগে এই লড়াই শুরু করেছি। আর আজও ওদের শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসই দিতে পারলাম।'

দীপাবলির পর ধোঁয়ায় ঢাকা চারপাশ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

২০২৩ সালে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৮, ২০২৪, '২৫-এ তা যথাক্রমে ৩৫৯ এবং ৪০০। অর্থাৎ বছর বদলেছে কিন্তু দিল্লির বাতাস রয়ে গিয়েছে একইরকম বিষাক্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছিল, রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে সীমিত সময় বাজি ফাটানো যাবে। বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে। মধ্যরাত পর্যন্ত আকাশ কেঁপেছে আতশবাজিতে। দিল্লি দমকল বিভাগ জানিয়েছে, কেবল দীপাবলির রাতেই ২৬৯টি জরুরি ফোন কল এসেছে বাজি সংক্রান্ত অগ্নিকাণ্ড নিয়ে।

দূষণের উৎসকে বন্ধ না করে আদালতের কাগজেই বন্দি রাখা হয়েছে 'পরিবেশবান্ধব দীপাবলি'-র স্বপ্ন, কটাক্ষ আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের। কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মোহাম্মদ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'বিজেপি দিল্লিকে বাঁচাতে ব্যর্থ। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বাজি ফাটানো হয়েছে রাতভর। এখন দূষণ ৪০০ ছাড়িয়েছে। শিশু ও প্রবীণদের জীবন বিপন্ন।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য পালটা বলেন,'যত দিন পর্যন্ত কেজরিওয়ালশাসিত পঞ্জাব খড় পোড়ানো বন্ধ না করবে, দিল্লি শ্বাস নিতে পারবে না।'

এখন দিল্লি সরকারের ভরসা কৃত্রিম বৃষ্টি। পরিবেশমন্ত্রী মঞ্জিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, পাইলটরা ট্রায়াল ফ্লাইট সম্পন্ন করেছেন। আবহাওয়া দপ্তরের অনুমতির অপেক্ষায়। নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে।

তাঁর তির্যক মন্তব্য, 'দিল্লির ৩৮টির মধ্যে ৩৬টি মনিটরিং স্টেশন 'রেড জোনে'। বায়ুর গুণগত মান ৪০০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু আদালত বাজি ফাটানোর অধিকারকে বাঁচার ও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের ওপরে রেখেছে।'

সিইও-দের জরুরি তলব কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হাওয়া এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বইতে শুরু করেনি। তবে বিহারে ভোটপর্বের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা ঘিরে স্পষ্ট ইঙ্গিত, রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে বড় ঘোষণা আসতে পারে খুব শীঘ্রই।

২২ ও ২৩ অক্টোবর আচমকাই দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের (সিইও) দিল্লিতে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁদের দপ্তরের সিনিয়ার আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। চিঠিতে বৈঠকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা না থাকলেও কমিশনের এই বৈঠক ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা।

সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন। রাজ্যভিত্তিক নির্বাচন প্রস্তুতি, এসআইআর অগ্রগতি এবং গ্রাউন্ড লেভেল চিত্র নিয়েই হবে বিস্তারিত আলোচনা। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এই বৈঠকের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বাকি প্রায় সাত মাস। এই প্রেক্ষিতে এসআইআর নিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিজেপি নেতাদের দাবি, এসআইআর শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট ঘোষণা হবে। যদিও শাসক তৃণমূলের অভিযোগ, 'এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ, কেন্দ্রের নির্দেশে তড়িঘড়ি করা হচ্ছে।'

ভোট তৎপরতা বঙ্গে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, 'বাংলাতেও এসআইআর হবেই।' তাঁর এই বক্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কমিশনের এই বৈঠক কার্যত বাংলায় ভোট প্রস্তুতির রূপরেখা চূড়ান্ত করার জন্যই। গত সপ্তাহেই কমিশন রাজ্যের সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং-এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। এর মাধ্যমে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও ২০২৫ সালের সম্ভাব্য ভোটার তালিকার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হবে, কে বাদ পড়েছেন, কে নতুন যুক্ত হয়েছেন, কোথায় ভোটার পুনরাবৃত্তি বা মৃত ভোটারের নাম রয়ে গিয়েছে সবকিছুই এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়বে।

হর হর মহাদেব... কেদারনাথ মন্দিরের বাইরে ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার রুদ্রপ্রয়াগে।

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি

টোকিও, ২১ অক্টোবর : ইতিহাসে প্রথমবার। মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। মঙ্গলবার দ্বীপদেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে জয় পেয়েছেন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রী সানায়ে তাকাইচি। ৬৪ বছর বয়সি সানায়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবার উত্তরসূরি হলেন। এদিনের ভোটাভুটিতে সানায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রধান বিরোধী দলের নেতা ইয়োশিকোকো নোদা। ১৪৯টি ভোট পান তিনি। সানায়েকে সমর্থন করেন ২৩৭ জন সাংসদ। যা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভোটের চেয়ে ৪টি বেশি। উচ্চকক্ষে ১২৫টি ভোট পেয়েছেন তিনি।

সানায়ে তাকাইচি

জন্ম : ৭ মার্চ, ১৯৬১
শিক্ষা : কোবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক
রাজনৈতিক দল : লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
কর্মজীবন : টিভি উপস্থাপক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার পার্লামেন্টে নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৯ থেকে লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শীর্ষ নেতাদের একজন

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতারা। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সানায়ে তাকাইচিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আমি ভীষণভাবে আগ্রহী। আমাদের দু-দেশের বন্ধুত্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' জাপানের রাজনীতিতে সানায়ের পক্ষে মহিলাদের আস্থা অর্জন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। নিজে মহিলা হলেও অতীতে বহুবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জাপানের পার্লামেন্টে মহিলাদের কল্যাণের জন্য আনা বিলের বিরোধিতাও করেছেন। সানায়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিক জাপানি মহিলা প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছেন।

মহিলা তাস নীতীশের, পিকের তোপে পদ্ম

পাটনা, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রোশনাই এখনও অটুট। ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। এরই মধ্যে ভোট উৎসবের আলোকছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বিহারের রাজনীতির অঙ্গন। ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। সোমবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক-বিরোধী মিলিয়ে মোট ১৩১৪ জন প্রার্থী প্রথম দফায় লড়াই করবেন।

মঙ্গলবার মুজফফরপুরের মীনাপুরে প্রচারে নেমে মহিলা তাস খেলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ক্ষমতায় থাকাকালীন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহিলাদের জন্য কিছুই করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। নীতীশ বলেন, 'আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে একাধিক কাজ করেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় ১ কোটিরও বেশি মহিলাকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা মহিলাদের জন্য কখনও কিছু করেছিলেন? সাত বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার পর যখন দেখলেন কিছুতেই পদত্যাগ এড়ানো যাবে না, তখন নিজের স্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়েছিলেন।' বিহারে আরজেডি জমানার জঙ্গলরাজের প্রসঙ্গও তোলেন নীতীশ। এর জবাবে আরজেডি ও কংগ্রেস একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন। তাতে দেখা গিয়েছে, জেডিইউয়ের মহিলা নেত্রীকে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন নীতীশ। কিন্তু তাঁকে তখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা। তাতে চটে যান নীতীশ। পরে ঝা-কে অদ্ভুত লোক বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। তিনি বলেছেন, জন সুরাজ পার্টির তিনজন প্রার্থীকে চাপ দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলবেন বলে জানান। বিজেপিকে বিঁধে পিকের তোপ, 'যারাই জিতুক সরকার গড়বে বিজেপি। গত কয়েকবছর ধরে এই ভাবমূর্তি তৈরি করেছে তারা। যারা জন সুরাজকে ভোটকাটুয়া বলছিল, সেই এনডিএ এখন ভয় পাচ্ছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। প্রার্থীদের প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে বহু কেন্দ্রে শেষমেশ আসনরফা না হওয়া ভাবিয়ে তুলেছে বিরোধী মহাজোটকে। এরই মধ্যে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির অভিযোগ তুলে বিহারের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক জেএমএম। তারা প্রথমে ৬টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছিল।

অন্যদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ডাকাতির একটি মামলায় সাসারামের আরজেডি প্রার্থী সত্যেন্দ্র শাকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

'অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস জোগান রাম'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে অপারেশন সিঁদুরের পাশাপাশি মাওবাদী দমন অভিযানের সাফল্যের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনই জিএসটি সংস্কারের জেরে জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাসের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর এটাই দ্বিতীয় দীপাবলি। প্রভু রাম আমাদের সঠিক পথে চলার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দিয়েছেন। মাসখানেক আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখেছিলাম। অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত শুধু ন্যায়ের পথে ছিল তাই নয়, অন্যায়ের প্রতিশোধও নিয়েছিল।'

এবারের দীপাবলিতে ভারতের একাধিক মাও অধ্যুষিত এলাকায় যেভাবে প্রথমবার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তার প্রসঙ্গও উঠে আসে মোদির চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, 'এই দীপাবলি স্পেশাল কারণ, এই প্রথমবার দেশের

দীপাবলিতে মোদির চিঠি দেশবাসীকে

বহু জেলায় বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদীপ জ্বালানো হবে। এই জেলাগুলি হল সেই সমস্ত জেলা যেখানে মাওবাদী সন্ত্রাস সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই হিংসার পথ ছেড়ে উন্নয়নের মূলস্রোতে যোগ দিয়েছেন, আমাদের দেশের সংবিধানের ওপর আস্থা রেখেছেন। এই দেশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।'

জিএসটি সংস্কার প্রসঙ্গে মোদি লিখেছেন, 'নবরাত্রির প্রথম দিন জিএসটি হ্রাস করা হয়েছে। জিএসটি সাশ্রয় উৎসবে নাগরিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। বিশ্বজোড়া সংকটে ভারত স্থায়িত্ব এবং সংবেদনশীলতার প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছি। এই বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রাপথে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল নাগরিকরা যেন দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন।'

ছেলের মৃত্যু বিতর্কে প্রাক্তন পুলিশকর্তা

চণ্ডীগড়, ২১ অক্টোবর : পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন অধিকর্তা মহম্মদ মুস্তাফার ছেলে আকিল আখতারের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি করল একটি ভিডিও। প্রাথমিকভাবে পরিবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার দাবি করলেও এক পড়শির অভিযোগ, আকিলের নিজের করা ১৬ মিনিটের একটি ভিডিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

ভিডিওতে আকিল বাবার সঙ্গে নিজের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করেছেন। তাঁর এও অভিযোগ, বাবা মহম্মদ মুস্তাফা, মা রাজিয়া সুলতানা (প্রাক্তন মন্ত্রী), বোন, নিজের স্ত্রী তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতে হত্যার ষড়যন্ত্রও করছেন। আকিলের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ভিডিওবার্তায় সেটাই রয়েছে।

পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় প্রাক্তন ডিজিপি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের কন্যা ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বছর ৩৫-এর আকিলকে পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়ার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সেটা অগাস্টের ঘটনা। পরিবারের দাবি ছিল, মাত্রাছাড়া ওষুধ মৃত্যুর কারণ। পুলিশও প্রাথমিক তদন্তে তাই মনে করে। কিন্তু আকিলের ভিডিও, পড়শি শামসুদ্দিনের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় আকিলের পোস্ট তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মমতাকে তোপ বিপ্লব দেবের

আগরতলা, ২১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লবকুমার দেব।

মঙ্গলবার ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, 'আজকের বাংলায় মানবিকতার স্থান নেই। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ—সবই নিত্যদিনের ঘটনা, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। মনে হয় তাঁর হৃদয়টাই অপারেশন করে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

বিপ্লব অভিযোগ করেন, মমতা নিজের নামের অর্থকেই কলঙ্কিত করেছেন। তাঁর কথায়, 'মমতা মানে দয়া, মায়া ও স্নেহানুভূতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এখন সেই মাতৃত্ববোধের লেশমাত্র নেই। তিনি বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যেমন মিরজাফর করেছিলেন সিরাজ-উদদৌলার সঙ্গে।'

এইচ-১বি ভিসা ফি পড়ুয়া, প্রযুক্তিবিদদের স্বস্তি দিল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : এ যেন দু-পা এগিয়ে গিয়েও এক পা পিছিয়ে যাওয়া। এইচ-১বি ভিসা নিয়ে অভূতপূর্ব কড়াকড়ি করেও পিছু হটতে বাধ্য হল ট্রাম্প সরকার। মঙ্গলবার মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবা দপ্তর এক নির্দেশিকায় বিদেশি পড়ুয়া ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য একাধিক ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসার জন্য যে একলক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) জমা করার কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসা বা এল-১ প্রফেশনাল ভিসা নিয়ে যেসব অভিবাসী ছাত্র-ছাত্রী আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের ভিসার স্টেটাস বদলে এইচ-১বি করার ক্ষেত্রেও একলক্ষ ডলার জমা রাখতে হবে না। শুধু তাই নয়, এই সুবিধা এইচ-১বি ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর এইচ-১বি ভিসা ফি-র পরিমাণ বাড়িয়ে একলক্ষ ডলার করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ ভারতীয়দের নিয়োগ ঠেকাতে মার্কিন সরকার এই নীতি নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধির জেরে দক্ষ বিদেশি পেশাদারদের নিয়োগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। সরকারের ভিসানীতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমেরিকাভিত্তিক একাধিক বহুজাতিক সংস্থা। তারপর ট্রাম্প সরকারের এইচ-১বি ভিসায় আংশিক ছাড়-এর সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের বলরুম

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসে তৈরি হচ্ছে এক নতুন ঝাঁ-চকচকে বলরুম। এই বলরুম তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৭৬০ কোটি টাকা। সোমবার এই ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের একাংশ ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সফর, নৈশভোজ ও বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বহুদিন ধরেই বলরুম তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন ট্রাম্প। নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'হোয়াইট হাউসের ইতিহাসে প্রথমবার বলরুম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা মূল ভবন থেকে আলাদা এবং সম্পূর্ণ আধুনিক।'

ট্রাম্পের দাবি, ১৫০ বছর ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের স্বপ্ন ছিল এমন এক বলরুম তৈরি করা।

প্রায় ৯০,০০০ বর্গফুটের এই হলঘরে ৬৫০ জন অতিথি বসতে পারবেন। হোয়াইট হাউসের ঐতিহ্যবাহী নকশা বজায় রেখেই গড়া হবে এই বিশাল বলরুম, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস।

নমাজের স্থানে গোমূত্রে স্নান

পুনে, ২১ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক শনিবারওয়াড়া দুর্গ চত্বরে মহিলাদের নমাজ পড়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে গোমূত্র দিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' ও 'শিববন্দনা' অনুষ্ঠানও করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা। ঘটনার প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নি। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'শনিবারওয়াড়ায় নমাজ পড়া যাবে না। হিন্দুসমাজ এখন শুধু জেগে নেই, সজাগও আছে।'

১৭৩২ সালে নির্মিত শনিবারওয়াড়া ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশওয়াদের আসন। ভিডিওতে দেখা যায়, হিজাব পরা কয়েকজন মহিলা সেখানে নমাজ পড়ছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে তিন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী নীতীশ রানে ঘটনাটিকে 'হিন্দু সমাজের অনুভূতিতে আঘাত' বলে দাবি করে বলেন, 'হিন্দুরা হাজি আলিতে হনুমান চালিশা পাঠ করলেও মুসলমানদেরও কষ্ট হবে। প্রত্যেকের নিজের ধর্মস্থানে প্রার্থনা করা উচিত।'

দুর্গ শুদ্ধিকরণে ব্যস্ত বিজেপি নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার।

নয়া নেতৃত্বে লড়াইয়ে মাওবাদীরা

হায়দরাবাদ, ২১ অক্টোবর : 'অপারেশন কাগার'-এর প্রেক্ষিতে একের পর এক আত্মসমর্পণের পর আবারও নতুন মুখ সামনে আনল নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)। তেলেঙ্গানার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক তিপ্পিরি তিরুপতি ওরফে দেবুজিই এখন 'অভয়' ছদ্মনামে দলের জনসংযোগ রক্ষাকারী প্রধান মুখ হিসাবে কাজ করছেন।

চলতি মাসের ১৬ অক্টোবর দলের তরফে 'অভয়'-এর নামে দুটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। একটিতে আত্মসমর্পণকারী নেতা মল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে সোনু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যটিতে ২৪ অক্টোবর সারা দেশে বনধের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দাদের মতে, 'অভয়' নামটি আগে ব্যবহার করতেন সোনু নিজেই। এখন সেই নাম ব্যবহার করছেন দেবুজি, যিনি আগে মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের প্রধান ছিলেন।

বিবৃতিতে সোনু ও অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী নেতাকে 'পেটি বুর্জোয়া', 'দক্ষিণপন্থী', 'বিপথগামী', 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বলে তিরস্কার করা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, 'দল কোনও অবস্থাতেই সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরে আসবে না।' বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, সোনু ২০১১ সাল থেকে 'বিপ্লববিরোধী মনোভাব' দেখাচ্ছিলেন। দল

অবস্থানে অনড়

বহুবার তাঁকে সমালোচনার মাধ্যমে 'সংশোধনের' চেষ্টা করলেও তিনি 'প্রাণের ভয়'-এর কাছে হার মেনেছেন। ঘটনাচক্রে ওই ২০১১ সালেই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন তাঁর ভাই মল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেনজি।

দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সোনু বা রূপেশ আত্মসমর্পণ করলেও দল আত্মসমর্পণ করবে না। অস্ত্র নামিয়ে রাখা চলমান বিপ্লবকে দুর্বল করে। শুধু তা-ই নয়, জনগণের অস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।' ভারত রাষ্ট্রের কাছে 'আত্মসমর্পণকারী বিচ্যুত কর্মী'দের জনতার আদালতে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণাও করা হয় অন্য একটি বিবৃতিতে।

গোয়েন্দা সূত্র মতে, দেবুজিই এখন দলের একমাত্র উচ্চপর্যায়ের নেতা, যিনি পারেন এমন তীক্ষ্ণ বিবৃতি দিতে। তাঁর এই প্রকাশ্য বার্তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে—সোনুদের আত্মসমর্পণের পরও মাওবাদীরা তাদের রাষ্ট্রবিরোধী 'সশস্ত্র সংগ্রাম' থামাতে রাজি নয়।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে

ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি

কুণাল নন্দী

কৃষিকে কেন্দ্র করেই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কৃষিশিল্পের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো শক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কী? কেঁচো সার হচ্ছে, খামারজাত ও গৃহস্থ বাড়ির ফেলে দেওয়া জৈব আবর্জনা, অব্যবহৃত শাকসবজি, ফল-মূল খোসা ইত্যাদির অংশবিশেষ কেঁচোর সাহায্যে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী জৈবসারে রূপান্তরিত হওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়।

আমরা চিরাচরিত প্রথায় যে কোনও কম্পোস্ট সার জমিতে প্রয়োগ করে গাছের মূল সার হিসেবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পাই আট গুণ এবং পটাশ আড়াই গুণ বেশি পাই। এছাড়াও বাড়তি হিসেবে ভার্মিতে ক্যালসিয়াম সহ অনেকগুলি অণুখাদ্য পাই যেমন-ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার, আয়রন, অতিরিক্তভাবে হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক পাই যাতে করে গাছের সর্বপ্রকার বৃদ্ধি সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও ভার্মি সারে প্রচুর পরিমাণে কেঁচোর ডিম থাকে যা মাটিতে উপযুক্ত পরিবেশে ফুটে বাচ্চা কেঁচোতে পরিণত হয়ে মাটিতে বাতাস ও জল সঞ্চালনে সাহায্য করে।

এবার কীভাবে আমরা ভার্মি তৈরি করব- এটি তৈরির জন্য ছায়ামুক্ত নির্দিষ্ট উঁচু জমি নির্বাচন করে সিমেন্টের তৈরি চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হবে, চৌবাচ্চাটির মাপ হবে ৫ ফুট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ তিন ফুট এবং গভীরতা ২ ১/২ -৩ ফুট মাটির নীচে ১ ফুট থেকে শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী

করা যেতে পারে। এবার চৌবাচ্চা তৈরি হয়ে গেলে তার নীচে ২-৩ ইঞ্চি ইটের টুকরো বিছিয়ে তার উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ বালুর আস্তরণ দিয়ে দিতে হবে।

> বর্তমানে কর্মসংস্থানের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, এতে করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বেকার তরুণ-তরুণীরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, কারণ কৃষির বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

এবার সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে ধঞ্চে পাতা, সবাবুল গাছের পাতা, ডালজাতীয় শস্যের পাতা, সজনে পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো অন্যান্য সবজির অংশ, কচুরিপানা, তুঁত গাছের পাতা, রান্নাঘরের সবজির অবশিষ্টাংশ কলাগাছ ও বিভিন্ন প্রকার ঘাস-এই জাতীয় জিনিসগুলি একটি ছায়াযুক্ত জায়গায় সংগ্রহ করুন। এবার এর সঙ্গে এক ঝুড়ি ভালো মাটি

ও এক ঝুড়ি গোবর মিশিয়ে ওই চৌবাচ্চার ভেতরে ফেলুন। এবার হালকা পরিমাণে জল ছিটিয়ে দিন এবং একটি চটের বস্তা জলে ভিজিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিন। এবার প্রত্যেকদিন ওই চটের উপর

হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১৪-১৫ দিন পর চট সরিয়ে ওই আবর্জনার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেখে নিন ভেতরে গরমভাব আছে কিনা। গরম ভাব কেটে গেলে কেঁচো ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

সাধারণত কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির কেঁচো এই ভার্মি তৈরির বিশেষ উপযোগী।

সেগুলি হল- ইসেনিয়া, পেরিওনিক্র, ইউড্রিলাস ইউজেনি এই প্রজাতিগুলি খুব দ্রুত সার তৈরি করতে পারে। প্রতি বর্গফুটের জন্য ২৫-৩০টি কেঁচোই যথেষ্ট। কীভাবে এবার সার তৈরি হবে-কেঁচো যে জৈবপদার্থ খায় তা পাকস্থলিতে ভেঙে যায় এবং পরে অন্ত্রে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়। কেঁচো তার খাবারের ১০ শতাংশ নিজের শরীরের চাহিদা মিটিয়ে বাকি ৯০ শতাংশ বর্জ্যপদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। এই বর্জ্য পদার্থই আসলে ভার্মি কম্পোস্ট। এক কেজি কেঁচো গড়ে প্রতিদিন ৫ কেজি পরিমাণ ভার্মি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে, বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সেগুলো হল-

ক) রসুন, পেঁয়াজ, আদা, মশলাজাতীয় ফসলের অংশ, পার্থেনিয়াম, নিম, লেবু জাতীয় ফসলের অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

খ) চৌবাচ্চার ধারে লাল পিঁপড়ের আক্রমণ হতে পারে, এর জন্য ৭ দিন পর পর ২০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম লবণ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লংকার গুঁড়ো ও সামান্য সাবাণ গুঁড়ো মিশিয়ে চৌবাচ্চার চারিদিকে দিতে হবে।

গ) চৌবাচ্চার উপর খড় দিয়ে আচ্ছাদন করে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

এভাবে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই কেঁচো ভার্মি কম্পোস্টে পরিণত করবে এবং লক্ষ করতে হবে চৌবাচ্চার উপরের দিকে কালো বাদামি দানা দানা আকারে হয়ে এসেছে এবং হাত গলিয়ে ঝুরঝুরে বোঝা যাবে এবং সমস্ত কেঁচো আস্তে আস্তে নীচের দিকে চলে যাবে। এবার চালনি করে এগুলি ভার্মি হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াতে ভার্মি তৈরিতে প্রতি কেজি খরচ পড়বে ০.৭৫ পয়সা থেকে ১ টাকা। পাশাপাশি এর বর্তমান বাজারমূল্য ন্যূনতম প্রতি কেজি ৫-৬ টাকা। এই কাজ করতে প্রয়োজন কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন।

সবুজ সার ধইঞ্চে

মাটি ও কৃষির ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। কৃষিকাজ শুরুর সময় থেকেই কৃষিতে বিভিন্ন দিক থেকে নানাপ্রকার বাধা আসতে শুরু করে। এই মাটিকে কেন্দ্র করেই কৃষি আর সভ্যতাকে আমরা উন্নত জায়গায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার শুরু করি। প্রয়োজনের তাগিদে যেমন রাস্তাঘাট, বাজার-বন্দর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং আরও অনেক কিছু তৈরিতে একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্র দিনদিন কমছে, তেমনি মাটির উপরও চলছে অত্যাচার। আবার অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে এক ইঞ্চি মাটির স্তর তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় এক হাজার বছর। আমাদের দেশ ও রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে একদিকে যেমন জমি কমেছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে- এটি একটি জটিল সমস্যা। দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দেশ, রাজ্য তথা কৃষি দপ্তরের উপর এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

উন্নত প্রযুক্তির চাষের প্রথম শর্তই হল মাটি, অর্থাৎ সঠিক চাষের ক্ষেত্রে সঠিক গুণমান সম্পন্ন উর্বতাযুক্ত মাটি। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে ঠিকই তবে এই উর্বরতা নির্ধারিত চাষের ক্ষেত্রে কতটা সঠিক তার নিরিখে নয়, সেটা হচ্ছে আধুনিক রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ এই সমস্ত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই। যার ফলে মাটি দিনদিন অনুর্বরতার দিকেই চলে যাচ্ছে এবং মাটির স্বাস্থ্য দিনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা মাটির উর্বরতা বলতে বুঝি মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণ। এক্ষেত্রে জৈব কার্বন হল মাটির প্রাণ যা কিনা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অসংখ্য উপকারী জীবাণু বা অণুজীব। এই জীবাণু বা অণুজীব গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ মাটির ওইগুলির সঙ্গে মিশে তাদেরকে ভেঙে সহজ পুষ্টিতে এনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আজকাল আর আগের তুলনায় পর্যাপ্ত জৈব সারের উপযুক্ত জোগান নেই, গোরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় গোবরের অভাবও অনেক, ফলে জৈবসারের ঘাটতি দিনদিন বেড়েই চলেছে, আর এইক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে জৈব ঘাটতি মেটাতে একমাত্র সহায়ক ধইঞ্চে যা কিনা সবুজ সার হিসেবে পরিচিতি। এর ব্যবহার মাটির গঠন ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করে, জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাতাস চলাচল অনেক সহজ হয়, উপকারী জীবাণুগুলি সক্রিয় হয়, সারের অপচয় কমিয়ে আনে মাটির গভীরে থাকা পুষ্টিকে উপরে এনে গাছের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে, এমনকি মাটির অম্লত্ব কমাতেও সাহায্য করে, রোগপোকার আক্রমণ কম হয় এবং আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

এত কিছু গুণ থাকার ফলে এই চাষ ও ব্যবহারকে কৃষকদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। ধইঞ্চে প্রাকবর্ষার চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে জমি চাষ করে সরাসরি বিঘা প্রতি ৩ কেজি বীজ ছিটিয়ে দিলেই চলবে, বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে গাছ নরম থাকতে লাঙল অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে চষে মাটির সঙ্গ মিশিয়ে দিতে হবে, সেই সময়কালে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকার কথা, রস থাকলে অতি সহজেই ১০-১৫ দিনের মধ্যে তা পচে তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এক বিঘা জমিতে এই চাষের ফলে ৮-১৩ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ যা কিনা প্রায় ১৮-২৮ কেজি ইউরিয়া সারের সমান। এইসব কারণে আগামী দিনে জমিকে বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বাঁচাতে এই চাষের দিকে ঝুঁকে তা রোধ করা জরুরি। ২ বা ৩ ফসলি জমিতে বছরে অন্তত একবার এই চাষ করে জমিকে সুস্থ ও সবল রাখতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি

পাটজাত পণ্যে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় পাট চাষ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অভাবে এই সম্ভাবনাময় খাতটি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। বর্তমানে আইসিএআর-নিনফেট ও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র দক্ষিণ দিনাজপুর-এর যৌথ উদ্যোগে 'বিকাশীয় কৃষি সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির মাধ্যমে আবারও পাট চাষে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটছে। সম্প্রতি চলমান এই কর্মসূচিতে কৃষকদের আধুনিক পাট রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যার ফলে তারা অধিক মানসম্পন্ন ফাইবার উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রচলিত রেটিং পদ্ধতিতে যেখানে ২২-২৫ দিন সময় লাগে, সেখানে 'নিনফেট-সাথি' বা 'ক্রিজাফ সোনা' নামক রেটিং অ্যাকসিলারেটর ব্যবহারে মাত্র ১২-১৫ দিনেই রেটিং সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচে এবং ফাইবারের মানও উন্নত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে প্রতি বিঘা জমিতে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব, যা কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তদুপরি, রেটিং প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ভুল পদ্ধতি যেমন-কাদা বা কলাপাড়ের স্তূপি ব্যবহার এড়িয়ে, কর্কশিট ব্লক বা জলভর্তি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে ফাইবারে দাগ পড়ে না এবং মানহিনতার ঝুঁকি কমে যায়।

এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি, পাটজাত হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালাও পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে মহিলারা পাট দিয়ে ব্যাগ, ম্যাট, কার্পেট, গয়না ইত্যাদি তৈরি শেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি নারী ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় অনন্য অবদান রাখছে। মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, 'আমরা প্রথমে সচেতনতা শিবির শুরু করেছি। এরপর ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ শিবির করব। আমাদের মূল লক্ষ্য পাটের রেটিং অর্থাৎ পাট পচানোর আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে কৃষকদের জানানো। এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমানোর কৌশল এই বিষয়েও সচেতনতা শুরু করা হয়েছে। পাটজাত পণ্যের নতুন নতুন ব্যবহার এইসবও শেখানো হবে কৃষক এবং মহিলাদের।' সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সুজিত দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, হরিচরণ সরকাররা জানিয়েছেন, আমরা এই শিবির থেকে অনেক কিছু জানলাম। এরপর প্রশিক্ষণ শিবির হলে তা অবশ্যই শিখব। সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিক রেটিং প্রযুক্তি ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে পাট চাষ শুধু কৃষকের আয়ের পথ সুগম করছে না, বরং এটি একটি টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলছে। এই পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতে পাট খাত হতে পারে কৃষি উন্নয়নের অন্যতম মডেল।

ফসলের খেতে

বন্ধুপোকা কমায় উদ্বেগ

মানব সভ্যতা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, পাশাপাশি স্বাভাবিক কারণেই খাদ্যের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে আর এই চাহিদা মেটাতে নিত্যনতুন কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার বেড়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল যে মাটির উৎপাদিকা শক্তিতে টান পড়ল এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ বেড়ে গেল। কৃষকেরা তাদের ফসল রক্ষার জন্য যথেচ্ছভাবে কীটনাশক ব্যবহার শুরু করল-এর ফলে ফসলের মধ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি লক্ষ করা গেল, তার প্রভাব আমাদের শরীরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করল, পাশাপাশি পরিবেশেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমাদের পরিবেশে উপকারী কীটপতঙ্গ-মৌমাছি, ব্যাং, কেঁচো, মাছ, পাখি, সাপ ইত্যাদি কীটনাশকের প্রভাবে বিপন্ন হতে শুরু করল। এইভাবে চলতে থাকলে অচিরেই অনিবার্যভাবে আমাদেরও অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে কৃষিবিজ্ঞানীরা নতুন চিন্তাভাবনা করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ শুরু করলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করলেন যে ফসল আবাদ করলে রোগপোকা লাগবেই আর রোগপোকা লাগলেই যে ফসল সব নষ্ট হয়ে যাবে তা ঠিক নয়, আবার ফসল রক্ষা করাটাও জরুরি। তারা আরও কিছু বিষয়ে দেখলেন যে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবেই ঠিক করা আছে। ফসলের খেতের মধ্যে বহু

প্রকার পোকা আছে আমরা সব পোকাকে দেখতে পাই না, সাধারণত যে পোকাগুলি আমাদের ক্ষতি করে আমরা তাদেরকেই চিহ্নিত করে রাখি বা চিনি, আর অন্য পোকাগুলি ক্ষতি করে না বলে তাদের আমরা চিহ্নিত করতে পারি না বা চিনি না।

প্রকৃতিতে বেশকিছু কীটপতঙ্গ বা প্রাণী আছে যারা প্রতিনিয়ত ফসলের ক্ষতিকারক শত্রু পোকাদের আক্রমণ করে তাদের সরাসরি মেরে ফেলে বা তাদের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা প্রায় সকলেই মাংসাশী পোকা। এই ধরনের পোকাগুলিকে আমরা বন্ধু পোকা বলি। বন্ধুপোকাগুলি হল পরভোজী ও বিভিন্ন মিত্র জীবাণু। এরা প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে আমাদের ফসলকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। অথচ আমরা আশঙ্কার ভিত্তিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ করে এই বন্ধুপোকাকে অজান্তেই ধ্বংস করে ফেলছি। ফলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে গিয়ে শত্রুপোকার আক্রমণ বাড়ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই এই বন্ধু পোকার সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষিবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন যে ফসলের খেতে শত্রু পোকা ও বন্ধুপোকার অনুপাত যথাক্রমে ১৫ : ৩৫।

আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষতিকারক সীমা হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তা নির্ধারণের জন্য জমি পরিদর্শন এবং পোকা ও রোগের পর্যবেক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। তাই সেগুলি সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-ক) পরিচর্যামূলক নিয়ন্ত্রণ খ) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ গ) জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ঘ) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ। এইগুলির মধ্যে পরিবেশ রক্ষা করে বাঁচবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল জৈবিক নিয়ন্ত্রণ, বন্ধুপোকার ক্ষতি না ফসল রক্ষার জন্য ফসলের খেতে জৈব কীটনাশক যেমন অ্যাজাডাইরেকটিন, ট্রাইকোডারমা, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা। এগুলি ব্যবহারের ফলে অনিষ্টকারী পোকা ও বন্ধুপোকার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকবে এছাড়াও ইনসেক্ট গ্রোথ রেগুলেটর, ফেরমেন ফাঁদ, আঠা ফাঁদ ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে ফসল রক্ষার পাশাপাশি বন্ধুপোকার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামীদিনে অস্তিত্বের সংকটময় সময় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

একবীজপত্রী আগাছা

কাশ

বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। অনুর্বর শুষ্ক বেলে মাটিতে এদের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। পতিত জমিতেও দেখা যায়। ১-৪ মিটার খাড়াই লম্বা হতে পারে এবং শিকড় মাটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকে। মাটির ২-৩ মিটার নীচে শিকড় চলে যেতে পারে। গাছের দুবছর বয়সে ফুল আসে। শরৎকালে পুজোর আগে সাদা কাশ ফুলের সমারোহ সবাইকে খুশি করে। বীজ ও রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ

◆ মে-জুন মাসের গরমে ট্র্যাক্টর চালিত লাঙ্গল দেওয়া ও গাছ তুলে ফেলা।

◆ শুকানোর পর শিকড় ও রাইজোম জড়ো করে পুড়িয়ে দেওয়া।

◆ অনাবাদি জমিতে ঘন করে জোয়ার ও বাজরা লাগালে কাজের হয়।

◆ সবসময় মাটি আচ্ছাদনকারী ফসল রাখলে নিয়ন্ত্রিত হয়।

◆ গাছের সক্রিয় বৃদ্ধি দশায় একাধিকবার গ্লাইফসেট স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

জংলা জই

একবর্ষজীবী একবীজপত্রী ঘাস। চারা অবস্থায় গম বা জই গাছের মতো দেখায়। জংলা জই পাতা যেখানে কাণ্ডের গাছে মেশে সেখানে পাতার গায়ে লিগিউল নামক অংশ থাকে। গমের চেয়ে জংলা জইয়ের লিগিউল বড়। এছাড়া জংলা জইয়ের শীষের নীচের অংশে কালো শুঁয়া এবং দানা বাদামি/কালো রংয়ের হয়।

এই আগাছাটি গম, যব, জইখেত ছাড়া শীতকালের অন্য ফসলেও সমস্যা সৃষ্টি করে। গম, যব পাকার আগে জংলা জইয়ের দানা পেকে মার্চের শেষে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং সামনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফুটে নতুন চারা বার হয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রণ

◆ আগাছা মুক্ত গম, যব বীজ ব্যবহার।

◆ গম, যব বোনার আগে সেচ দিয়ে জংলা জই চারা বার হয়। তখন চাষ দিয়ে জমি তৈরি করলে আগাছা নষ্ট হবে।

◆ গম, যব চাষ না করে অন্য ফসল চাষ করলে সহজে আগাছা চিনে তুলে ফেলা যাবে।

◆ গম, যবখেতে জংলা জইয়ের শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেললে কাজের হবে।

◆ আগাছা জন্মানোর পূর্বে ট্রাইঅ্যালেট অথবা আগাছা জন্মানোর পরে মেটোক্সজুরন/ট্রলকক্সিডিম/ডাইক্লোফপ-বিউটাইল/ক্লোডিনাফপ প্রোপারজিল প্রয়োগ করা হয়।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

ওই রাঙা পায়ে করি আত্মসমর্পণ...

১. বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীর ঢল। ২. পাকুড়তলা যুবক বৃন্দের প্রতিমা। ৩. বাগরাকোটে কিরণ সংঘের আকর্ষণ বুড়ি কালী। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

বৃথা চেষ্টা, দুর্গন্ধ ছড়াল জঞ্জাল

উদ্দেশ্য ছিল, উৎসবের দিনে ঝাঁ চকচকে রাখা হবে শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট। সেজন্য শিফট বাড়ানো হয় সাফাইকর্মীদের। তবুও বিশেষ লাভ হল না। রাস্তার পাশে পড়ে রইল কলা গাছ, দেবদারুর পাতা। ভ্যাট উপচে পড়ল জঞ্জাল। রুমাল দিয়ে নাক চাপলেন পথচলতি মানুষ। শহর ঘুরে দেখলেন **রাহুল মজুমদার।**

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : উৎসবে ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা রেওয়াজ। কেটে সাফ করা হয় আশপাশের জঙ্গল। রাস্তায় মানুষের ভিড় বাড়বে, অতিথিরা আসবেন- ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা তাঁদের নজরে আসা খুব একটা স্বস্তিদায়ক ব্যাপার তো নয় বটেই। ঠিক তেমন এই শহর। বছরের বাকি সময় জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে কমবেশি অভিযোগ থাকে। প্রশাসন কিছু সমস্যা মেটায়। কিছুটা নিয়ে উদাসীন ভাব দেখায়। কিন্তু উৎসবের মরশুমে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া স্বাভাবিক। নিয়েও ছিল পুরনিগম।

আবর্জনা তুলতে সাফাইকর্মীদের শিফট বাড়ানো হয়েছিল। বাড়তি গাড়ি, আর্থমুভারের বন্দোবস্ত করেছিল। তারপরেও দীপাবলিতে শহরকে একেবারে জঞ্জালমুক্ত রাখা গেল না। ছড়ানো-ছেটানো ময়লায় বিচরণ করল গবাদি পশুর দল। দুর্গন্ধে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল হলেন মানুষ। বিবেকানন্দ রোড, বর্ধমান রোড, মহাবীরস্থান সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ছিল একই পরিস্থিতি। সারাদিন পর মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ বিবেকানন্দ রোডের একপাশ থেকে পুরনিগমের গাড়িতে আবর্জনা তুলতে দেখা গিয়েছে।

এব্যাপারে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র যুক্তি, 'আমরা শিফট বাড়িয়ে কাজ করছি। কিন্তু তার পরেও সমস্যা হচ্ছে। কেউ আবর্জনা পরিষ্কার হওয়ার পর ফের বাড়ি থেকে আরও আবর্জনা এনে ফেলছেন। একাধিক বড় বড় আবাসন থেকে বাজির বাক্স এনে ফেলা হচ্ছে রাস্তায়। বুধবার আরও বেশি হবে।'

পুরনিগম এলাকায় সকাল ও বিকেল, দুটো শিফটে জঞ্জাল সাফাই হয়। প্রতিবছর উৎসবের দিনগুলোতে আরও কয়েকটি শিফট বাড়ানো হয়। বৃদ্ধি করা হয় সাফাইকর্মীর সংখ্যা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি পড়ে রইল সেই তিমিরে। এদিন বিকেলে বিবেকানন্দ রোডের দু'দিকেই আবর্জনার স্তূপ চোখে পড়েছে। বর্ধমান রোডের দু'পাশে জঞ্জাল পড়ে ছিল। শক্তিগড় তিন নম্বর রাস্তা, স্টেশন ফিডার রোড, মিলনপল্লি, হায়দরপাড়ার একাধিক এলাকায় ছবি একই ছিল। দৃশ্য ও পরিবেশ, দুই-ই দূষণ হয়েছে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিবেকানন্দপল্লিতে।

অভিযোগ, এর মধ্যে কয়েকটি জায়গায় গত বেশ কয়েকদিন ধরে আবর্জনা সাফাই করা হচ্ছে না। ফলে সেই থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আশপাশের বাড়িতে মানুষ দরজা-জানলা বন্ধ করে দিন কাটাচ্ছেন। খেতে বসে গা গুলিয়ে আসছে। আরও অভিযোগ, স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটিকে একাধিকবার জানানো হলেও লাভ হয়নি।

নাগরিক সমস্যা

১. বর্ধমান রোডে জমা জঞ্জালে গবাদিপশুর বিচরণ। ২. পূর্ব বিবেকানন্দপল্লিতে আবর্জনার স্তূপ। ৩. বিবেকানন্দ রোডের ধারে জঞ্জাল। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার রাহুল মজুমদারের তোলা ছবি।

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা শরদিন্দু সোমের বাড়ির সামনে আবর্জনা পড়ে ছিল এদিনও। তাঁর দাবি, 'দীর্ঘদিন ধরে এসব জমে রয়েছে। বারবার বলেছি, সুরাহা অবশ্য মেলেনি।' বিবেকানন্দ রোডের বাসিন্দা শুভম আগরওয়াল বলছিলেন, 'রোজ সকাল থেকে এখানে বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা এনে ফেলা হয়। এরপর সেগুলি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। কোনওদিন একবার সেগুলো তুলে নিয়ে যায়, কোনওদিন দু'বার। আজ তো সকাল থেকেই পড়ে রয়েছে।'

পরে পুরনিগমের গাড়ি সেখান থেকে জঞ্জাল তুলে নিয়ে গেলেও ফের ফেলা হয়। এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ, নাগরিকদের অসচেতনতা। যত্রতত্র গৃহস্থ জঞ্জাল সহ নানা জিনিস ফেলা তাঁদের বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের হাজারো উদ্যোগেও তাই উৎসবে শহরে দৃশ্য দূষণ ঠেকানো সম্ভব নয়।

বাইকের দৌরাত্ম্যে বিপদ, বাজি নিয়ে

স্টান্টবাজি

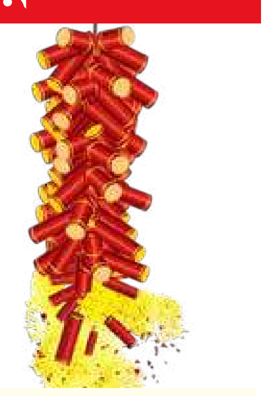

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : আলো ঝলমলে শহরে দেবী দর্শনে বেরিয়েছেন বহু মানুষ। কারও সঙ্গে বাচ্চা, কারও সঙ্গে বাড়ির প্রবীণ সদস্য। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা পায়ের সামনে এসে পড়ল একটি শব্দবাজি। সলতে জ্বলছে। সরে দাঁড়ানোর সময়টুকু পেলেন না। বাজি ফেটে বারুদ ছিটকে এসে লাগল শরীরে। কালো হয়ে যাওয়া অংশটি জ্বলতে শুরু করেছে।

ততক্ষণে বাইকটি গতি আরও বাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূরে। এক সওয়ারির হাতে ধরা ধূপকাঠি। তার পেছনে বসা আরেক তরুণ একের পর এক শব্দবাজির সলতেতে আগুন ধরিয়ে ছুড়ছে। সেটা কোথায় পড়ল, আশপাশে কেউ আছে কি না- এসব দেখার বালাই নেই। নিজের আনন্দ-উল্লাসে অপরের ক্ষতি কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার ধারণাটুকু তৈরি হয়নি এদের।

প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে এমন খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে বহু মানুষের। তেমন একজন সৌমিলী সরকার। সোমবার রাতে ভুটিয়া মার্কেট পার করে বাঁদিকে ঢুকে যাওয়া গলিতে হঠাৎ জটলা নজরে এল। কারণ জানতে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, এক মধ্যবয়স্ক দম্পতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষ। একটি পটকা ফেটে ফোসকা পড়েছে সৌমিলীর হাতে। অভিযোগ, চলন্ত বাইক থেকে কেউ ছুড়ে মেরেছিল পটকাটি। বাজি নিয়ে স্টান্টবাজির খেসারত দিতে হল সেই মহিলাকে।

বাইক, স্কুটার নিয়ে বেপরোয়াভাবে চলার প্রবণতা সারা বছরের। কালীপুজোয় তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাজি ফাটানোর কেরামতি। যে যত বেশি স্টান্ট দেখিয়ে বাজি ছুড়তে পারবে, তার কলার তত বেশি উঁচু হবে। কিন্তু তাঁদের এই দেখনদারি যে আদতে চূড়ান্ত অসচেতনতার নির্দশন, তা বোঝাবে কে? অভিযুক্তদের অধিকাংশই নাবালক।

হায়দরপাড়ার এক গলিতে কয়েকজন তরুণ একই কীর্তিকলাপ করছিলেন। এক-দুজন তাঁদের দাঁড় করিয়ে থামানোর চেষ্টা করলেও তা বিফলে যায়। শিবরামপল্লির বাসিন্দা অনুরাগ সাহা বললেন, 'আমার বাইকের সামনে একটি বাইক থেকে দুজন পটকা ছুড়ে মারছিল। আমার দিকেও ছিটকে এসেছিল, বরাতজোরে বেঁচেছি। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

সুব্রত সংঘ পেরিয়ে খানিকটা যেতেই বাইক নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে গেলেন অরিন্দম পাল। সামনে থেকে উড়ে আসা বাজি থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই এমন পরিস্থিতি। উঠে দাঁড়িয়ে অরিন্দম ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, 'দীপাবলিতে সবাই আনন্দ করবে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু এধরনের কাজকর্মে তো মানুষের অসুবিধে হয়। বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মজার নামে অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে।'

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন শহরবাসী অরিন্দম, সুস্মিতা সাহারা। শুধু শব্দবাজি নয়, রংমশাল জ্বালিয়ে ঘোরানো, রকেটে আগুন ধরিয়ে ওড়ানো ইত্যাদি সবই চলছে চলন্ত বাইক, স্কুটার থেকে। এই স্টান্টবাজি ক্যামেরাবন্দি করে রিল বানাচ্ছেন অভিযুক্ত ছেলেমেয়েরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিংয়ের আশ্বাস, 'আমরা প্রতিটি পেট্রলিং ভ্যানকে সতর্ক করছি। কেউ ধরা পড়লে অবশ্যই আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উদ্বেগের সুর সমাজকর্মী অরিন্দম সান্যালের গলায়, 'অবোলা প্রাণীদের ওপর তো আরও বেশি অত্যাচার চালানো হয়। ওরা এইসময় এমনিই ভয়ে গুটিয়ে থাকে।' তাঁর মতে, বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছে অভিযুক্তরা। দুর্ঘটনায় বড় ক্ষতি হতে পারে তাদেরও।

> বেপরোয়াভাবে বাইক, স্কুটার চালানোর প্রবণতা সারা বছরের
>
> কালীপুজোয় তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাজি নিয়ে কেরামতি
>
> সলতেতে আগুন ধরিয়ে ছোড়া হচ্ছে শব্দবাজি
>
> সেটা কোথায় পড়ল, আশপাশে কেউ আছে কি না- দেখার বালাই নেই
>
> রংমশাল জ্বালিয়ে ঘোরানো, রকেটে আগুন ধরিয়ে ওড়ানো ইত্যাদি সবই চলছে চলন্ত বাইক, স্কুটার থেকে
>
> স্টান্টবাজি ক্যামেরাবন্দি করে সমাজমাধ্যমে রিল, ছবি পোস্ট করে খ্যাতি কুড়োনোর চেষ্টা চলছে

গয়না চুরি নিয়ে অশান্তি

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : পুজোর পরই কালী প্রতিমার নকল গয়না নিয়েই চম্পট দিল চোর। এদিকে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে শনাক্ত করে জিনিস উদ্ধার করতেই মার খেতে হল উল্লাস সংঘ ক্লাবের পুজোর আয়োজক মহিলাদের। শান্তিনগরের ঘটনা। আশিঘর ফাঁড়িতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ক্লাব জানাচ্ছে, রাতে সকলে পুজো শেষে বাড়িতে ফিরতেই মঙ্গলবার ভোররাতে শান্তিনগর আমতলা এলাকার বাসিন্দা এক কিশোর মণ্ডপে এসে প্রতিমার ইমিটেশনের যাবতীয় গয়না খুলে নিয়ে যায়। কিশোরের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে একটি বাক্স থেকে গয়নাগুলি বের করে দেয়। কেন সে চুরি করল? এই প্রশ্ন করে মহিলাদের মধ্যে একজন কিশোরকে চড় মারে। আর তাতেই তার মা, দাদা এবং বাড়ির অন্যরা বেরিয়ে এসে ক্লাব থেকে আসা মহিলাদের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। ঘটনায় কিশোরের বাড়ির এক সদস্যকে পুলিশ আটক করেছে।

ইসকনে গোবর্ধনপুজো

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বুধবার শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গোবর্ধনপুজো। ৫৬ রকমের ব্যঞ্জন দিয়ে বানানো হবে এই গোবর্ধন পর্বত। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে পুজো শুরুর পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে, জানান ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবেশ দূষণ

জরিমানার ভাবনা পুরনিগমের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পেছনের রাস্তার পাশ দিয়ে যেতেই আপনার নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ চলে আসবে। সরকারি আধিকারিকদের বাংলোর সীমানা প্রাচীর বরাবর দিনরাতে যত্রতত্র প্রস্রাব করায় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পাশাপাশি দৃশ্য দূষণ ঘটছে।

তবে নালার ওপর কিছুটা অংশে সীমানা প্রাচীর তৈরির জন্য টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় প্রস্রাব করার প্রবণতা অনেকটা কমেছে। কিন্তু হাসমি চক থেকে বিধান রোডে প্রবেশের মুখে রাস্তার দুই পাশে প্রস্রাব করার প্রবণতার জেরে পথচলতি জনসাধারণকে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে। কবে এভাবে প্রস্রাব করা বন্ধ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বিধান রোডের ব্যবসায়ী রণজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, যাঁরা বাইরে থেকে এই শহরে আসেন, তাঁদের অধিকাংশ জানেন না, কোথায় কোথায় শৌচালয় রয়েছে। সেই কারণে রাস্তার পাশেই প্রস্রাব করে চলে যান। এর ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। রণজয়ের কথায়, 'অনেক সময় এভাবে রাস্তার পাশে প্রস্রাব করার সময় মহিলাদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। কোথায় কোথায় সুলভ শৌচালয় রয়েছে সেই বিষয়টি রাস্তায় বিশেষ জায়গায় বোর্ডে উল্লেখ করার ব্যবস্থা হলে বাইরের থেকে আসা মানুষদের সুবিধা হবে।'

বিধান রোডে প্রবেশের মুখে রাস্তার দুইপাশে যত্রতত্র প্রস্রাব করায় যে জঘন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। প্রয়োজনে জরিমানা করার কথা পুরনিগম ভাবছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, 'যেই ভবনটি নির্মাণ নিয়ে মামলা চলছে এবং সিটি বুকিংয়ের সামনের অংশে প্রস্রাব করেন অনেকে। কী করে এটা বন্ধ করা যায়, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরের বাইরে থেকে আসা অধিকাংশ মানুষ এমনটা করে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে আমরা জরিমানার পথে হাঁটব।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ), শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সুলভ শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে শহরে এমন শৌচালয়ের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ শৌচালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠেছে। কেননা উৎসবের মরশুমে শৌচালয়ের সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়ায়। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জনা পালের বক্তব্য, 'শুধু বিধান রোড বা হাসপাতালের পেছনের অংশই নয়, শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় প্রস্রাব করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শিলিগুড়িতেও কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। জরিমানা করা হলে অনেকে সুলভ শৌচালয়ে যেতে বাধ্য হবেন।' একই বক্তব্য সমরেশ বৈদ্যেরও।

> কোথায় কোথায় সুলভ শৌচালয় রয়েছে সেই বিষয়টি রাস্তায় বিশেষ জায়গায় বোর্ডে উল্লেখ করার ব্যবস্থা হলে বাইরের থেকে আসা মানুষদের সুবিধা হবে।
>
> **রণজয় চক্রবর্তী,** *ব্যবসায়ী*

নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়নের শোচনীয় দশা

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মহানন্দা চর বরাবর সৌন্দর্যায়নের জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে গণেশ ঘোষ কলোনির ওই এলাকায় নদীতে নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সিঁড়ির দু'পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছিল। যদিও বর্তমানে ওই গোটা জায়গা আগাছায় ভরে রয়েছে।

এমনকি সৌন্দর্যায়নের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বাতি বসানো হলেও সেগুলি সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পুর প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছিলেন, 'সৌন্দর্যায়নের জায়গাটা বেহাল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দ দাস ক্ষোভের সুরে বললেন, 'রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কোনও উদ্যোগই নজরে পড়ে না। এখন দেখা যাচ্ছে, ওই জায়গাগুলোতে মানুষ আবর্জনা ফেলছে। আগাছায় ভরে যাচ্ছে।'

তারে জমিন পর... পসরা নিয়ে পরিবারের পাশে

একটা বাচ্চা মেয়ে। পুজোতে নতুন জামা জোটেনি। হাতে একগাদা বেলুন। কোনওটা লাল, কোনওটা হলুদ, কয়েকটা বেলুনে আবার আলো জ্বলছে। এতগুলো বেলুন ওর হাতে। কিন্তু একটাও নিজের নয়। এই বেলুনগুলো বিক্রি করে যে ক'টা টাকা আয় হবে সেটা এই খুদে তুলে দেবে মায়ের হাতে।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : দীপাবলির রাত। গোটা শিলিগুড়ি শহর রংবেরংয়ের আলোয় মোড়া। উল্কা ক্লাবের পুজোমণ্ডপের সামনের মাঠ ভিড়ে ঠাসা। কেউ পুজো দেখে বেরোচ্ছেন, কেউ বা ঘুরছেন ক্লাবের মাঠে বসা মেলায়।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল 'কৌনসা লেঙ্গে দিদি'। একটা বাচ্চা মেয়ে। পুজোতে নতুন জামা জোটেনি। হাতে একগাদা বেলুন। কোনওটা লাল, কোনওটা হলুদ, কয়েকটা বেলুনে আবার আলো জ্বলছে। এতগুলো বেলুন ওর হাতে। কিন্তু একটাও নিজের নয়। এই বেলুনগুলো বিক্রি করে যে ক'টা টাকা আয় হবে সেটা এই খুদে তুলে দেবে মায়ের হাতে। নাম জিজ্ঞেস করায় ও বলল, 'প্রিয়া সন্ন্যাসী, বাড়ি এনজেপি বানজারা বস্তিতে।' পুজোর দিন এভাবে বেলুন বিক্রি করতে খারাপ লাগে না, প্রশ্ন করায় একটু ম্লান হল প্রিয়ার হাসি।

একটু থেমে ও বলে, 'বাবার শরীর ভালো না। তাই গত চার বছর ধরে বিভিন্ন পুজোতে বেলুন বিক্রি করে বাবাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। মা আর ভাই অন্য পুজোতে বেলুন বিক্রি করছে।' এইটুকু বলে আর দাঁড়ায় না প্রিয়া। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। ওর তো দাঁড়ালে চলবে না। এত বেলুন বিক্রি করতে হবে যে! প্রিয়া আলোর ভিড়ে মিশে যায়।

বানজারা বস্তির প্রিয়া, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী পূজা কুমারী বা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রাজু প্রসাদ। এদের নাম আলাদা। যন্ত্রণা এক। পুজোতে এদের কোনও প্ল্যান নেই। নতুন জামা নেই। একগাদা দায়িত্ব আছে। কারও বাবা অসুস্থ, কারও বা অন্য কোনও সমস্যা। কিন্তু অভাব এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই পুজোর দিনে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে এরা কেউ বিক্রি করছে বেলুন, কেউ খেলনা, কেউ বা আবার চা। বিবেকানন্দ ক্লাব, আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব, উল্কা , এলিটের মতো শহরের বড় বড় পুজোতে গেলে দেখা মিলবে এইসব খুদে বিক্রেতাদের। মুখে হাসি নিয়ে তারা পসরা সাজিয়েছে। তাদের মুখের হাসি শহরের দামি আলোগুলোর চেয়ে কম উজ্জ্বল নয়।

আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে চা বিক্রি করছিল রাজু। সে বলে, 'মাকে সাহায্য করার জন্য চা বিক্রি করছি। মা একা কীভাবে সবদিক সামলাবে?' পুজোমণ্ডপে এরকম খুদে বিক্রেতাদের দেখে জিনিস কেনার পাশাপাশি কেউ কেউ আবার বাড়তি টাকাও তুলে দিচ্ছেন।

অভাব আছে, কষ্ট এবং অনেক অভিযোগ আছে এই খুদেদের। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া নেই। ভেঙে পড়া নেই। আর ওদের থেকে আমাদের শেখার আছে কীভাবে জীবনে বাঁচতে হয়।

আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে খেলার সামগ্রী নিয়ে মায়ের সঙ্গে এক কিশোরী।

দিনদুপুরে রাস্তায় কাজিয়ায় নালিশ থানায়

মালে স্বপন-অজয়ের হাতাহাতি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : ভিডিও কাণ্ডের জল গড়াল হামলায়। তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার ওপর হামলার অভিযোগ উঠল কাউন্সিলার অজয় লোহার এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বপন। অপরদিকে অজয়ের মাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ দায়ের হয়েছে স্বপনের বিরুদ্ধে। কালীপুজোর মধ্যে দুই কাউন্সিলারের মধ্যে এমন ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে মালবাজার শহরে। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের উলটো দিকে নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বপন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গাড়ির চালক, কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ ও স্বপনের ঘনিষ্ঠ কৌশিক দাস ওরফে টুবাই। লিখিত অভিযোগে স্বপন জানিয়েছেন, তখনই তাঁর ওপর হামলা করেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অজয় লোহার ও তাঁর পরিবার। হামলার সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন হামলাকারীরা। অজয় ছাড়াও টাউন তৃণমূল যুবর সভাপতি আনন্দ লোহার, অজয়ের মা বীণা লোহার, বাবা গঙ্গা লোহার সহ মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন স্বপন। মারধরের পাশাপাশি সোনার চেন ও নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করার অভিযোগ রয়েছে লোহার পরিবারের বিরুদ্ধে। স্বপনের অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই হামলা করেছে অজয় লোহার ও তাঁর দলবল। আমি চাই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করুক।'

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অজয়ের একটি বিতর্কিত ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়। ওই সময় স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন অজয়। অভিযোগ, স্বপনই অজয়ের ভিডিও তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার জেরেই দুজনের মধ্যে নতুন করে বিরোধ শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে মাল থানার পুলিশ। স্বপন, তাঁর সঙ্গে থাকা কৌশিক দাস ও অজয় ও তাঁর ভাই আনন্দকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। রাতে থানায় আসেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এবং পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। স্বপন এবং অজয়ের মধ্যে বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতা করেন তাঁরা। পরে উৎপল বলেন, 'দুজনের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কথা বলে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

> **সিসিটিভি ফুটেজ**
> - মঙ্গলবার দুপুরে স্বপন সাহার সঙ্গে কথা বলতে যান অজয় লোহারের মা ও স্ত্রী
> - কথা কাটাকাটির মধ্যে হঠাৎই অজয়ের মাকে মারতে দেখা যায় স্বপনকে
> - সেই সময়ই হাজির হন অজয় ও তাঁর ভাই আনন্দ
> - সবাই মিলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন

এদিকে, দুপুরে হাতাহাতির পর স্বপনের শতাধিক সমর্থক মাল থানার ভেতরে ঢুকে অজয় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তুমুল বিক্ষোভে থানা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সামনেই অজয় গ্রেপ্তার না হলে তাঁর বাড়িতে হামলা ও জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি দেন স্বপনের অনুগামীরা। ঘটনা প্রসঙ্গে অজয় বলেছেন, 'আমার মা ও স্ত্রী স্বপন সাহার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। তখন সেখানে আমার মা ও স্ত্রীকে অসম্মানজনক কথা বলেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সেটার প্রতিবাদ করায় স্বপনের লোকজনই চড়াও হয়েছে। এতে আমার মা গুরুতর আহত হন। তিনি মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

তবে ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল করেছে স্থানীয় একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ (ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, অজয়ের মা ও স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে স্বপনের গাড়ির সামনে এসে কিছু বললেন। স্বপন গাড়ির বাইরে এলে বাদানুবাদ শুরু হয় দু'পক্ষের। হঠাৎই অজয়ের মা চড়াও হন স্বপনের ওপর। তারপর শুরু তুমুল হাতাহাতি। সেখানে আনন্দ ও অজয়কেও দেখা গিয়েছে।

মাল পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। তাঁদের সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।' শহরের আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'তৃণমূল মানেই যে দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতি সেটার উদাহরণ দেখল আমাদের শহর।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'শহরে শাসকের আইন চলছে, এমন পরিস্থিতি আগে দেখিনি।'

দীপাবলিতে পুড়ল দোকান

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার দীপাবলির রাতে চিকলিগুড়ি বাজারে জুতার দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন সম্পূর্ণ দোকানে ছড়িয়ে যায় ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয়রা জানান, দীপাবলির জন্য চারদিক আলোকসজ্জা ও বাজির শব্দে জমজমাট ছিল। রাত প্রায় আটটা নাগাদ হঠাৎই দেখা যায় গৌতম দাসের দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন দেখা যায়। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে দোকানের অনেকাংশ পুড়ে গিয়েছিল।

চিকলিগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ মোদক বলেন, 'দীপাবলির রাতে কীভাবে এই ধরনের অঘটন ঘটে গেল জানি না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জ্যোতি দাস অধিকারী ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মঙ্গলবার পরিবারটির সঙ্গে দেখা করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক।

উৎসবের পরে।। দীপাবলি শেষে অপরিচ্ছন্ন রাস্তা পরিষ্কার করছেন এক মহিলা। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে। -পিটিআই

কালী আরাধনার শেষে পিরের মূর্তির পুজো

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ অক্টোবর : একাধারে শতবর্ষ প্রাচীন মন্দির। সেখানে নিষ্ঠাভরে চলছে কালীপুজো। অপরদিকে, মন্দিরের ঠিক পাশেই আবার পিরের ঘর। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম উত্তর পাটকাপাড়ায় সোমবার কালী মন্দিরের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। সন্ধ্যা থেকেই পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনই রাত থেকে সকাল পর্যন্ত পিরের পুজো দিতেও ভিড় নজরে এসেছে। চরম সাম্প্রদায়িকতার সময় দাঁড়িয়ে সম্প্রীতির এই দৃশ্য অবশ্য নতুন নয়। প্রতি বছরের মতো এবারও সোমবার রাত থেকে পাটকাপাড়ায় বড় কালীবাড়ি মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয়। পুজো শেষ হতে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। এদিকে, মন্দিরে পুজো দিয়েই পুণ্যার্থীদের অনেকে পাশের পিরের মন্দিরে যান। সেখানেও ফুল, জল দিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করা হয়।

গ্রামবাসীদের মতে, কালীপুজোয় তাঁদের যেমন আস্থা রয়েছে তেমনই রয়েছে পিরের ওপরেও। এনিয়ে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ জয়ন্তকুমার রায়ের কথায়, 'বহু বছর ধরে কালী মন্দিরের পাশে পিরের মন্দির রয়েছে। দুই জায়গাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর এই সময় ঘোড়ায় সওয়ার পিরের নতুন মূর্তি আনা হয়।' গ্রামবাসীদের কাছে জানা গেল, প্রায় ছয় দশক আগে নাকি ময়নাগুড়ি থেকে ওই গ্রামে কয়েকজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছিলেন। তাঁরাই পিরের পুজো শুরু করেন। সেই চল এখনও রয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে পুরোনো পিরের মন্দির ভেঙে নতুন করে তৈরি করে কালীপুজো কমিটি। তখন মন্দির তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন মতিউর রহমান নামে পাটকাপাড়ার এক ব্যবসায়ী।

উত্তর পাটকাপাড়ার বড় কালীবাড়িতে চলছে পুজো।

এদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্তিপুজোর প্রচলন না থাকলেও পাটকাপাড়ায় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান সকলেই। এদিন ওই এলাকার বাসিন্দা তথা দক্ষিণ পাটকাপাড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নঈম মিয়াঁ বললেন, 'আমরা মূর্তিপুজো করি না। ওইখানে পুজো আমরা আয়োজনও করি না। কালীপুজো কমিটির সদস্যরাই পুজোর আয়োজন করে। আমার দেখতে যাই। তবে এমন মেলবন্ধন সব জায়গায় দেখা যায় না। এটি সম্প্রীতির একটি বিশেষ নজির।' এদিকে, পাটকাপাড়ার কালী মন্দিরে পুজো দিতে আসা অনেকের কাছেই পিরের ইতিহাস অজানা। কেন কালী মন্দিরের পাশেই পিরের মন্দির রয়েছে তাও বেশিরভাগ মানুষই জানেন না।

তবে শ্রদ্ধার সঙ্গে এত বছর ধরে তাঁরা পুজো দিয়ে আসছেন। এনিয়ে ওই গ্রামের তরুণ রবীন্দ্র রায় বলেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কালীপুজোর দিন পিরের পুজোও হচ্ছে। এখনও তাই চলছে। আর কোথাও এভাবে পুজো হতে দেখিনি।'

ভাঙা বাঁধ মেরামত শুরু

চালসা, ২১ অক্টোবর : সেচ বিভাগের তরফে ভাঙা বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হল। প্রবল বর্ষায় জলের স্রোতে ইনডং নদীর বাতাবাড়ি খড়পাড়া ও দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকায় খোঁচার বাঁধ ভেঙে যায়। বর্তমানে ওই দুই এলাকায় মাটির বস্তা ও বাঁশ দিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসানের কথায়, 'বিভিন্ন এলাকায় নদীভাঙন হচ্ছে। বিষয়টি সেচ বিভাগকে জানানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই সেচ বিভাগ কাজ শুরু করেছে। বাকি কাজগুলি ধীরে ধীরে হবে।'

বাঁধ ভাঙায় দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার কৃষিজমিতে জল যাচ্ছিল না। সেইজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ভাঙা বাঁধ মেরামতের দাবিতে সোচ্চার হন। অবশেষে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা খুশি। দক্ষিণ ধূপঝোরার মজিদুল আলমের কথায়, 'খোঁচার বাঁধের জল ওই এলাকার অধিকাংশ চাষির একমাত্র ভরসা। বাঁধ মেরামতের ফলে এখন জমিতে জল যাবে।'

ডুবে মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : পুকুরে ডুবে দুই নাবালিকার মৃত্যু হল। মঙ্গলবার ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের পাঁচগাছি গ্রামের ঘটনা। নিখত জাহা (১৩) ও সুমাইয়া প্রবীণ নামে ওই দুই নাবালিকা এদিন পুকুরে স্নানের সময় ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। কিছুক্ষণ পরে দুজনেরই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

শব্দবাজিতে

প্রথম পাতার পর

কেন এত বিশাল পরিমাণ শব্দবাজি আগেই বাজেয়াপ্ত করা গেল না? এক্ষেত্রে পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, বাজি বাজারেও সবুজ আতশবাজির আড়ালে বেশিরভাগটাই শব্দবাজি বিক্রি হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের কোনও দপ্তরই প্রতিটি দোকানে সেভাবে নজরদারির ব্যবস্থাই রাখেনি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'অনিয়মটাই এখন শিলিগুড়ির নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু মনে করেন, পুলিশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যকরী পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার জেরেই শহরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে শব্দবাজির ব্যবহার হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'আইন আছে, কিন্তু পদক্ষেপ নেই। যার ফলে প্রতি বছর শিলিগুড়িতে দেদারে শব্দবাজি ফাটানো হয়। শহর এবং শহরতলিতে যত বাজি বিক্রি এবং ব্যবহার হয় তার ৯০ শতাংশই শব্দবাজি। এর ফলে অসুস্থ মানুষগুলি আরও অসুস্থ হচ্ছেন, শহরে দূষণের মাত্রা লাগামছাড়া হারে বাড়ছে। অথচ কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

বালুরঘাটে বুড়ামা কালীবাড়ি

প্রসাদ না পেয়ে বিক্ষোভ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : ভোগের প্রসাদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভক্তরা। মঙ্গলবার বালুরঘাটের বুড়ামা কালীবাড়িতে শতাধিক ভক্ত কুপন হাতে মায়ের অন্নভোগ নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও প্রসাদ না পেয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন মন্দির কমিটির সঙ্গে। অনেক ভক্ত ভোগ নেওয়ার কুপন ছিঁড়ে ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মন্দির চত্বরে। এমনকি ভোগের হাঁড়ি পর্যন্ত ভেঙে ফেলেন কয়েকজন উত্তেজিত ভক্ত। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নিজেরাই ভোগ বিতরণ করতে থাকে। অভিযোগ, মন্দির কমিটি ভোগ বুড়ামার কাছে নিবেদন না করেই খিচুড়ি রান্না করে তা বিলি করছিলেন। যদিও কয়েকজন অধৈর্য মানুষের জন্য সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি।

সোমবার গভীর রাতে বালুরঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়া কালী মায়ের পুজো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে প্রতি বছরই এই পুজো করে বালুরঘাট শ্রীশ্রী বুড়া কালী মাতা পুজো সমিতি। পুজোয় শোল ও বোয়াল মাছ বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এদিনও বোয়াল মাছ ভাজা ভোগে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে ছিল পাঁঠার মাংসের ভোগ। বুড়ামার ভোগের প্রতি বালুরঘাটবাসীর আবেগ অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রতিবছরই লাইন দিয়ে ভোগ নেন ভক্তরা। এবছরও ভোগ নেওয়ার জন্য একদিন আগেই মন্দির থেকে ১৫০ টাকা দিয়ে ভোগের কুপন নিয়েছিলেন ভক্তরা। কুপন বিলির বিজ্ঞপ্তি মন্দিরে ব্যানার করে টাঙিয়ে দিয়েছিল পুজো কমিটি। মঙ্গলবার সকালে সেই ভোগ বিতরণের কথা বলা ছিল।

এদিন সকাল থেকে সুষ্ঠুভাবে ভোগ বিলি চললেও পরের দিকে ভোগ শেষ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘ লাইনে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে ওঠেন ভক্তরা। কুপন কাটার পরেও ভোগ না পেয়ে আওয়াজ তোলেন তাঁরা। অভিযোগ, অন্নভোগের বদলে খিচুড়ি রান্না করে ভোগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাপে পড়ে মন্দিরের কমিটির লোকজন ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী মন্দিরে পৌঁছায়। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দীর্ঘক্ষণ মন্দিরেই মোতায়েন ছিলেন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা। কিন্তু এমন অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শহরবাসী।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভক্ত প্রশান্ত দাস বলেন, 'কুপন কেটে সকলে ভোগ নিতে এসেছে। তারপরে কীভাবে ভোগ কম পড়ে যায়? পরে খিচুড়ি রান্না করে হাঁড়িতে দেওয়া হচ্ছে। সেটা তো আর ভোগ নয়। অনেকেই সেই ভোগ না নিয়ে চলে গিয়েছেন। অনেকেই ভোগের কুপন ছিঁড়ে ফেলেছেন। ভোগ নেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। তখন হয়তো অনেক মহিলা বাড়ির রান্না ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ভোগ পাননি। এটা বোঝা উচিত।'

পুজো সমিতির সম্পাদক অমিত মহন্ত জানিয়েছেন, 'অনেক ভক্ত দেরিতে এসেছেন বা আমাদের ভোগ দিতে দেরি হয়েছে। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জনের সঙ্গে এমনটা হয়েছে খবর পেয়েছি। কিছু মানুষের ধৈর্য কম। তাঁদের জন্যই এমনটা হয়েছে। আসলে সারারাত পরিশ্রমের পর সকলেই ক্লান্ত হয়ে যায়। তার ফলে ভোগ বিতরণ কিছুটা ধীরগতিতে চলে। ভোগ বিতরণের সময় সাড়ে দশটা হলেও সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। দেরি হলেও পরে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ বাকি থাকলে আমাদের কাছে এলে আমরা ভোগ দিয়ে দেব।'

খিচুড়ি রান্না করে হাঁড়িতে প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়।

সিমলা-মানালি

প্রথম পাতার পর

সিমলা-মানালিতে ৫ রাত-৬ দিনের ট্যুর করেন। সেই মাসের শেষেই আবার দিল্লি-বেনারস ট্যুরে যান। তারাপীঠ, পুরী সম্প্রতি ঘুরতে গিয়েছিলেন পার্থ। এছাড়া উইকএন্ডে বন্ধু ও এজেন্টদের নিয়ে চলত পার্টি। সেখানে দেদার খরচ করতেন পার্থ। আইপিএল খেলা দেখতে যাওয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অ্যাকাউন্টে পোস্টও করেছেন তিনি।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, পার্থ দ্বাদশ শ্রেণি পাশ হলেও কম্পিউটার সম্পর্কিত বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সংক্রান্ত পোর্টালের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। সরকারি পোর্টালের অ্যাক্সেস নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিলেন পার্থ। অভিযোগ, রেজিস্ট্রার ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জের পাসওয়ার্ড ও মোবাইল নম্বর নিয়ে পোর্টালে ঢুকে নিজেই তথ্য ভেরিফাই করে ডিজিটাল সই করে জাল শংসাপত্র তৈরির কারবার ফেঁদে বসেছিলেন পার্থ। স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন মাসে তিনি ৮৪৪টি জাল জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র তৈরি করেছিলেন। যার বেশিরভাগই তৈরি করা হয়েছিল ব্যাকডেটে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ২০২২ সালের মে থেকেই খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত শংসাপত্র ধীরে ধীরে খতিয়ে দেখা হবে। পার্থর চালচলনের একটা ধারণা পাওয়ার পর তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও অন্যান্য সম্পত্তির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও রেজিস্ট্রার ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। তিনি এখনও হাসপাতালে ডিউটি করছেন।

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'অভিযুক্ত পার্থ গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

শৌচালয়ের পাশে শিশু উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

পরে সেই শিশুর হাসি দেখে মনীষা খুব খুশি। একইসঙ্গে হতাশও, 'এমন ফুটফুটে এক শিশুকে কেউ কীভাবে এমন জায়গায় ফেলে যেতে পারে!' ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে তাদের দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে বলে রামিতা গুরুংয়ের মতো অনেকেরই দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা হীরক রায়ের বক্তব্য, 'সমাজের বিভিন্ন স্তরে এখনও যে অমাবস্যার আঁধার রয়ে গিয়েছে, এ ধরনের ঘটনাগুলি সেটাই প্রমাণ করে।'

এদিকে, শিশুটির কী হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। স্থানীয়দের কেউ কেউ সুযোগ পেলে তাকে দত্তক নিতে চান বলে জানিয়েছেন। ছেলের কী নাম দেবেন বলে প্রশ্ন করা হলে তাঁদেরই একজন বললেন, 'জীবন'। এভাবে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পর এহেন নামকরণই হয়তো সেরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্যানসার মারবে হারপিস ভাইরাস

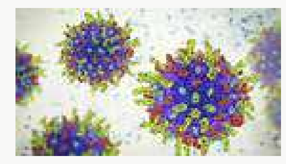

মেলানোমা, যা ত্বকের অন্যতম মারাত্মক ক্যানসার, তাকে নিশানা করতে বিজ্ঞানীরা এবার হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে ট্যালিমোজিন লাহেরপারভেচ (টি-ভেক)। এই ভাইরাসটি বেছে বেছে শুধুমাত্র টিউমারের কোষগুলিকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে। এর পাশাপাশি এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, এই টি-ভেক থেরাপি এমন রোগীদের টিউমারকেও সংকুচিত করেছে, যাঁদের ক্ষেত্রে প্রথাগত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিল। জীবনদায়ী চিকিৎসা হিসেবে এটি বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশে বৃহত্তর অনুমোদনের জন্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে ভাইরাস একসময় কেবল ঠোঁটে ঘা তৈরি করত, সেই ভাইরাসই হয়তো অদূরভবিষ্যতে জীবনদায়ী ক্যানসারের ওষুধ হয়ে উঠবে- বায়োমেডিকেল বিজ্ঞানে এটি এক অসাধারণ মোড়।

জীবনের সঙ্গী ভলভো

ইর্ভ গর্ডন, নিউ ইয়র্কের অবসরপ্রাপ্ত এক বিজ্ঞান শিক্ষক, তাঁর ১৯৬৬ সালের ভলভো পি ১৮০০ গাড়িটিকে নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। একাই একই গাড়িতে তিনি চালিয়েছেন ৩২ লক্ষ মাইলেরও বেশি- যা একক মালিকের ক্ষেত্রে এক বিশ্ব রেকর্ড! দশকের পর দশক ধরে তিনি বছরে প্রায় ১ লক্ষ মাইল গাড়ি চালিয়েছেন, ঘুরেছেন উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের নানা প্রান্তে। গাড়িটি যখন ৩০ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে, তখন রসিক ইর্ভ ভলভো কোম্পানিকে মজা করে বলেছিলেন, গাড়িটি মাইল প্রতি ১ ডলার দামে বিক্রি করে দেবেন-অর্থাৎ ৩০ লক্ষ ডলারে! যদিও গাড়ি কোম্পানিটি সেই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। ইর্ভ ২০১৮ সালে মারা যান, কিন্তু তাঁর সেই ভলভো গাড়িটি আজও অসামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ব্যক্তিগত নিষ্ঠার এক প্রতীক হয়ে রয়েছে। এটি সত্যি দেখাল, একটি গাড়ি শুধু যান নয়, তা জীবনের সঙ্গীও হতে পারে।

দুবাইয়ের স্মার্ট পাম গাছ

দুবাইয়ের ভবিষ্যতের উপযোগী জন-পরিকাঠামো এখন আরও স্মার্ট হয়েছে সোলার স্মার্ট পাম-এর কল্যাণে। এগুলি হল কৃত্রিম গাছ, যা বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ডিভাইস চার্জিং, আবহাওয়ার তথ্য এবং ছায়া সরবরাহ করে। এই হাই টেক স্থাপনাগুলি সম্পূর্ণ সৌর প্যানেল দ্বারা চালিত এবং পার্ক ও সৈকতজুড়ে দ্রুত বসানো হচ্ছে। প্রতিটি স্মার্ট পাম বিনামূল্যে হাইস্পিড ইন্টারনেট, ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, তথ্য দেখানোর স্ক্রিন এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সরঞ্জাম দেয়। এগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দেখতে অনেকটা আসল পাম গাছের মতো লাগে এবং শহরের নান্দনিকতার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে যায়। এটি শহুরে নকশায় প্রযুক্তিকে যুক্ত করার এক চমৎকার উদাহরণ, যা স্থায়িত্ব, উপযোগিতা আর উদ্ভাবনকে একটি নজরকাড়া সমাধানের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

জলসমস্যার সৌর সমাধান

জলকে নোনতা থেকে মিষ্টি করার প্রক্রিয়া সবসময়ই খুব ব্যয়বহুল এবং প্রচুর শক্তির অপচয়কারী ছিল, অবশ্য এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু আমেরিকার এমআইটি'র বিজ্ঞানীরা এবার একটি সৌরশক্তিচালিত ডিস্যালিনেটর তৈরি করেছেন, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই সমুদ্রের জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলে পরিণত করে। এটি কাজ করে কেবল সূর্যের আলো এবং প্যাসিভ থার্মাল সাইকেলের মাধ্যমে। যন্ত্রটি প্রকৃতিতে জলের চক্রকে নকল করে তৈরি। এতে কোনও চলন্ত অংশ নেই, অথচ এর দক্ষতা আকাশছোঁয়া এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট শূন্য। ফলে এটি দূরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল বা দুর্যোগ-কবলিত এলাকার জন্য একেবারে আদর্শ। বিশ্বজুড়ে যখন জলের অভাব বাড়ছে, তখন এই উদ্ভাবনটি একটি টেকসই সমাধান নিয়ে এল।

'ফিট ইন্ডিয়া'

বহরমপুর, ২১ অক্টোবর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর একাধিক ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ শহরে 'ফিট ইন্ডিয়া' কর্মসূচি পালিত হয়। হাজারদুয়ারি থেকে রৌশনবাগ পর্যন্ত ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান ৬.০ কর্মসূচিতে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সেক্টর সদর দপ্তর বহরমপুর সহ ১১, ৭৩ ও ১৪৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও আধিকারিক সহ প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন অনিল টিগ্গা (কমান্ডান্ট), অনন্তরাম শর্মা প্রমুখ। অনিল বলেন, 'জওয়ানদের মতোই দেশের সাধারণ মানুষেরও শারীরিকভাবে ফিট থাকা অত্যন্ত জরুরি।'

বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস

প্রথম পাতার পর

কোথাও হলেও তা এতই সামান্য যে, লাগাম পরেনি শব্দবাজি পোড়ানোয়। ফলে একের উচ্ছ্বাসের খেসারত দিতে হয়েছে অন্য মানুষ এমনকি প্রাণীদেরও।

শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের কমবেশি সব শহরের বাতাসের এখন বিপজ্জনক অবস্থা। অক্সিজেনের বদলে বিষাক্ত বাতাস ঢুকছে মানুষ ও প্রাণীর শরীরে। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার আঞ্চলিক পরিবেশ দপ্তরের বোর্ডে একিউআইয়ের মাত্রা দেখায় ১৫৮। সোমবার গভীর রাতে যা ছিল ২১২-তে। শব্দ দূষণের মাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ১৫০-র কাছাকাছি।

পরিবেশ উচ্ছন্নে গেলেও চুপ পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের সাফাই, 'ডিসপ্লে বোর্ডে সব দেওয়া রয়েছে।' শব্দবাজির তাণ্ডব পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা তপন হালদারের হৃদযন্ত্রে সমস্যা আছে। তিনি বলেন, 'সোমবার রাতে যে হারে বাজি ফেটেছে, তাতে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু কী করছিল পুলিশ? তাহলে সবুজ বাজির বাজার বসিয়ে লাভ কী?'

অথচ পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান। তাঁর কথায়, 'যাঁদের আগে সমস্যা ছিল না, তাঁরা নতুন করে সমস্যায় পড়তে পারেন। শিশু এবং বয়স্করা সবথেকে আশঙ্কাজনক বয়সসীমায় রয়েছেন। হার্ট এবং ফুসফুসের সমস্যা ছাড়াও বাজির অতিরিক্ত শব্দে কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

মেডিকেল সুপারের বক্তব্য, বাজি ফাটলে যে ধোঁয়া তৈরি হয়, তাতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন ধরনের পালমোনারি এবং রেসপিরেটরি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়িতে রাতভর বাজির তাণ্ডবের কারণে মঙ্গলবার ভোর ৫টাতেও একিউআই ১৮২-তে উঠে গিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে অন্য দূষণের উৎস কম থাকলেও কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এই বিষাক্ত বাতাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কোচবিহারে সোমবার রাত ১২টায় একিউআইয়ের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১৮৪। আলিপুরদুয়ারে একই সময়ে একই মাত্রায় ছিল একিউআই। রায়গঞ্জে ওই সময় একিউআই ওঠে ১৬৭ পর্যন্ত। বালুরঘাটে রাত ২টোয় সর্বোচ্চ বায়ু দূষণ। একিউআইয়ের হিসাবে ১৬৭। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি পোড়ানোর সময়সীমা ছিল রাত আটটা থেকে দশটা। কিন্তু রাত যত গড়িয়েছে, তত রোজ বেড়েছে শব্দবাজির তাণ্ডব। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। বাতাসে দূষণ ছড়িয়েছে অতিমাত্রায়।

রায়গঞ্জের পরিবেশকর্মী গৌতম তান্তিয়ার কথায়, শব্দবাজি ভালো পরিমাণে ফেটেছে। মালদার শিক্ষক অভিযান সেনগুপ্ত বলেন, মালদা শহরের বাতাসে অনেকদিন থেকে দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জিতে ইনহেলারের ব্যবহার বেড়েছে। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, পাখি, গৃহপালিত ও পথপশুদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে যেখানে শুক্র, শনিবার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ১৩০ থেকে ১৪০-এর আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছিল, সেখানে কালীপুজোর দিনে ২০০ পার হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালেও ভোর পাঁচটায় যা ১৮০-র কাছাকাছি ছিল। আলিপুরদুয়ার শহরে শব্দবাজি বিক্রিতে কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দাস বলেন, 'প্রশাসন যেমন বাজি পোড়ানো বন্ধ করেনি, তেমন মানুষও সচেতন নয়।'

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার জানান, শব্দবাজি ফাটায় পথকুকুরদের ভীত দেখা গিয়েছে। পাখিদেরও সমস্যা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সিনিয়ার চিকিৎসক সুদীপন মিত্রের পরামর্শ, 'খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়াই ভালো।' কোচবিহারের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা পর্যাবরণ সংরক্ষণের আহ্বায়ক বিনয় দাসের বক্তব্য, 'পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বাজি থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

ভালো তো বটে, শুনছে কে? আরেক পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহের আক্ষেপ, 'প্রতিবারই ভাবি, এবার বুঝি বাজির দাপট থেকে মুক্তি পাব। বাস্তবে তা আর হয় না। বাজির জন্য পরিবেশের দূষণের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

আলোর উৎসবে

প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতিতে ইশান্ত শর্মা।

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে দীপাবলি পালন করলেন লিটন দাস।

বোন কোমলের সঙ্গে প্রদীপ দিয়ে বাড়ি সাজাতে চলেছেন অভিষেক শর্মা।

স্ত্রী সোনম ও পুত্র ধ্রুবকে নিয়ে সুনীল ছেত্রী।

সামনে আজ ফেলিক্স, সাদিওর আল নাসের

নজর কাড়তে চায় এফসি গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো না আসার হতাশা গোয়ার সর্বত্র। তবে এফসি গোয়ার অবশ্য আপাতত পাখির চোখ আল নাসের ম্যাচ।

গ্রুপ 'ডি'-র সেরা দল নিশ্চিতভাবেই সৌদির এই ক্লাব। তাদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে অন্তত ড্র করতে পারলেও তা বড় সাফল্য বলে ধরা হবে। আর তাই মানোলো মার্কুয়েজ রোকা বলেই দিচ্ছেন, 'আল নাসেরের মতো দলের বিপক্ষে খেলা কখনোই আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতো হতে পারে না। তবু আমরা জয়ের মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব। না পারলে অন্তত ড্র তো করতেই হবে।' সেরা দল বিপক্ষে ঘরের মাঠে ভালো কিছু করতে তৈরি এফসি গোয়া। আগের দুই ম্যাচেও হার। প্রথমে ঘরের মাঠে আল জাওয়ার কাছে ২-০ গোলের পর দুসানবেতে গিয়ে এফসি ইস্তিকললের বিপক্ষেও একই ফলে হার মানেন সন্দেশ ঝিংগান-জাভিয়ের সিভেরিওরা। এবার ম্যাচ এশিয়ার অন্যতম হাই প্রোফাইল দলের বিপক্ষে। যাদের দলে শুধু বিশ্বের প্রথম দুই সেরার একজনেরই উপস্থিতি নেই। তবে আছেন সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল, ইনিগো মার্টিনেজরা। দলের কোচ পর্তুগিজ জোরগে জেসুস। শুধুমাত্র রোনাল্ডো ছাড়া দলের সঙ্গে বাকি সব তারকাই এসেছেন গোয়ায়। ফলে রোনাল্ডোকে না দেখতে পেলেও চোখ ভরে বিশ্বের আরও তাবড় তারকাদের দেখার সুযোগ থাকছে গোয়ার কাছে। একইসঙ্গে উদান্তা সিং, দেজান দ্রাজিকরাও চাইবেন এইসব তারকাদের সামনে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরে নজর কাড়তে।

গতকাল রাতে আল নাসের দল অবশ্য গোয়ায় নামার আগে বিমান বিভ্রাটে পড়ে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় মাঝ আকাশে অন্তত বার পাঁচেক চক্কর কাটতে হয় তাদের। মাঠে সাদিও মানেদের জন্য এরকম কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি মানোলোর ছেলেরা তৈরি করতে পারেন কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সারা ভারত। কারণ টুর্নামেন্ট থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে আর নামতে না দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর এএফসি-র এই টুর্নামেন্টে গোয়াই এখন ভারতের পতাকা বাহক। যেখানে গ্রুপ শীর্ষে থাকা দলের বিপক্ষে এক পয়েন্টও এদেশের ফুটবলের সম্মান কিছুটা ফেরাতে পারে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আজ

এফসি গোয়া বনাম আল নাসের

সময় : সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট
স্থান : বাম্বোলিম
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

গোয়ায় পৌঁছে গেলেন আল নাসেরের সাদিও মানে।

এক ঘণ্টা ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম প্রায় শেষ। কিন্তু উৎসবের রেশ এখনও ভালোরকম রয়েছে কলকাতায়।

তার মধ্যেই আজ আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল বাংলা দল। সকালের ইডেন গার্ডেন্সে মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের অনুপস্থিতিতে শুরু হল গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন। শনিবার ইডেনে শুরু হতে চলেছে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে টিম বাংলা। লক্ষ্যপূরণে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে ইডেনের অনুশীলন উইকেটে এক ঘণ্টা ব্যাটিং চর্চা সারলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের জয়ে ব্যাট হাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন পরিচিত ছন্দে।

সেই ছন্দকে আরও ধারালো করে তোলার জন্য সকালের ইডেনে অভিমন্যুকে দেখা গেল সিরিয়াস ব্যাটিং চর্চায়। কালীপুজো ও দীপাবলির কারণে শেষ দুইদিন অনুশীলন বন্ধ ছিল বাংলার। বুধবারও দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি ও আকাশ দীপ। ফলে বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে পুরো দলকেই পাবে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচের শুরুটা হয়তো আমাদের ভালো হয়নি। তবে সময়ের সঙ্গে ম্যাচের দখল নিয়েছিলাম আমরা। শেষ ম্যাচের ভুলগুলি দ্রুত শুধরে নিতে হবে আমাদের।'

এদিকে, বাংলা দলের ফিজিও আদিত্য দাস আজ আচমকাই পদত্যাগ করেছেন। সিএবি সভাপতির কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়েও দিয়েছেন তিনি। নতুন ফিজিওর খোঁজও শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে।

ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক ঋষভ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ২৭ জুলাইয়ের পর ৩০ অক্টোবর। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় 'এ' দলকে নেতৃত্বও দেবেন তিনি। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে ঋষভকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া থেকে স্পষ্ট, ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের দলেও ফিরতে চলেছেন পন্থ। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটারের ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বি সাই সুদর্শনকে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। ক্রিস ওকসের বলে পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছিল তাঁর। মাঝের সময়ে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। চোট সারিয়ে এখন ঋষভ ফিট। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা। যদিও ঋষভ ফিরলেও ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে মহম্মদ সামির কথা ভাবাই হয়নি। জাতীয় নির্বাচক কমিটি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দল নির্বাচনের সময় সামির নাম নিয়ে আলোচনাও হয়নি। বাংলার হয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন সামি। অথচ, তাঁর নাম দল নির্বাচনের সময় বিবেচনাই হয়নি।

দলে নেই সামি

সামির নাম নিয়ে আলোচনা না হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলে বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু হতে চলা এই ম্যাচের দলে থাকায় বাংলার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজি খেলতে সমস্যা হবে না অভিমন্যু-আকাশদের। ঋষভকে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্রিকেট সমাজ। মনে করা হচ্ছে, ১৪ নভেম্বর ইডেনে ঋষভের আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা।

প্রথম ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), আয়ুষ মাত্রে, নারায়ণ জগদীশান, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, অংশুল কম্বোজ, যশ ঠাকুর, আয়ুষ বাদোনি ও সারাংশ জৈন।

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত 'এ' দল ঃ ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন (সহ অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, মানব সুথার, খলিল আহমেদ, গুরনুর ব্রার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও মহম্মদ সিরাজ।

দিওয়ালির রাতে মা ও বোনের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

গিলের ভয়েস কল সন্দীপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : ডুরান্ড কাপে তাঁকে বাড়তি অনুশীলন করানোয় কাঁধে হালকা চোট পান, এমনই অভিযোগ প্রভসুখান সিং গিল করেছেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার নিজেই সন্দীপ নন্দীকে ভয়েস কলে জানান, এই ধরনের কিছু তিনি বলেননি। তিনি না বললেও সন্দীপের অভিযোগকে পাত্তা দিচ্ছেন না ইমামির অন্যতম কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল। তিনি জানিয়ে দেন, সমস্যা থাকলে সন্দীপের আগেই বলা উচিত ছিল। যা অবস্থা তাতে এখনই এই বিতর্কের অবসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছে।

সুপার ওভারে জয় হোপদের

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : সুপার ওভারে ১ রানে জিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে প্রথমে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ২১৩ রান করে। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়মিত উইকেট হারিয়েও ২১৩/৯ স্কোরে পৌঁছায়। নেপথ্যে অধিনায়ক শাই হোপের অপরাজিত ৫৩ রান। খেলা সুপার ওভারে গড়ালে ক্যারিবিয়ানরা ১ উইকেটে ১০ রান তোলে। এরপর বাংলাদেশ ১ উইকেট ৯ রানে আটকে যায়।

গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

বাম্বোলিমের সম্প্রচার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডের ব্যর্থতা ভুলে সুপার কাপে মনোযোগী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

সোমবার দীপাবলির দিনই গোয়া পৌঁছায় অস্কার ব্রুজোঁ এবং তাঁর দল। সেখানে যাওয়ার পর সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে বাদানুবাদ এবং গোলকিপিং কোচের ফিরে আসা নিয়ে দলের অন্দরে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হওয়াই এখন চিন্তার কারণ টিম ম্যানেজমেন্টের। সেখান থেকে খেলায় ফোকাস ফেরাতে এদিন থেকেই পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিল লাল-হলুদ শিবির। সোমবার পৌঁছানোর পর বিকেলে সমুদ্রসৈকতে হালকা গা-ঘামানো ছাড়া আর কিছু করাননি অস্কার। দল উঠেছে নর্থ গোয়ার বাগা সৈকতের কাছের এক হোটেলে। এদিন সেখান থেকে ডাবোলিমের বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি মাঠ তাদের দেওয়া হয় অনুশীলনের জন্য। সেখানেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন লালচুংনুঙ্গা-সাউল ক্রেসপোরা। তবে অস্কার-সন্দীপ ঝামেলায় খানিকটা হলেও মানসিকভাবে চাপে ফুটবলাররা। তবে এই নিয়ে অস্কার এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ। তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তাঁর যা বলার ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনেই বলবেন। তবে সন্দীপ যেভাবে তাঁকে একতরফা বলে গিয়েছেন, তাতে বিরক্ত এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁকে অনুশীলন করাতে দেওয়া হত না বলে যে অভিযোগ সদ্য প্রাক্তন গোলকিপিং কোচ করেছেন, তা আদৌ সত্যি নয় বলে দলের অন্দরেরই অনেকের বক্তব্য। অস্কার নাকি সন্দীপকে ৪০-৪৫ মিনিট আগে এসে গোলকিপারদের অনুশীলন করাতে বলতেন। যা শুনতেন না এই বাঙালি কোচ। তবু এখনই এসব নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে যেতে নারাজ বলেই দ্রুত তাঁর সঙ্গে সোনালি করমর্দন সেরে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। কোচ সহ সবারই এখন ফোকাস সুপার কাপে।

এদিকে, সমর্থকদের ক্ষোভের কারণে বাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামের সম্প্রসারণ সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। মূলত স্পোর্টস ১৮-এর সুপার কাপের ম্যাচ দেখানোর কথা। কিন্তু শুরুতেই সমস্যা তৈরি হয় বাম্বোলিমের ম্যাচ নিয়ে। জানা যায়, ওই ম্যাচ দেখাতে পারবে না সম্প্রচারকারী সংস্থা। যা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। বিশেষ করে যে সব ক্লাবের ম্যাচ জিএমসি-তে, তাদের সমর্থকরা ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই মাঠেই প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তবে সমর্থকদের ক্ষোভ আঁচ করেই শেষপর্যন্ত নড়েচড়ে বসেন এআইএফএফ কর্তারা। যা খবর তাতে আশা করা হচ্ছে, সমস্যা হয়তো মিটে যেতেও পারে।

সুপার কাপ খেলতে গোয়ায় সাউল ক্রেসপো ও হিরোশি ইবুসুকি।

মহারাজের ৭ উইকেট

রাওয়ালপিন্ডি, ২১ অক্টোবর : ৩১৬/৫ থেকে ৩৩৩ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট পাকিস্তান। ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট তুলে নিয়ে কেশব মহারাজ দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়াইয়ে ফেরালেন। দ্বিতীয় দিনের শুরুটা গতকালের দুই অপরাজিত পাক ব্যাটার সাউদ শাকিল (৬৬) ও সলমন আলি আঘা (৪৫) সাবধানে করেছিলেন। তারপরও বাঁহাতি স্পিনে ১০২ রানে ৭ উইকেট শিকারের মাধ্যমে মহারাজ পাকিস্তানের ইনিংসকে লম্বা করার সুযোগ দেননি। একইসঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে অতিথি দেশের প্রথম স্পিনার হিসেবে ৭ উইকেট নেওয়ার নজির গড়ে ফেলেছেন তিনি। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৪ রানে দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন (১৪) ও আইডেন মার্করামকে (৩২) হারিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই পালটা প্রতিরোধে ট্রিস্টান স্টাবস (অপরাজিত ৬৮) ও টনি ডি জর্জি (৫৫) প্রোটিয়াদের ১৬৭ রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে শেষবেলায় জর্জি ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (০) হারিয়ে প্রথম ইনিংস ১৮৫/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নতুন ওডিআই অধিনায়ক হওয়ার পরদিন শাহিন শা আফ্রিদির ঝুলিতে ১ উইকেট।

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান

লাহোর, ২১ অক্টোবর : ১৫ নভেম্বর, ২০২৩- বাবর আজমকে সরিয়ে পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক হন শান মাসুদ। ৪ মার্চ, ২০২৫- মহম্মদ রিজওয়ানের বদলে টি২০-র নেতৃত্বে আসেন সলমন আলি আঘা। ২০ অক্টোবর, ২০২৫-রিজওয়ানের জায়গায় ওডিআই দলের অধিনায়ক হলেন শাহিন শা আফ্রিদি। ফলে গত দুই বছর ধরে পাকিস্তান ক্রিকেটে নেতৃত্ব বদলের হাস্যকর মিউজিক্যাল চেয়ার অব্যাহত। এরমধ্যেই রিজওয়ানকে ছাঁটাইয়ের কারণ সামনে এসেছে। যা ক্রিকেটবোদ্ধাদের চোখ কপালে তোলার জন্য যথেষ্ট।

গত কয়েকদিন ধরেই শোনা গিয়েছিল, ওডিআইয়ের নেতৃত্ব হারাতে পারেন উইকেটকিপার-ব্যাটার রিজওয়ান। সোমবার রাতের দিকে কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে আলোচনার পর তাতে সিলমোহর দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভি। তারপরই পিসিবি-র একটি সূত্র বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছে, বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চাননি রিজওয়ান। যার জন্যই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়। পিসিবি-র সূত্রটি বলেছে, 'রিজওয়ানের অধিনায়কত্ব হারানোর পিছনে কোনও ক্রিকেটীয় কারণ নেই। রিজওয়ান বেটিং অ্যাপের প্রচার করতে চায়নি। বেটিং সংস্থার সঙ্গে পিসিবি-র চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল রিজওয়ান। সেইজন্যই ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

চলতি বছরের শুরুতে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের হয়ে খেলার সময়ও রিজওয়ান দলের জার্সি পরতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তাতে এক বেটিং ফার্মের লোগো দেওয়া ছিল। রিজওয়ানকে ওডিআই নেতৃত্ব থেকে সরানোর পিছনে অন্য একটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফ। পিসিবি-র সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ লতিফ বলেছেন, 'রিজওয়ান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে জনসমক্ষে মন্তব্য করেছিল। এটাই কি ওর নেতৃত্ব হারানোর কারণ? রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত হেসনের। উনি ড্রেসিংরুমে ধর্মীয় সংস্কৃতি পছন্দ করেন না। আমরা কেউই পছন্দ করি না। কিন্তু সেটা হেসন সরাসরি রিজওয়ানকে ডেকে বলতে পারতেন। ওকে এভাবে নেতৃত্ব থেকে সরানোর যুক্তি বোধগম্য হচ্ছে না।'

নেটে চনমনে হিটম্যান, এক ঘণ্টা অনুশীলন কোহলির

পরপর তিন নেটে ব্যাট করলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল। অ্যাডিলেডে মঙ্গলবার।

‘ঘরোয়া ক্রিকেট খেলুক রোকো’

দুই ভারতীয় মহাতারকাকে বার্তা অশ্বীনের

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি। পারথের একদিনের ম্যাচে ব্যর্থতার পর তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে।

সঙ্গে চলছে সমালোচনাও। এমন অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ‘রোকো’ জুটিকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হিটম্যান আজ দুপুরের অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে সবার আগে অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। কিছু পরে বাকি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে হাজির হন বিরাট। দুইজনকেই পাশাপাশি নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং সাধনা করতে দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বাইশ গজের বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নিজেদের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েও আজ কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ‘রোকো’ জুটি। পারথের প্রথম একদিনের ম্যাচে অধিনায়ক শুভমান গিলও রান পাননি। ‘রোকো’-র ঠিক পাশের নেটে গিলও আজ দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। আর মেজাজের দিক থেকে অ্যাডিলেডে আজ কোহলিকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি সত্যিই কিং। ভারতীয় দলের নেটে আজ চুটিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন সেরেছেন। এক ঘণ্টা ব্যাটিং করেছেন। বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশে নানারকম শট খেলতেও দেখা গিয়েছে বিরাটকে। রোহিতও আজকের অনুশীলনে বারবার নজর কেড়েছেন। তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, অতীতের ছন্দ দ্রুত ফিরে পেতে চাইছেন হিটম্যান। প্রশ্ন হল, ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমে দ্রুত কি ছন্দ ফিরে পাওয়া যায়? তাও আবার দেশ থেকে বহুদূরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে?

প্রশ্নের জবাবে বিতর্ক চলবে। চলারই কথা। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া হেরে গেলে সিরিজও খোয়াতে হবে। এমন অবস্থায় ‘রোকো’ জুটি কীভাবে অ্যাডিলেডের একদিনের ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরবেন, ব্যাটে রান পাবেন কি না, চলছে জল্পনা। তার মধ্যে আজ রোহিত-বিরাটের একসময়ের সতীর্থ, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকাকে দিয়েছেন পরামর্শ। ‘রোকো’ জুটিকে আরও বেশি অনুশীলনের পাশে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শও দিয়েছেন অশ্বীন। অশ্বীনের মনে হচ্ছে, কোনও ক্রিকেটারের বয়স হয়ে গেলে তাঁকে আরও বেশি পরিশ্রম, অনুশীলন করতে হয়। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘ফর্মে থাকতে হলে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে পরিশ্রমের ধরনও বদলে যায়। তাই রোহিত, কোহলিকে সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য এখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে। শুধু তাই নয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলা উচিত। কারণ, ‘রোকো’ যদি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাবে, তাহলে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ তার আগে ওরা পাবে না।’

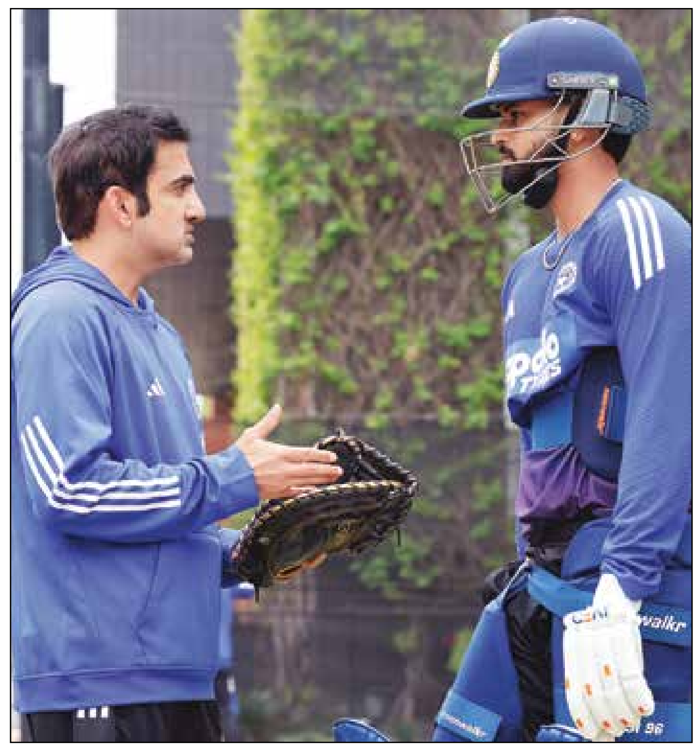

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে পরামর্শ গৌতম গম্ভীরের। মঙ্গলবার।

অশ্বীনের মতো চাঁছাছোলা ভাষায় ‘রোকো’-কে নিয়ে মন্তব্যের পথে হাঁটেননি রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রোহিত-বিরাটদের মিশন ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও নিশ্চিত নন। আবার একইসঙ্গে তাঁদের নিয়ে কোনও মন্তব্যও করতে চাননি শাস্ত্রী। আইসিসি-র এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ আজ বলেছেন, ‘ওদের আগামীর পরিকল্পনা ঠিক কী, জানা নেই আমার। তবে এতদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে দুর্দান্ত খেলে দেওয়া সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এমনিতেই খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং। তাই আমার মনে হয়, ওদের মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।’ বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ‘রোকো’ জুটি রান করতে পারেন বলেই মনে করছেন শাস্ত্রী। কিন্তু রোহিতদের নিয়ে আগাম পূর্বাভাসের পথে যেতে রাজি নন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় কোচের মতো প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংও মনে করছেন, ‘রোকো’-কে নিয়ে এখনই পূর্বাভাস করা কঠিন। পন্টিংয়ের কথায়, ‘কোহলিকে ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন চিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ও বরাবরই ছোট লক্ষ্য সামনে রেখে সামনে তাকায়। রোহিতও অনেকটা তাই। ওরা ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, এখনই বলা কঠিন। কিন্তু দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেই হয়তো ওরা রানে ফিরবে।’

চাপে স্টান্স বদল নকভির

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা।

২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রায় এক মাস কাটতে চলল। কিন্তু টিম ইন্ডিয়া এখনও খেতাব জয়ের স্মারক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পায়নি। দুবাইয়ে ফাইনালের রাতে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার (এসিসি) চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে চায়নি টিম ইন্ডিয়া। জানা

এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক

গিয়েছে, সেই ট্রফি এখনও দুবাইয়েই রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সম্প্রতি সেই ট্রফি মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছিল এশীয় ক্রিকেট সংস্থার কাছে। মঙ্গলবার রাতের দিকে চাপ পড়ে হঠাৎই স্টান্স বদল নকভির। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড এশিয়া কাপ ট্রফি দেওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের কাছে অভিনব প্রস্তাব রেখেছেন এসিসি প্রধান। যদিও সেখানে শর্ত রয়েছে। ভারতীয় বোর্ডকে পাঠানো ইমেলে নকভি বলেছেন, ‘এশিয়া

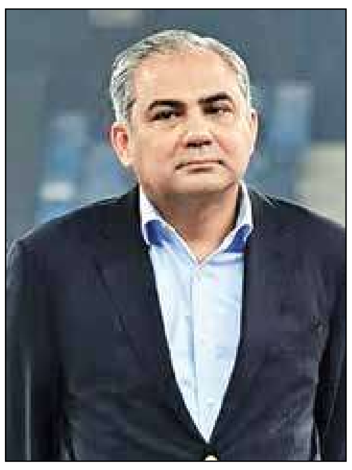

কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে।’ আসলে নকভি ভারতের কোনও ক্রিকেটারের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চান। কিন্তু বিসিসিআই স্বাভাবিকভাবে নকভির এই প্রস্তাবে রাজি নয়।

এদিকে, এশিয়া কাপ ট্রফি পাওয়ার জন্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-রও দ্বারস্থ হতে চলেছে বিসিসিআই।

> এশিয়া কাপ ট্রফি একান্তভাবেই ভারতীয় দলের। এশিয়া কাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আমরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চাই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনও একজন ক্রিকেটার ও বোর্ডের আধিকারিককে থাকতেই হবে। -মহসিন নকভি

আইসিসি-র শীর্ষকর্তাদের ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে, সময় তার জবাব দেবে। নকভির নতুন প্রস্তাবের পর বিসিসিআই বনাম এসিসি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

বিরাটকে হুংকার শর্টের

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : রোহিত শর্মার মতো তিনিও ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু পারথে প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি বিরাট কোহলির। রবিবার ৮ বলের ইনিংসে খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। যা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের প্রথম শূন্য।

শুভমান গিলের ওডিআই নেতৃত্বের অভিষেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে হারের যন্ত্রণা ভুলে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার পাশাপাশি তিনটি নেটে বিরাট, রোহিত ও শুভমানের ব্যাটিং প্রস্তুতির ছবি দীপাবলির হাজারো রোশনাইয়ের মধ্যে যথারীতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অনুশীলনে বিরাটকে চনমনে লাগলেও বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ওডিআইয়ে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটারের উদ্দেশে হুংকার ছেড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু শর্ট।

বিদেশের মাঠগুলির মধ্যে অ্যাডিলেডে কোহলির রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। সব ফরম্যাট মিলিয়ে পাঁচটি শতরান রয়েছে। ওডিআইয়ে ব্যাটিং গড় ৬১! কিন্তু অ্যাডিলেড ওভালে বিরাটের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা তৈরি থাকবেন, তা জানিয়ে দিয়েছেন শর্ট। অজি ব্যাটার বলেছেন, ‘আমি দলের পেসারদের বৈঠকে ছিলাম না। কিন্তু বিরাটকে আউট করার নীল নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। হফ (জোশ হ্যাজেলউড), স্টার্কির (মিচেল স্টার্ক) বিরাটের বিরুদ্ধে বোলিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে কোহলিকে আউট করতে হয়। পারথে বোলিংয়ের অনুকূল পরিবেশ ছিল। যার হ্যাজেলউডরা দুর্দান্ত কাজে লাগিয়েছে। আশা করি, অ্যাডিলেডেও তার পুনরাবৃত্তি হবে।’

বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড-দ্বৈরথের ফল যাই হোক, ম্যাচের পর বিরাট-রোহিতের থেকে টিপস নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন শর্ট। বলেছেন, ‘বিরাট, রোহিতের মতো কিংবদন্তির বিরুদ্ধে খেলতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি, অ্যাডিলেডে ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব।’

অ্যাডিলেডে বিরাট কোহলি

ফরম্যাট	ম্যাচ	রান	ব্যাটিং গড়	শতরান	সর্বাধিক
টেস্ট	৫	৫২৭	৫২.৭০	৩	১৪১
ওডিআই	৪	২৪৪	৬১.০০	২	১০৭
টি২০	৩	২০৪	২০৪.০০	০	৯০*

বেটিং অ্যাপের প্রচারে না, ছাঁটাই রিজওয়ান
গোয়ায় প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের
-খবর এগারোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমাদের প্রিয় **বাপ্পার** অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আগামী 23শে অক্টোবর সুভাষপল্লিস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। সময়- 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। আত্মীয়স্বজন, শ্মশানবন্ধুরা আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

পরিবারবর্গ

সুপার কাপের ডার্বির ভাবনা শুরু বাগানে

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর: আইএফএ শিল্ড খেতাব, একইসঙ্গে ডার্বি জয়। সেই রেশ কাটেনি এখনও। আরও একটা ডার্বির ভাবনা শুরু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে।

দুইদিনের বিশ্রাম কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে সুপার কাপের মহড়ায় নেমে পড়ল সবুজ-মেরুন বাহিনী। দুইদিন কলকাতায় অনুশীলন করবেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিং, আপুইয়ারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিম মোহনবাগানের গোয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা।

>
> ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। -রবসন রোবিনহো

সুপার কাপের আগে শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জয় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের আত্মবিশ্বাস এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে ফের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন। মঙ্গলবার বিকেলে অনুশীলনের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাগান মাঝমাঠের নতুন তারকা রবসন রোবিনহো জানালেন আরও একটা ডার্বিতে খেলার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘ডার্বি বিশাল ম্যাচ। আমরা জানি ক্লাব, সমর্থকদের কাছে এর গুরুত্ব কতটা। সবাই ফোকাসড, আত্মবিশ্বাসী এবং একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।’

নিজের এবং দলের সুপার কাপের প্রস্তুতি নিয়ে রবসন বলেছেন, ‘আইএফএ শিল্ড আমাদের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে। ট্রফি জেতা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য সুপার কাপ এবং আরও খেতাব জেতা।’ এখনও দারুণ কিছু করতে না পারলেও অল্প সময় দলের সঙ্গে ভালোই মানিয়ে নিয়েছেন রবসন। ব্রাজিলিয়ান মিডিও যার জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাগান সাজঘরকে। তিনি বলেছেন, ‘সতীর্থরা খুব সহায়ক। মনে হচ্ছে আমি এখানে অনেকদিন আছি। দলটা একেবারে পরিবারের মতো।’

রবসন চেষ্টা করছেন দ্রুত নিজের চেনা ছন্দে ফিরতে। বলেছেন, ‘ভারতে আসার আগে প্রায় পাঁচ মাস কোনও ম্যাচ খেলিনি। আইএফএ। শিল্ডে তিনটি ম্যাচ আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ফিট এবং সুপার কাপে দলের জন্য আরও ভালো কিছু করতে প্রস্তুত।’

ফের্মিনের হ্যাটট্রিক, বার্সার ৬

বার্সেলোনা, ২১ অক্টোবর : লা লিগায় ছন্দে থাকলেও বার্সেলোনা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হেরে গিয়েছিল। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে সেই ধাক্কা সামলে গ্রিসের অলিম্পিয়াকোসকে ৬-১ গোলে চূর্ণ করল বার্সা। হ্যাটট্রিক করলেন ফের্মিন লোপেজ। ৭ মিনিটে তাঁর গোলেই বার্সা এগিয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে আসে তাঁর দ্বিতীয় গোল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আয়ুব এল কাবি পেনাল্টি থেকে একটি গোল ফিরিয়ে অলিম্পিয়াকোসকে ম্যাচে ফেরত এনেছিলেন। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা লামিনে ইয়ামালের গোল বার্সেলোনাকে ৩-১ এগিয়ে দেয়। এরপর ৭৪ ও ৭৯ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড জোড়া গোল করেন। মাঝে ৭৬ মিনিটে ফের্মিন নিজের তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন।

হ্যাটট্রিকের পর ফের্মিন লোপেজ।

জুভেন্তাসের সামনে আজ সতর্ক রিয়াল

মাদ্রিদ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট, ২১ অক্টোবর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে বুধবার মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছন্দের খোঁজে নামছে লিভারপুল।

প্রতিপক্ষ জুভেন্তাস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে একটু বেশিই সতর্ক রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘জুভেন্তাস ইউরোপের বড় দল। আমরা শুরু থেকে মনোযোগ ধরে রাখতে হবে আমাদের। জুভেন্তাস যে অবস্থায় আছে, তাতে ওরা দ্বিগুণ বিপজ্জনক। আমাদের পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।’

রিয়াল মাদ্রিদকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সাম্প্রতিক ফর্ম। লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন এমবাপে। তাঁর পারফমেন্সের প্রশংসা করেছেন অলন্সো। এদিকে, জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে আবার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড এবং ড্যানি কার্বাহালকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ।

জুভেন্তাস ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মঙ্গলবার।

ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে লিভারপুল

অন্যদিকে, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে লিভারপুল। প্রতিপক্ষ এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট। লিভারপুল আক্রমণে শক্তিশালী হলেও গোলকিপার ও কিছু চোট আঘাত সমস্যা রয়েছে। রায়ান গ্রাভেনবার্চ এবং ওয়াতারু এন্ডো সম্ভাবত অনুপস্থিত। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বাড়তি আক্রমণাত্মক খেলতে চাইবে। পূর্ববর্তী ম্যাচে লিভারপুল একবার জিতেছে এবং একবার ড্র করেছে। উভয় দলেরই জয় লক্ষ্য, তাই প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচটি উত্তেজনাপূর্ণ ও গোলপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টানা হারে দল চাপে থাকলেও অনুশীলনে চনমনে লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

এদিকে, মরশুমের দারুণ শুরুর পর আচমকাই পথ হারিয়েছে লিভারপুল। ক্লাবটির কঠিন এই সময়ে প্রাক্তন কোচ জুরগেন ক্লপের ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ‘প্রিয় দলের’ দুঃসময়ে কি ফিরবেন তিনি? ক্লপ বলেছেন, ‘আমি বলেছিলাম, ইংল্যান্ডে অন্য কোনও দলে কোচিং করাব না। তাই যদি ইংল্যান্ডে ফিরি, সেটা হবে লিভারপুলেই। সুতরাং হ্যাঁ, তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব।’ তবে ক্লপের দৃঢ় বিশ্বাস, আর্নে স্লটের কোচিংয়ে শীঘ্রই কক্ষপথে ফিরবে লিভারপুল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম কারাবাগ এফকে
গালাতাসারে বনাম বোডো/গ্লিমট
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম জুভেন্তাস
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম ক্লাব ব্রাগ
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম লিভারপুল
মোনাকো বনাম টটেনহাম হটস্পার
চেলসি বনাম আয়াখস আমস্টারডাম
স্পোর্টিং লিসবন বনাম মার্সেই
আটালান্টা বনাম স্লাভিয়া প্রাহা
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সমীর গুরুং - কে 25.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 48471 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কখনও কখনও কেবল একটি টিকিট এবং কিছুটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। কারোর জীবনে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তার জীবন্ত প্রমাণ হিসাবে আমি দাড়িয়ে আছি। এই জয় শুধুমাত্র আমার জীবন বদলে দিয়েছে তা নয়, এটি আমাকে বিশ্বাস করা বন্ধ না করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্মরণে মননে

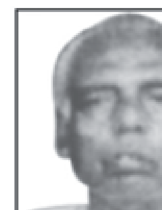

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৯তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ ঃ ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১